GIFT

নৈষধচরিত মহাকাব্যে শৃঙ্গার রস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক:

ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০

গবেষক:

কালিদাস ভক্ত
গবেষক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
449938
449938

সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
নভেম্বর-২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি আনন্দের সঙ্গে প্রত্যয়ন করছি যে, কালিদাস ভক্ত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'নৈষধচরিত মহাকাব্যে শৃঙ্গার রস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছেন। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। এটি তাঁর নিজস্ব, মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি এবং গবেষকের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
449938

২৭.১১.১১

(ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "নৈষধচরিত মহাকাব্যে শৃঙ্গার রস" শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপিত। তাঁর সার্বিক দিক নির্দেশনা ও উৎসাহের কারণেই আমি গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আমি তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ভালোবাসা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি সংস্কৃত বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের অবদানকে, যিনি গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. এম অহিদুজ্জামান। তাঁর সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে সহায়ক হয়েছে। গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করতে সার্বিক পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় জনাব এস এম বাহালুল মজনুন চুন্নু। তাঁর প্রতি জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। গবেষণা সংক্রান্ত নানা সহযোগিতা ও পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. অসীম সরকারকে। গবেষণাকালে আমি মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, জগন্নাথ হল গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই সুযোগে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাবা-মা ও দাদা-বৌদির পরম আশীর্বাদ আমাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে। কম্পিউটার কম্পোজ ও অক্ষরবিন্যাস-সংক্রান্ত কাজে আমার স্নেহাস্পদ ছোট ভাই ধীরেন্দ্র নাথ বাড়ৈ ও নীলক্ষেত হাই স্কুলের দু'জন কর্মচারী মোঃ আব্দুল লতিফ এবং আবুল বাশার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছে। তাদের এ পরিশ্রম ও সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এছাড়াও যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী এই গবেষণা কাজে নিরন্তর উৎসাহ আর প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

449938

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৭.১১.১১

কালিদাস ভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	:	১ – ৩
প্রথম অধ্যায়	: সংস্কৃত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	৪ – ১৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রেণীকরণ ও মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিতের মূল্যায়ন	১৮ – ২৮
তৃতীয় অধ্যায়	: সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী রসের পর্যালোচনা ও শৃঙ্গার রসের স্থান	২৯ – ৩৮
চতুর্থ অধ্যায়	: নৈষধচরিতে শৃঙ্গার রস	৩৯ – ১২১
পঞ্চম অধ্যায়	: শৃঙ্গার রসের প্রয়োগে শ্রীহর্ষের সার্থকতা	১২২ – ১৩২
উপসংহার	:	১৩৩ – ১৩৪
সহায়ক গ্রন্থাবলি	:	১৩৫-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্যজগতে 'নৈষধচরিত' অন্যতম। যেহেতু নৈষধচরিত একখানা মহাকাব্য তাই এ কাব্যের শৃঙ্গার বিষয়ক পর্যালোচনার প্রথমেই মহাকাব্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। চতুর্দশ শতকের বিশিষ্ট আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে মহাকাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তার আলোকে মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, সর্গ দ্বারা গঠিত পদ্যময় কাব্য বিশেষকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্যে সর্গ বিভাগ থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা হবে আটের অধিক, সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে। কেবল সর্গের শেষে অন্য প্রকার ছন্দের পদ্য থাকবে, তবে সর্গান্তে রসের পরিবর্তন ঘটবে, বিষয় অনুযায়ী সর্গের নামকরণ করা হবে। আশীর্বাদ, নমস্কার, বস্তু নির্দেশ দ্বারা মহাকাব্যের আরম্ভ হবে। এর প্রধান বিষয় হবে পুরাণ, ইতিহাস বা কোনো সত্য ঘটনা। মহাকাব্য পাঠে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে। একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্বলিত এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বা দেবতা হবেন অথবা একই বংশজাত বহুরাজা। পটভূমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালপ্রসারী এবং তাতে যুদ্ধ, প্রকৃতি, নগর, সমুদ্র, সন্ধ্যা, চন্দ্র, সূর্য, রাত্রির যথাসম্ভব বর্ণনা থাকবে। এর বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা কোনো সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত কাহিনী। এতে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত এই তিনটির যে কোনো একটি রস হবে প্রধান এবং অন্যান্য রস হবে এর অঙ্গস্বরূপ। কবি, কাব্যের বিষয়বস্তু, নায়ক অথবা অন্য কারো নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। নায়কের জয় বা প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটবে।[১] নৈষধচরিতে মহাকাব্যের এসব লক্ষণ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব নৈষধচরিত একটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য।

কাব্য রসের আধার। কাব্যে রস অপরিহার্য বিষয়। রস ব্যতীত কাব্য হয় না। তাই বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[২] – রসযুক্ত বাক্যই কাব্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নয় প্রকার রসের উল্লেখ রয়েছে। যথা – শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।[৩] নাট্যশাস্ত্রে মূল রসের সংখ্যা চার; যথা – শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস; অপ্রধান হিসেবে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক। নবরসের মধ্যে শৃঙ্গার রস অন্যতম। শৃঙ্গার রসকে আদি রস বলা হয়। নায়ক-নায়িকার আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে এ রসের আবির্ভাব ঘটে। মানব – মানবীয় জীবনচর্যার এক বিশিষ্ট চেতনাময় উজ্জ্বল বৃত্তি এই শৃঙ্গার, যৌন অস্তিত্বে যা হয় কাম, অনির্বচনীয় আনন্দতত্ত্বে তাই প্রেম। বিশ্বের ধ্রুপদী

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের ঐতিহ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বকীয় মহিমায়, ব্যাপ্তি ও বৈভবে, প্রকাশ-বৈচিত্র্যে, ভাবের দীপ্তিতে, ভাষার অতুলনীয় শিল্পচ্ছটায় শৃঙ্গার অনন্য সাধারণ।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য লক্ষণীয়। শ্রীহর্ষ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি। তাঁর পিতার নাম শ্রীহীর,মাতার নাম মামল্লদেবী। শ্রীহর্ষ নামে আরেক জন নাট্যকারের কথা আমরা জানি। তিনি প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী,নাগানন্দের রচয়িতা সম্রাট হর্ষবর্ধন। নৈষধচরিতে নায়ক নিষধরাজ নল এবং নায়িকা বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে শৃঙ্গার রসের স্ফুরণ ঘটেছে। ফলে মহাকাব্যটি হয়েছে অত্যন্ত উপভোগ্য। গবেষণা কর্মটিতে ভূমিকা ছাড়াও সংস্কৃত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রেণীকরণ ও মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিতের মূল্যায়ন, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী রসের পর্যালোচনা ও শৃঙ্গার রসের স্থান, নৈষধচরিতে শৃঙ্গার রস, শৃঙ্গার রসের প্রয়োগে শ্রীহর্ষের সার্থকতা এই পাঁচটি অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। শেষে একটি উপসংহার দেওয়া হয়েছে। উপসংহারে গবেষণাকর্মের সার্বিক অলোচনার সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশঃ

১. "সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ ॥৩১৫

সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তঃ গুণান্বিতঃ।

একবংশভবা ভুপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা ॥৩১৬

শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।

অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ ॥৩১৭

ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।

চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকং চ ফলং ভবেৎ॥৩১৮

আদৌ নমক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা।

ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তনম্ ॥৩১৯

একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ।

Dhaka University Institutional Repository

নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধীকা ইহ॥৩২০॥

নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।

সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ ॥৩২১

সন্ধ্যা-সূর্য্যেন্দু-রজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ ।

প্রাতর্মধ্যাহ্ন-মৃগয়াশৈলর্ত্তু বনসাগরাঃ ॥৩২২

সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ।

রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ॥৩২৩

বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।

কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।

নামান্যস্বর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥৩২৪

বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণঃ, প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৮৬, পৃ. ৪৭৫

২. শৃঙ্গার-হাস্যকরুণ - রৌদ্রবীর - ভয়ানকাঃ।

বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথামতঃ ॥

প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭.

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
সংস্কৃত মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সংস্কৃত মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণ ও মহাভারত সুপ্রসিদ্ধ। বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্যবর্তী পর্বে বিশালকায় এই মহাকাব্য দুটি রচিত হয়। রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি এবং মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। ঋষিদের দ্বারা রচিত বলে এ দুটি মহাকাব্যকে আর্ষ মহাকাব্য বলা হয়। কাব্য দুটি আয়তনে ও বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত হৃদয়াবেগের, ধর্মের, দর্শনের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছে এই মহাকাব্য দুটিতে। কাব্য দুটি ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে পরিগণিত।

রামায়ণ একাধারে ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেতিহাস রামায়ণের মূল বিষয়। পুরাণ মতে এবং প্রচলিত বিশ্বাসে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার। তাই হিন্দুরা রামচন্দ্রকে ভগবানরূপে পূজা করেন এবং রামায়ণকে নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মনে করেন। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের চরিত্রগুলো এমন মাধুর্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত করে তুলেছেন যে, যুগ যুগ ধরে তা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে আসছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গৌরবে এবং সৃষ্টির বিশালতায় এটি আজও অনন্য। রামায়ণ ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এটি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের রত্নময় আধার।

রামায়ণ – অযোধ্যার রাজা দশরথের কর্তব্যপরায়ণ ও ধার্মিক পুত্র রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছর বনবাসে যান। সঙ্গে ছিলেন পতিব্রতা সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ। বনবাসকালে লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, সীতা উদ্ধারে রাম-রাবণের যুদ্ধ, যুদ্ধে বানর প্রধান হনুমান কর্তৃক রামকে সাহায্যদান, সতীত্ব প্রমাণের জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি এ কাব্যের বিষয়বস্তু। সাতটি কাণ্ডে এবং ২৪ হাজার শ্লোকে বর্তমান রামায়ণ সমাপ্ত। কাণ্ডগুলো যথাক্রমে –

(১) আদি বা বাল কাণ্ড – আদি বা বাল কাণ্ডে রামের জন্ম ও বাল্যজীবন।

(২) অযোধ্যাকাণ্ড – অযোধ্যাকাণ্ডে অযোধ্যার বিভিন্ন ঘটনা ও রামের নির্বাসন।

(৩) অরণ্যকাণ্ড – অরণ্যকাণ্ডে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাস জীবন, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ।

(৪) কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড – কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কিস্কিন্ধ্যায় রামের বনবাস ও সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) সুন্দরকাণ্ড – সুন্দরকাণ্ডে সসৈন্যে রামের লঙ্কা যাত্রা।

(৬) লঙ্কা বা যুদ্ধকাণ্ড – লঙ্কা বা যুদ্ধকাণ্ডে রাম-রাবণের যুদ্ধ, যুদ্ধে রাবণের পরাজয় ও সবংশে মৃত্যু, সীতা উদ্ধার, সদলবলে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যাভিষেক।

(৭) উত্তরকাণ্ড – উত্তরকাণ্ডে অযোধ্যায় রামের রাজ্যশাসন, প্রজারঞ্জনের জন্য সীতা বিসর্জন, লব-কুশের জন্ম, সীতার নির্দোষিতা প্রমাণ, রাম-সীতার পুনর্মিলন ও মৃত্যু প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণের এই সাতটি কাণ্ড আবার পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত।

মহাভারত – মহাভারত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যকার যুদ্ধের কাহিনীর কাব্যরূপ হলো মহাভারত। রামায়ণের মতো মহাভারতও হিন্দুদের কাছে একাধারে ধর্মীয় গ্রন্থ ও জাতীয় মহাকাব্য। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে অর্ন্তকলহ ও যুদ্ধ মহাভারতের মূল কাহিনী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে মহাভারতের রচয়িতা বলা হয়। মনীষীদের মতে, এ কাব্য কোনো এক জনের দ্বারা একটি বিশেষ সময়ে রচিত হয়নি। কালের যাত্রাপথে বিভিন্ন জনের রচনার মধ্যে দিয়ে কাব্যটি তার পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে। মহাভারতে আঠারটি পর্ব রয়েছে। যেমন –

১. আদিপর্ব – এতে কুরুবংশের বিবরণ, ভীষ্ম, পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্মকথা, পাণ্ডুর অভিশাপ, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও দুর্যোধনাদি একশত ভ্রাতার জন্ম, দ্রোণাচার্যের বিবরণ, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, দ্রৌপদীর বিবাহ ও খাণ্ডবদাহ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
২. সভাপর্ব – এতে ময়দানব কর্তৃক সভাগৃহ নির্মাণ, রাজসূয় যজ্ঞ, দুর্যোধনের ঈর্ষ্যা, দ্যুতক্রীড়া, দ্রৌপদীর অপমান ও পাণ্ডবদের বনবাস বর্ণিত হয়েছে।
৩. বনপর্ব - যুধিষ্ঠিরাদির কাম্যক বনে অবস্থান, ঘোষযাত্রা, চিত্ররথ কর্তৃক দুর্যোধনের বন্ধন ও অর্জুন কর্তৃক উদ্ধার, জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণের চেষ্টা, দুর্বাসার পারণ, অর্জুনের পাশুপাত অস্ত্র লাভ, নিবাত কবচ বধ, নলোপাখ্যান, রামচরিত্রের বর্ণনা ইত্যাদি এ পর্বের বিষয়।
৪. বিরাট পর্ব – পাণ্ডবদের ছদ্মবেশে বিরাট গৃহে অবস্থান, দুর্যোধন কর্তৃক গোধন হরণ ও অর্জুন কর্তৃক উদ্ধার, কৃষ্ণের আগমন ও সন্ধির প্রস্তাব ইত্যাদি এতে বর্ণিত হয়েছে।
৫. উদ্যোগ পর্ব – ভারত যুদ্ধের উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ভীষ্মপর্ব – অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ (গীতা কথা), ভীষ্মের সঙ্গে দশদিন ব্যাপী যুদ্ধ ও ভীষ্মের শরশয্যা।

৭. দ্রোণপর্ব – দ্রোণ, অভিমন্যু, জয়দ্রথ প্রভৃতির বধ।

৮. কর্ণপর্ব – কর্ণের নিধন।

৯. শল্যপর্ব – শল্যের নিধন ও দুর্যোধনের সাথে ভীষ্মের গদা যুদ্ধ. দুর্যোধনের উরুভঙ্গ।

১০. সৌপ্তিকপর্ব – এতে অশ্বত্থামা কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত পাণ্ডববাহিনীর বিনাশ, দুর্যোধনের মৃত্যু, অর্জুনের সঙ্গে অশ্বত্থামার যুদ্ধ, কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

১১. স্ত্রীপর্ব – ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বিলাপ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ।

১২. শান্তিপর্ব - যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, ভীষ্ম কর্তৃক রাজধর্ম, আশ্রম ধর্ম, দানধর্ম প্রভৃতির বর্ণনা।

১৩. অনুশাসনপর্ব – ভীষ্মের উপদেশ।

১৪. অশ্বমেধপর্ব – যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, মরুত্ত রাজার যজ্ঞবৃত্তান্ত, উতঙ্কোপাখ্যান, অর্জুনের অশ্বসহ পৃথিবী ভ্রমণ।

১৫. আশ্রমবাসিক পর্ব – ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমন ও দাবদাহে মৃত্যু।

১৬. মৌষল পর্ব – যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ।

১৭. মহাপ্রাস্থানিক পর্ব – ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান, ভীমাদির মৃত্যু।

১৮. স্বর্গারোহণ পর্ব – যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ ও আত্মীয়সহ মিলন।

রামায়ণ ও মহাভারত ব্যতীত মহাকাব্য হিসেবে লৌকিক কাব্যযুগে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের কথা প্রথমে আসে। তবে অশ্বঘোষই সংস্কৃত মহাকাব্যের পথিকৃৎ একথা বলা যাবে না। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বলিবন্ধ, কংসবধ প্রভৃতি মহাকাব্যের উল্লেখ আছে। তাছাড়া মহাভাষ্যে বিভিন্ন কাব্য থেকে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত আছে। কিন্তু সেসব মহাকাব্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছতে পারেনি । সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দশটির মতো মহাকাব্যের কথা উল্লেখ করতে পারি। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ –

১। **বুদ্ধচরিত** – বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। বুদ্ধের জীবনীই এই কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধচরিত ২৮টি সর্গে নিবদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, এর শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ

Dhaka University Institutional Repository

নামক কোনো এক কবির রচনা । এই মহাকাব্যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মূল মহাকাব্যটি ২৮ সর্গে সম্পূর্ণ হলেও সংস্কৃত পুঁথিতে ১ম –১৭শ সর্গ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১ম – ১৪শ সর্গ (৩১ সংখ্যক শ্লোক মারবিজয় ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত) অশ্বঘোষের মূল রচনা; অবশ্য ১ম সর্গে ১-৭ এবং ২৫ – ৩৯ সংখ্যক শ্লোক এবং ৪০ সংখ্যক শ্লোকটির ৩টি চরণ পাওয়া যায় না । অশ্বঘোষ প্রদত্ত চোদ্দটি সর্গের নাম হলো ১ম – ভগবানের জন্ম, ২য় – অন্তঃপুরবিহার, ৩য় – উদ্বেগের উৎপত্তি, ৪র্থ – নারী-প্রত্যাখান, ৫ম – অভিনিষ্ক্রমণ, ৬ষ্ঠ – ছন্দক-বিসর্জন, ৭ম – তপোবন প্রবেশ, ৮ম – অন্তঃপুরবিলাপ, ৯ম – কুমার অন্বেষণ, ১০ম – বিম্বিসারের আগমন, ১১শ – কামনিন্দা, ১২শ – অরাড দর্শন, ১৩শ – মার-বিজয়, ১৪শ – বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। বুদ্ধচরিতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী হল – কপিলাবস্তুর রাজ-দম্পতি শুদ্ধোদন ও মায়াদেবীর বর্ণনা, বুদ্ধের জন্ম, বয়ঃপ্রাপ্তি ও যশোধরার সঙ্গে বিবাহ, রাজপুত্রের সংসারে অনাসক্তি, পুত্রের ঔদাসীন্য দূরীকরণের জন্য উদ্যান-বিহার ও প্রমোদ উপকরণের ব্যবস্থা, রাজপথে জরাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ও মৃতদেহ দেখে রাজপুত্রের মনে কৌতূহল, সাংসারিক ভোগসুখের অসারতা উপলব্ধি, প্রমোদ-উদ্যানে বারবিলাসিনীদের দ্বারা সর্বার্থসিদ্ধের মনোবিনোদনের উদ্যোগ, সাংসারিক ভোগসুখে আসক্তি জন্মানোর জন্য উদায়ীর অনুরোধ, জগতের অনিত্যতা চিন্তায় রাজপুত্রের মনের বৈরাগ্যের উদয়, নানান অলৌকিক ঘটনায় গৃহত্যাগের আকুলতা, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, রাজপুরীতে শোকের ছায়া, গৃহত্যাগী সিদ্ধার্থের সঙ্গে পথে রাজপুরোহিত ও মন্ত্রীর সাক্ষাৎ, সিদ্ধার্থ কর্তৃক গৃহে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সমস্ত যুক্তি খণ্ডন, রাজগৃহে সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসারের সাক্ষাৎ, সিদ্ধার্থের মুখে সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতির আলোচনা, অরাড় মুনির আশ্রমে গৌতম অরাড়ের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা, অরাড় কর্তৃক ব্যাখ্যাত সাংখ্য দর্শনের তথ্য গৌতমের দ্বারা খণ্ডন, নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধার্থের ছ'বছর যাবৎ তপস্যা, গোপকন্যার প্রদত্ত পায়স ভক্ষণ, অশ্বত্থমূলে পুনরায় তপস্যাচরণ, মারের বাধাদান, সিদ্ধার্থের অবিচল নিষ্ঠা, মার ও তার সৈন্যদের বীভৎস আচরণ, সিদ্ধার্থের মারবিজয়, পুনরায় ধ্যানে অধিষ্ঠান, পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ এবং সংসারের অনিত্যতা ও কর্মফলের উপলব্ধি। অশ্বোঘোষ বর্ণিত কাহিনী এই অবধি পাওয়া যায়। তিব্বতীয় অনুবাদে লব্ধ পরবর্তী কাহিনীর সারাংশ নিম্নরূপ –

Dhaka University Institutional Repository

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ধ্যাননিমগ্ন বুদ্ধের অন্তরে জীবের জন্ম, কর্ম প্রভৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করে চতুর্থ প্রহরে বোধি লাভ করলেন। তারপর জগতের মুক্তির জন্য বুদ্ধদেবের উত্থান ও বারাণসী নগরীতে গমনের ঘটনা বর্ণিত।

২। **সৌন্দরনন্দ** – অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত সৌন্দরনন্দ কাব্যটির সমগ্র অংশই পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থটিও বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে রচিত। বুদ্ধদেব তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দকে কীভাবে তাঁর সুন্দরী নাম্নী স্ত্রীর মোহ থেকে মুক্ত করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর বর্ণনাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ কাব্যে এক দিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে কামকলার উচ্ছলতা, অপরদিকে তেমনি উপস্থাপিত হয়েছে নির্গুণ দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ।

সর্গগুলির নামকরণ: ১ম – কপিলাবস্তুর বর্ণনা, ২য় – রাজার বর্ণনা, ৩য় – তথাগতের বর্ণনা, ৪র্থ – নন্দের ভার্যার প্রার্থনা, ৫ম – নন্দের প্রব্রজ্যা, ৬ষ্ঠ – ভার্যাবিলাপ, ৭ম – নন্দের বিলাপ, ৮ম – শ্রীবিঘাত, ৯ম – নন্দের অপবাদ, ১০ম – স্বর্গদর্শন, ১২শ – নন্দের ধ্যান, ১৩শ – শীল ও ইন্দ্রিয়জয়, ১৪শ – আদি প্রস্থান, ১৫শ – বিতর্ক পরিহার, ১৬শ – আর্যসত্যব্যাখ্যা, ১৭শ – অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও ১৮শ – আজ্ঞা-ব্যাকরণ। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এরূপ – কপিলাবস্তু নগরীর সমৃদ্ধি,বুদ্ধ ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের জন্ম,বুদ্ধের সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ,নন্দের বিবাহ ও স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি। একদিন ভিক্ষু বুদ্ধদেব আপন রাজ্যে ভিক্ষা করে চলছেন,তিনি ভিক্ষা না পেয়ে নন্দের গৃহদ্বার থেকে ফিরে গেছেন,সেই সময় নন্দ ও সুন্দরী প্রেমালাপে মগ্ন ছিলেন;দাসীর মুখে সেই সংবাদ শুনে নন্দ তৎক্ষণাৎ বুদ্ধের অনুসন্ধানে চললেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন। বুদ্ধের অনুরোধে নন্দ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ন্যাসবৃত্তি গ্রহণ করলেন;কিন্তু সাংসারিক সুখের আসক্তি ত্যাগ করতে পারলেন না। তখন বুদ্ধ নন্দকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয় ভ্রমণে গেলেন;পথে এক কানা বাঁদরীকে দেখিয়ে তিনি নন্দকে বললেন, 'তোমার স্ত্রী কি এর চেয়েও সুন্দরী?' নন্দ উত্তর দিলেন,'আমার স্ত্রী অনুপমা সুন্দরী,তার সঙ্গে কি বাঁদরের তুলনা হয়!' তারপর উভয়ে স্বর্গরাজ্যে পৌছালেন; নন্দনবনের এক অপ্সরাকে দেখিয়ে বুদ্ধ নন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার স্ত্রী কি এই অপ্সরার চেয়েও সুন্দরী?' নন্দ বললেন, অপ্সরার সঙ্গে মানবীর তুলনা হয় না। অতঃপর বুদ্ধ নন্দকে স্বর্গরাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত করলেন। নন্দ কঠোর তপস্যায় বোধিলাভ

Dhaka University Institutional Repository

করলেন এবং বুদ্ধের অনুরোধে সংসারী মানুষকে প্রব্রজ্যাদানের ব্রত গ্রহণ করলেন। অবশেষে নন্দের পত্নী সুন্দরীও স্বামীর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

৩। **রঘুবংশ** – 'রঘুবংশ' কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। এটি তাঁর শেষ ও পরিণত বয়সের রচনা বলেও অনেকেই মনে করেন। এতে আছে ১৯টি সর্গ। সূর্য বংশের কীর্তিমান রাজা দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত রাজাদের মহত্বমণ্ডিত চরিতবৃত্ত একের পর এক চিত্রিত করেছেন। রঘুবংশ যেন এক বিরাট চিত্রশালা, প্রতিটি সর্গই ঘটনা বৈচিত্র্যে অভিনব ও আকর্ষণীয়। ১৯ সর্গের মহাকাব্য রঘুবংশ কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। মহাকাব্যোচিত বিচিত্র সম্ভার ও রচনাগৌরবে এই কাব্যটি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সার্থক কবিকৃতিরূপেও পরিচিত। রঘুবংশ অর্থাৎ রঘু বংশের খ্যাত-অখ্যাত নৃপতি বর্গের চরিত বর্ণনাই আলোচ্য কাব্যের বিষয়বস্তু। কবি দিলীপ থেকে শুরু করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত ইক্ষাকু বংশের ২৮ জন রাজার জীবনী, কার্যকলাপ, বীর্যগাথা এবং তৎসহ প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ও উত্থাপিত করেছেন।

কাহিনী সংক্ষেপ: ১ম সর্গ – অর্ধনারীশ্বর পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করে 'মন্দঃকবিযশঃপ্রার্থী' কবি রঘুবংশের মহৎ ঐতিহ্য বর্ণনায় পূর্বসূরিদের পন্থা অনুসরণের উল্লেখ করেছেন। তারপর সূর্য বংশের আদি পুরুষ মনু, তাঁর উত্তরসূরি দিলীপ ও তৎপত্নী সুদক্ষিণার উল্লেখ, নিঃসন্তান দম্পতির কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাত্রা; ২য় – রাজদম্পতি কর্তৃক বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীর পরিচর্যা, নন্দিনী কর্তৃক বরদান; ৩য়- দিলীপ ও সুদক্ষিণার পুত্র রঘুর জন্ম থেকে বিবাহ, দিলীপ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞশেষে রঘুর হাতে রাজ্যভার অর্পণ ও রাজদম্পতির বানপ্রস্থ অবলম্বন; ৪র্থ – পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রা, বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পাদন; ৫ম-৮ম – রঘুর পুত্র অজের জন্ম থেকে বিবাহ, রাজ্যাভিষেক, দশরথের জন্ম, ইন্দুমতির আকস্মিক মৃত্যু, শোকাহত অজের প্রাণত্যাগ; ৯ম-১০ম – দেবগণ কর্তৃক নারায়ণের স্তুতি, অত্যাচারী রাবণকে নিধনের জন্য নারায়ণের কামরূপে আবির্ভাবের বার্তা, দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ এবং চারপুত্র লাভ; ১১শ-১৫শ – রামের কৈশোর জীবন, বিবাহ বনবাস, রাবণকর্তৃক সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাম-লক্ষণ সীতার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, সীতা-পরিত্যাগ, লব-কুশের জন্ম, সপুত্র সীতার সঙ্গে রামের পুনর্মিলন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি; ১৬শ-১৯শ – কুশ,

Dhaka University Institutional Repository

অতিথি, নিষধ, নল, নাভ, পুণ্ডরীক, ঘোষ, শঙ্খন, ব্যুষিতাশ্ব, বিশ্বসহ, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, ব্রাহ্মথ, পুত্র, পুণ্য, ধ্রুবসন্ধি, সুদর্শন ও অগ্নিবর্ণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৪। **কুমারসম্ভব** – কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। এ কাব্য ১৭টি সর্গে বিভক্ত। কাব্যের কাহিনী খুব জটিল কিছু নয়, কিন্তু বর্ণনা গুনেই তা গুণিজনের মনোহরণে সমর্থ হয়েছে। মূল কাহিনী শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং তাঁদের পুত্র কার্তিকেয়ের জন্ম সম্ভাবনা। কুমারসম্ভব কাব্যের মধ্য দিয়ে কালিদাস একালের গল্প উপন্যাস লেখকের কাছাকাছি এসেছেন। কুমার অর্থাৎ কার্তিকেয়ের সম্ভব অর্থাৎ জন্ম। দক্ষকন্যা সতী পিতার মুখে পতিনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেন এবং গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা পার্বতীরূপে পুনরায় জন্ম নিলেন। ক্রমে ক্রমে পার্বতী যৌবনে পদার্পণ করলেন। দেবদূত নারদ পার্বতীর পতিরূপে শিবের নাম উত্থাপন করলেন। অন্যদিকে সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেব হিমালয়ের গুহায় নিভৃতে তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন। পার্বতী পিতার নির্দেশে দুই সখীকে সঙ্গে নিয়ে মহেশের পরিচর্যায় মন দিলেন। এই সময় তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা ব্রহ্মার কাছে নিজেদের অসহনীয় অবস্থার কথা জানালেন। ব্রহ্মা তাঁদের জানালেন যে মহাদেবের ঔরসে জাত সন্তানই তারকাকে নিধন করতে সমর্থ। তিনি আরও বললেন যে তপস্যারত মহেশকে পূজারত পার্বতীর রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। ইন্দ্র বুঝলেন পার্বতী পরমেশ্বরের সন্তান সেনাপতি হয়ে অসুরকে নিধন করবেন। তাঁর আদেশে কামদেব ঋতুরাজ বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে মহেশের ধ্যান ভঙ্গ করতে উপস্থিত হলেন। লাবণ্যময়ী পার্বতী মহেশের সম্মুখে পূজা দিতে গেলেন, অনঙ্গের প্রভাবে ধ্যানমগ্ন মহেশের অন্তর কামরাগে চঞ্চল হল। কিন্তু মদনের ছলনা ব্যর্থ হল; রুষ্ট মহেশের নয়নবহ্নিতে কামদেব দগ্ধ হলেন। কামদেবের অপমৃত্যুতে তাঁর পত্নী রতি শোকে হাহাকার করে উঠলেন। তারপর রতি যখন স্বামীর চিন্তায় আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত; তখন সহসা দৈব বাণী হল- শিব-পার্বতীর বিবাহ হলে শিবের বরে কামদেব পুনরায় প্রাণ ফিরে পাবেন। আশ্বস্তা রতি আত্মবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করলেন। অন্যদিকে পার্বতী অভীষ্ট দেবতাকে আপনরূপে প্রীত করতে অসমর্থ হয়ে তাঁর তুষ্টি কামনায় কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। অবশেষে পার্বতীর তপশ্চর্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব তরুণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তার নিষ্ঠা পরীক্ষা করতে এসে স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন এবং অপর্ণাকে স্ত্রীরূপে কামনা করলেন। অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি সাত ঋষি এসে শিব-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হিমালয় সানন্দে তাঁদের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। হিমালয়ের রাজধানীতে আর কৈলাসে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে মহাদেব বাঘছাল পরে ষাঁড়বাহনে চড়ে কৈলাস থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যাত্রা করলেন; তাঁর পিছনে অষ্ট মাতৃকা, তারপর কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী, তারপর প্রমথগণ। সপ্তর্ষিরা হলেন পুরোহিত, গন্ধর্বেরা গায়েন। যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হল। অতঃপর বরবধূ কৈলাসে ফিরলেন। কৈলাসের কাননে গিরিকন্দরে শিব-পার্বতীর নবমিলনের প্রথম দিনগুলি পরম সুখে কাটতে লাগল। একদিন নবদম্পতি গিরিগুহায় রতিসুখে মগ্ন, এমন সময় হঠাৎ অগ্নির উপস্থিতিতে সচকিত মহেশের তেজঃ সহসা স্খলিত হল। পার্বতী তা ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে সেই শিব শক্তি আগুনে নিক্ষেপ করলেন; অগ্নি দেবতা তা সহ্য করতে না পেরে জলে নিক্ষেপ করলেন; কৃত্তিকারা সেই জল পান করে গর্ভ ধারণ করল এবং ছ'জন কৃত্তিকা শরবণে এক শিশুর জন্ম দিল। তাই সেই সন্তানের নাম হল কার্তিকেয় (কৃত্তিকাদের সন্তান, অথবা স্কন্দ-স্খলিত শিবতেজ, অথবা শর-জন্মা) অতঃপর কুমার কার্তিকেয় দেবসেনাপতিরূপে যুদ্ধে তারকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করেন।

৫। **কিরাতার্জুনীয়** – ভারবি রচিত একটি মাত্র মহাকাব্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি কিরাতার্জুনীয়। গ্রন্থটি অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত। কিরাতের মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের সংঘর্ষই এই কাব্যের মূল বর্ণিতব্য বিষয় বলে কাব্যের নাম 'কিরাতার্জুনীয়'। ৫৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কে ভারবির আবির্ভাবকাল বলে ধরে নেয়া হয়।

কাহিনী সংক্ষেপ: প্রথম সর্গ – দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কাছে বনেচরবেশী দূত কর্তৃক দুর্যোধনের সুষ্ঠু রাজ্যশাসন পদ্ধতির বর্ণনা; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভাইদের কাছে দুর্যোধনের সুশাসনের পরিচয় দান; পঞ্চপাণ্ডবের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দ্রৌপদীর ক্ষোভ এবং কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ প্রদান। ২য় – ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীর সমর্থন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভাষণে অগ্রিম যুদ্ধ-ঘোষণার প্রস্তাব; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমের প্রশংসা, কিন্তু অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণায় অনীহা প্রকাশ;ব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্বর্ধনা। ৩য় – ব্যাসদেব জানালেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মহাবিদ্যার প্রয়োজন; তাঁর পরামর্শে মহাবিদ্যা অর্জনের জন্য অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা আচরণের উদ্দেশ্যে গমন। ৪র্থ – জলে-স্থলে-আকাশে শরৎশোভার সমারোহ বর্ণনা। ৫ম – যক্ষকর্তৃক ইন্দ্রকীল পর্বতে আগত অর্জুনকে হরপার্বতীর অধিষ্ঠান জ্ঞাপন এবং কঠিন তপস্যার জন্য অনুরোধ। ৬ষ্ঠ-৮ম – অর্জুনের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের ইন্দ্রকীল পর্বতে আগমন; তাদের বনবিহার ও জলকেলি বর্ণনা। ৯ম-১০ম – অপ্সরা-গন্ধর্বদের মদিরাপান ও কামকৌতুক,প্রভাত বর্ণনা; অপ্সরাদের ছলাকলার দ্বারা অর্জুনকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রলোভনের চেষ্টা,অবশেষে ব্যর্থকাম হয়ে স্বর্গে প্রস্থান। ১১শ – মুনির ছদ্মবেশে ইন্দ্রের অর্জুনসকাশে আগমন,পরস্পরের কথোপকথন এবং ইন্দ্র কর্তৃক অর্জুনকে আশীর্বাদ ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য তপস্যার পরামর্শ দান। ১২শ – অর্জুনের তপস্যায় ভীত ঋষিদের মহাদেবসকাশে যাত্রা, পরস্পরের কথোপকথন এবং অর্জুনের উদ্দেশ্য বর্ণনা; মহাদেব কর্তৃক ভবিষ্যতের কাহিনী নিবেদন। ১৩শ-১৫শ – বরাহবেশে মূক দানব কর্তৃক অর্জুনকে আক্রমণ; কিরাতবেশী মহাদেব কর্তৃক বরাহকে আক্রমণ; কিরাতবেশী মহাদেব ও অর্জুনের যুদ্ধ। অর্জুনের বাণবর্ষণে কিরাত সৈন্যদের রণভঙ্গ এবং পুনরায় যুদ্ধ। ১৬শ-১৭শ – শিবের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের ফলে অর্জুনের পরাভব; বৃক্ষ-প্রস্তরাদির সাহায্যে অর্জুনের যুদ্ধপ্রচেষ্টা। ১৮শ – কিরাতরূপী শিব ও অর্জুনের মুষ্টিযুদ্ধ; শিবের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ; অর্জুন কর্তৃক মহাদেবের বন্দনা; মহাদেব কর্তৃক অর্জুনকে পাশুপাত অস্ত্র দান এবং অন্যান্য দেবগণ কর্তৃক নানান অস্ত্রপ্রদান। পূর্ণমনস্কাম অর্জুনের অগ্রজ সকাশে প্রত্যাবর্তন।

৬। **ভট্টিকাব্য** – ভট্টিকাব্য ভর্তৃহরির রচিত। তাঁর নাম ভট্টি (নামান্তরে ভট্টস্বামী, বা স্বামীভট্ট)। 'রাবণবধ' অথবা 'ভট্টিকাব্য' অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। বাইশটি সর্গে বিভক্ত মহাকাব্যটিতে রামজন্ম থেকে আরম্ভ করে লংকা থেকে রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন ও অযোধ্যায় রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগ হতে সপ্তম শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভর্তৃহরি আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিভিন্ন শিলালেখ থেকে বলভীতে রাজত্বকারী চারজন শ্রীধরসেনের উল্লেখ পাওয়া যায় – প্রথম শ্রীধরসেন ৪৯৫ খ্রীঃ দ্বিতীয় শ্রীধরসেন ৫৭১ খ্রীঃ তৃতীয় শ্রীধরসেন ৬১০ খ্রীঃ এবং চতুর্থ শ্রীধরসেন ৬৪১ খ্রীঃ। ৬১০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লিখিত একটি শিলালেখে রাজা শ্রীধরসেন কর্তৃক ভট্টিনামধারী জনৈক পণ্ডিতকে ভূমিদানের কথা উল্লিখিত। দ্বিতীয় শ্রীধরসেন 'সামন্ত মহারাজ পরম শৈব' সামন্তমহারাজ-শ্রীধরসেনঃ পরম-মহেশ্বরঃ বিশেষণে ভূষিত। ভট্টিকাব্যের কতিপয় শ্লোক (১।৩,২১।৬) পাঠে অনুমান হয় কবি শৈব ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীধরসেনের রাজত্বকালে শৈব ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এমন ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। তাই আমাদের অনুমান কবি উক্ত বলভীনরপতির (৫১৭ খ্রীঃ) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। ভট্টিকাব্যের কয়েকটি শ্লোকের সঙ্গে ভামহের কাব্যালঙ্কারের শ্লোকের গভীর সাদৃশ্য বর্তমান। তাহলে কে কার নিকট ঋণী? অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ভামহের আবির্ভাব ৮ম শতকের প্রথমার্ধে এবং তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকের 'কাব্যানি ইমানি' অর্থে ভট্টিকাব্য ও তদনুরূপ শাস্ত্রকাব্যগুলির (অর্থাৎ টীকাটিপ্পনীর সাহায্য ব্যতীত শাস্ত্রের ন্যায় যেসব কাব্য দুর্বোধ্য) নির্দেশ করেছেন। অধিকন্তু ভামহের কাব্যালঙ্কারে এমন

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় অলঙ্কারের প্রসঙ্গ আছে, ভট্টিকাব্যে যেগুলির উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অষ্টাধ্যায়ীর কাশিকাবৃত্তি রচয়িতা জয়াদিত্য ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় তিনিও ভট্টিকাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে ভট্টি ভামহের পূর্ববর্তী এবং তাঁর জীবৎকাল ৬ষ্ঠ শতকের শেষার্ধ।

কাহিনী সংক্ষেপ: ১ম সর্গ – রামসম্ভব অর্থাৎ রামের জন্ম। অযোধ্যার রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করে তিনি মহীষীর গর্ভে চার পুত্র লাভ করলেন। রাজপুত্রগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রোচিত বহু বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। একদা বিশ্বামিত্র মুনি দশরথের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য রাম-লক্ষ্মণের সাহায্য চাইলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উভয় পুত্রকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে পাঠালেন। ২য় সর্গ – সীতার পরিণয় অর্থাৎ রাম-সীতার বিবাহ। রাম-লক্ষ্মণ মুনির সঙ্গে আশ্রমে যাত্রাপথে শরতের মনোরম নিসর্গশোভা দেখে প্রীত হলেন। রামের বাণে মারীচ প্রভৃতি রাক্ষস নিহত হলে আশ্রমে শান্তি ফিরে এল। তারপর বিশ্বামিত্র উভয়কে মিথিলারাজ জনকের সভায় নিয়ে গেলেন। সেখানে হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে লাভের প্রতিশ্রুতি লাভ করলেন। জনক রাম-সীতার বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে অযোধ্যায় দূত পাঠালেন। বৃদ্ধ দশরথ অশ্ববাহনে সসৈন্য মিথিলায় উপস্থিত হলেন। রাম-সীতার বিবাহ সম্পন্ন হল। দশরথ অযোধ্যায় ফিরলেন; রাম সস্ত্রীক অযোধ্যায় ফেরার পথে পরশুরামের বীরত্ব-দর্প চূর্ণ করলেন। ৩য় সর্গ – রামপ্রবাস অর্থাৎ রামের নির্বাসন। বৃদ্ধ নরপতি দশরথ রামকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে মনস্থ করলেন। কৈকেয়ী ভরতকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার মোহে দশরথের কাছে পূর্বপ্রতিশ্রুত বর প্রার্থনা করে রামের নির্বাসন ও ভরতের রাজ্যাভিষেক চাইলেন। নিরুপায় রাজা সত্যরক্ষার জন্য কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ করলেন। রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করে বনে গেলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুগামী হলেন। পুত্রবিচ্ছেদের শোকে দশরথ প্রাণত্যাগ করলেন। ভরত তখন মাতুলালয়ে; তাঁকে অযোধ্যায় আনার জন্য দূত পাঠান হল। মাতার কুকীর্তির কথা শুনে ভরত মর্মাহত হলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরে পুরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। চিত্রকূট পর্বতে তাঁদের মিলন হল। কিন্তু রাম অযোধ্যায় ফিরতে সম্মত হলেন না; তিনি ভরতকে রাজ্য পরিচালনা করতে অনুরোধ করলেন। ৪র্থ সর্গ – রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনবাসজীবন। রাম-লক্ষ্মণ দণ্ডক বনে বিরাধ, খর-দূষণ ও ত্রিশিরাকে বধ করলেন। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করলেন। ৫ম সর্গ – বনবাস জীবনের শেষ পর্ব এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। খর-দূষণের নিধন এবং শূর্পনখার উৎপীড়ন সংবাদে রাবণ

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর পরামর্শে মারীচ স্বর্ণমৃগের ছলনায় রাম-লক্ষ্মণকে প্রলোভিত করে কুটীর থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। সেই সুযোগে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলেন। ৬ষ্ঠ সর্গ – সুগ্রীবের অভিষেক। মারীচবধের পর রাম-লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরে সীতার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। ঋষ্যমূক পর্বতে রাম ও সুগ্রীবের বন্ধুত্ব ঘটল। রাম সুগ্রীবের শত্রু ও ভ্রাতা বালীকে বধ করলেন। ৭ম সর্গ – সীতার অনুসন্ধান। সুগ্রীবের বানর সেনা সীতার অন্বেষণ করতে করতে জটায়ুর সহোদর সম্পাতির কাছে লঙ্কায় সীতার অবস্থিতির কথা জানতে পারেন। ৮ম সর্গ – অশোকবন ধ্বংস। হনুমান সীতার সন্ধানে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। অশোকবনে বন্দিনী সীতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটল। সীতাকে উদ্ধারের আশ্বাস দিয়ে হনুমান অশোকবন বিধ্বস্ত করে ফিরে গেলেন। ৯ম সর্গ – হনুমান দমন। হনুমানের উৎপীড়নে রাক্ষসরা বিব্রত; ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে হনুমান বন্দী হলেন। রাবণ হনুমানকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার আদেশ দিলেন। ১০ম সর্গ – অভিজ্ঞান দর্শন। হনুমানের পুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করা হলে তিনি সেই আগুনে লঙ্কার অসংখ্য স্বর্ণগৃহ ভস্মসাৎ করলেন, তারপর অশোকবনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর অভিজ্ঞান সঙ্গে নিয়ে মাল্যবান পর্বতে রামের কাছে ফিরে এলেন এবং তাঁর হাতে সীতাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান দিয়ে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করলেন। রাম সীতা উদ্ধারের আয়োজন করতে সচেষ্ট হলেন। ১১শ-১৩শ সর্গ – প্রভাতকালীন লঙ্কানগরীর বর্ণনা,বিভীষণের রামসকাশে আগমন এবং সমুদ্রে সেতুবন্ধন। ১৪শ-১৬শ সর্গ – যথাক্রমে দুই পক্ষের যুদ্ধ,কুম্ভকর্ণ বধ ও রাবণ বিলাপ। রাম ও রাবণের পক্ষের সৈন্যসামন্তদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল। কুম্ভকর্ণ,রাবণের চার পুত্র এবং কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র নিহত হলেন। ১৭শ-১৯শ সর্গ – রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধ,বিভীষণের বিলাপ এবং লঙ্কার সিংহাসনে অভিষেক। প্রধান প্রধান বীরদের মৃত্যুতে রাবণ বিচলিত হলে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করলেন। কিন্তু নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শরাঘাতে নিহত হলেন। তারপর রাবণ স্বয়ং আগমন করলেন। রাম-রাবণের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু হল। অবশেষে প্রজাপতিপ্রদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে রাম রাবণকে নিধন করলেন। আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগদুঃখে বিভীষণ হাহাকার করতে লাগলেন। রামচন্দ্র তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং লঙ্কায় রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। ২০শ-২২শ সর্গ – রামকর্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান,অগ্নিতে সীতার শুদ্ধি,রাম লক্ষ্মণ ও সীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যভার গ্রহণ।

৭। **জানকীহরণ** – জানকীহরণ কুমারদাসের রচিত। পঁচিশটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যটি। বিষয়ের দিক থেকে ভট্টিকাব্যের সংগে এর সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কুমারদাস নবম শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। শব্দালঙ্কারের চারুত্বসর্জনায় কবির উৎসাহ থাকলেও মাঘ, ভারবি, ভট্টির ন্যায় তিনি

Dhaka University Institutional Repository

কখনোই কৃত্রিম প্রয়াসের বশবর্তী হয়ে অলঙ্কারের প্রাধান্য সৃষ্টি করতে সাবলীল রীতিকে পরিত্যাগ করেন নি। তবুও বহু স্থলে কবিতার ভাবার্থ অপেক্ষা বাহ্য মণ্ডলকলার প্রতি পক্ষপাত আমাদের চোখে পড়ে।

কাহিনী সংক্ষেপ: ১ম – দশরথোৎপত্তি, ২য় – জগৎপতির অভিগমন, ৩য় – উদ্যানক্রীড়া, ৪র্থ – রামোৎপত্তি, ৫ম – রাম কর্তৃক মারীচ ও সুবাহুর নিধন, ৬ষ্ঠ – রামের মিথিলা প্রবেশ, ৭ম – সীতার বিবাহ, ৮ম – রামসীতার দাম্পত্যজীবন, ৯ম – বনবাস, ১০ম – রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, ১১শ – বালিবধ, ১২শ – সুগ্রীবের আগমন, ১৩শ – রামের সীতা-অন্বেষণ, ১৪শ – সেতুবন্ধ, ১৫শ – রাবণের সভায় রামের দূতরূপে অঙ্গদের আগমন; ১৬শ – রাক্ষসদের শৃঙ্গারক্রীড়া, ১৭শ-২০শ – রাম-রাবণের যুদ্ধ, ২১শ – রামের দ্বারা রাবণের পরাজয়।

৮। **শিশুপালবধ** – মাঘ রচিত 'শিশুপালবধ' কুড়িটি সর্গে বিভক্ত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। মহাভারতের চেদিরাজ শিশুপাল বধের ঘটনা অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থ গৌরবান্বিত বাক্যের ব্যবহার এবং দণ্ডী বা শ্রীহর্ষের পদলালিত্য – এই তিনটিগুণের সমাবেশ মাঘের কাব্যে পরিলক্ষিত হয় বলে অনেকে মনে করেন। মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দের প্রয়োগ তাঁর রচনাকে ক্লিষ্ট করে তুলেছে। তাই অধ্যাপক কীথ মন্তব্য করেছেন – ' The worst of his sins in his deplorable exhibition in axix of his power of twisting language.'' মাঘ সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন।

কাহিনী সংক্ষেপ: ১ম সর্গ – নারদের শ্রীকৃষ্ণভবনে আগমন, পরস্পরের কথোপকথন, নারদ কর্তৃক শিশুপালের দৌরাত্ম্য বর্ণনা এবং কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপালবধে সম্মতি। ২য় – উদ্ধব ও বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণের মন্ত্রণা ও রাজনীতি সম্পর্কিত পরস্পরের আলোচনা। ৩য় – কৃষ্ণের সসৈন্য হরিপ্রস্থ যাত্রা; দ্বারকা নগরীর বর্ণনা। ৪র্থ – অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্যে রৈবতকের বর্ণনা। ৫ম – কৃষ্ণের রৈবতক বিহারের বাসনা; কৃষ্ণের পরিজন ও সেনাদলের বর্ণনা। ৬ষ্ঠ – ঋতুর বর্ণনা।৭ম-৮ম – যদুবংশীয় নৃপতি ও যুবক-যুবতীদের বনবিহার ও জলকেলী। ৯ম-১১শ – সন্ধ্যাবর্ণনা; যাদবদের মধুপান, প্রণয়কেলী ও সম্ভোগ বর্ণনা; প্রভাতবর্ণনা। ১২শ – চতুরঙ্গ বাহিনী সহ কৃষ্ণের অভিযান। ১৩শ – যাদব ও পাণ্ডবদের সম্মেলন, মহোৎসব ও কৃষ্ণের যাত্রা। ১৪শ – যুধিষ্ঠিরের আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা; ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতি। ১৫শ – কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দানের প্রস্তাবে শিশুপালের ক্ষোভ এবং কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও পাণ্ডবদের নিন্দা; ভীষ্মের উক্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

শিশুপালের পক্ষে সমবেত রাজাদের ক্রোধ ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ। ১৬শ – শিশুপালপ্রেরিত দূতের যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন এবং কৃষ্ণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান; দূত ও সাত্যকির উক্তি-প্রত্যুক্তি। ১৭শ – কৃষ্ণের সেনাবাহিনীর আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা। ১৮শ – উভয় সেনাদলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ১৯শ – বিবিধ অলঙ্কার ও চিত্রবন্ধে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা। ২০শ – কৃষ্ণ ও শিশুপালের দ্বৈত যুদ্ধ ও সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ।

৯। **নৈষধচরিত** – কালিদাসোত্তরকালে রচিত মহাকাব্যসমূহের মধ্যে মহাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাইশটি সর্গে রচিত শৃঙ্গার রসোজ্জ্বল মহাকাব্য এটি। মহাকাব্যের বনপর্বে বর্ণিত নল-দময়ন্তীর আখ্যানভাগ এই কাব্যের উপজীব্য বিষয়। শ্রীহর্ষের রচনাশৈলীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পদলালিত্য। তাই এমন প্রবাদ প্রচলিত আছে- "নৈষধে পদলালিত্যম্"।

শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতকের সর্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত, প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ও মহাকাব্যকার। শ্রীহর্ষ তাঁর নৈষধচরিত মহাকাব্য এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক দার্শনিক গ্রন্থের দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। নৈষধচরিতের প্রতি সর্গের সমাপ্তি শ্লোকে কবি তাঁর আত্মজীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কারও কারও মতে উক্ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত; কিন্তু অনেকের অনুমান পূর্বোক্ত মত যথার্থ নয় এবং আমাদের মনে হয় কবি স্বয়ং উক্ত পরিচয় প্রদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। শ্রীহরি ও মামল্ল দেবীর পুত্র শ্রীহর্ষ ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ; কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্র কবিকে দুটি তাম্বুল ও আসন উপহার দিয়ে সাদরে রাজসভায় বরণ করেছিলেন। কবি পিতা শ্রীহীর কান্যকুব্জরাজ বিজয়চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে মিথিলা থেকে কনৌজের রাজসভায় আগত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের সঙ্গে শ্রীহীরের শাস্ত্রযুদ্ধ হয় এবং শ্রীহীর পরাজিত হন। এই ঘটনায় শ্রীহীর মনে মনে অত্যন্ত অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র শ্রীহর্ষকে পিতার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীহর্ষ এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা নিয়ে চিন্তামণি মন্ত্র জপ করে ত্রিপুরাদেবীর অনুগ্রহে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। অতঃপর কবি বিজয়চন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়ে তাকে বন্দনা করলেন। কান্যকুব্জরাজ তাঁকে সাদরে সভাকবিরূপে বরণ করলেন; পরবর্তী কালে তারই আগ্রহাতিশয্যে কবি নৈষধচরিত রচনা করেন এবং ন্যায়বেদান্তের আলোচনা বিষয়ক খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থ রচনা করে উদয়নের যশ ম্লান করেন। নৈষধচরিতে খণ্ডনখণ্ডকাব্যের উল্লেখ আছে এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে উদয়নকৃত

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়কুসুমাঞ্জলির অনেক মত খণ্ডন করা হয়েছে। সুতরাং পূর্বোক্ত কিংবদন্তী যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন একথা বলা যায় না। জৈন কবি রাজশেখর সূরি (১৩৪৮ খ্রী:) প্রবন্ধকোষ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কবি শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জ-নৃপতি জয়চন্দ্র ও বিজয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। উক্ত নৃপতিদ্বয় রাজপুত গাড়োয়ালী বংশজাত; জয়চন্দ্র সম্ভবত: কান্যকুব্জ থেকে বারাণসীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পিতাপুত্রের রাজত্বকাল ১১৫৬-১১৯৩ খ্রী:। আধুনিক কালের কোনো কোনো পণ্ডিত দাবী করেছেন যে শ্রীহর্ষ বাঙালী ছিলেন।

১০। **হরবিজয়** – কাশ্মীরী কবি রত্নাকর কর্তৃক পঞ্চাশটি সর্গে কাব্যটি রচিত। অন্ধক নামক দানবকে শিব কর্তৃক হত্যার কাহিনী এর বিষয়বস্তু। একদা পার্বতী ক্রীড়াচ্ছলে মহাদেবের তিন চোখ হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করলেন; কিন্তু মহেশের ত্রি-নয়ন প্রকৃতপক্ষে চন্দ্র, সূর্য ও বৈশ্বানর অগ্নি; ফলে ত্রিভুবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল এবং সেই অন্ধকার থেকে জন্ম নিল অন্ধক নামক ভয়ঙ্কর অসুর; অন্ধক তপস্যাবলে দৃষ্টিশক্তি লাভ করে ভীষণ সংহারক হয়ে উঠল; অবশেষে মহাদেব তাকে হত্যা করে জগৎকে রক্ষা করলেন। এই ক্ষুদ্রাকার কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত বিপুলকায় এই মহাকাব্য বর্ণিত প্রধান প্রধান বিষয় হল- শিবের নগরী ও তাণ্ডব নৃত্য, ঋতু-বৈচিত্র্য, মহেন্দ্র পর্বত, রাজনীতি ও রাজবৃত্ত, কুসুমাবচয়, সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়, সমুদ্রোল্লাস, শৃঙ্গার-লীলা, মধুপান, প্রভাতসৌন্দর্য, বিবিধ চিত্রবন্ধের চাতুর্য, মন্ত্রণা, দূত প্রয়োগ, যুদ্ধ, শিব-পার্বতীর স্তুতি ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রেণীকরণ ও মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিতের মূল্যায়ন

এ অংশে উৎস অনুসারে মহাকাব্যগুলোর শ্রেণী নির্ণয় করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণসহ নানা বিষয় বিশ্লেষণ পূর্বক অলোচনা করা হয়েছে।

বুদ্ধচরিত – বুদ্ধচরিতের বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে বাল্মীকির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও রামায়ণের প্রতি অনুরাগের অনেক নিদর্শন একাধিক শ্লোকে প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের জটিল তত্ত্বগুলি সরল ও মনোগ্রাহী ভাষায় নিবদ্ধ। তাই অশ্বঘোষ তাত্ত্বিক হলেও কবি। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের প্রাচুর্য, সম, অর্ধসম ও বিষমবৃত্তের নৈপুণ্য শান্ত ও আদি রসের প্রাধান্য এবং বিদগ্ধ বাচনভঙ্গী প্রভৃতিগুণে অশ্বঘোষ সার্থক কবি। কবি ২০টির অধিক ছন্দ প্রয়োগ করেছেন; উপমার নৈপুণ্য বাল্মীকির অলঙ্কার প্রয়োগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যাতা, প্রচারক ও তাত্ত্বিক উপদেষ্টা হয়েও তিনি বীতরাগ দার্শনিকের মতো সংসার জীবন সম্পর্কে উদাসীন অথবা উন্নাসিক নন। বুদ্ধের জীবনী বর্ণনা, সমসাময়িক রাজতন্ত্রের পরিচয় ও ইতিহাসের সংমিশ্রণ, কল্পনাবিলাস, ধর্মতত্ত্বের সহজ সম্বন্ধ উপস্থাপনার কৌশল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অশ্বঘোষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকবি। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়েছে -

- সর্বস্য লোকে নিয়তো বিনাশঃ (৩/৫৯)
- অকালো নাস্তি ধর্মস্য জীবিতে চঞ্চলে সতি (৫/২১)
- রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ম (৯/৪১)
- লোকম্য কাসৈর্ন বিতৃপ্তিরস্তি পতদ্ভিরম্ভোভিরি বার্ণবস্য ১১/১২

সৌন্দরনন্দ – সৌন্দরনন্দ রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। অশ্বঘোষের রচনায় পারস্পরিক গুণমান বিচারে সৌন্দরনন্দের ভাষা ও কাব্যশৈলী এবং রচনার আঙ্গিক বুদ্ধচরিত অপেক্ষা অতি উচ্চস্তরের। বুদ্ধকে সংসারসুখে আকৃষ্ট করার জন্য সুন্দরী বারবিলাসিনীদের কামবিলাস, নন্দ ও সুন্দরীর পারস্পরিক আসক্তি ও প্রীতির বর্ণনায় ধর্মরতির মাহাত্ম্য বর্ণনার মতো তিনি সমান উৎসাহী। হীনযান কিংবা মহাযান

Dhaka University Institutional Repository

কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ে তত্ত্বকথা তাঁর সাহিত্যে পৃথকভাবে প্রচারিত হয়নি। অনুমান করা যায় কবির জীবৎকালে হীনযান থেকে মহাযানের বিবর্তনে ক্রান্তিপর্ব চলছিল এবং সেই ক্লান্তিলগ্নে বুদ্ধের ধর্ম ভাবনা প্রচারের দ্বারা সার্বজনীন মঙ্গল ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েই অশ্বঘোষ সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। সৌন্দরনন্দের অন্তিম সর্গে কবি বলেছেন, 'আমি অন্যান্য রচনায় শান্তির জন্য, মঙ্গলের জন্য যে কথা বলেছি, এখানে কাব্যের উপাচারে তাই প্রস্তুত করেছি। ভোগসুখে আসক্ত মানুষ মোক্ষমার্গের প্রতি বিরূপ। তিক্ত ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি না থাকলে তাকে মধুমিশ্রিত করতে হয়; তেমনি শাস্ত্রের কথা কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছি।' বৈদিক পুরাবৃত্ত, দর্শন, পুরাণ, অর্থ ও কামশাস্ত্র এবং ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। শুদ্ধোধন, বুদ্ধ, সুন্দরী প্রভৃতির চরিত্র চিত্রণে বাল্মীকি বর্ণিত দশরথ, রাম ও সীতার প্রভাব লক্ষণীয়। এখানে উপমা রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগে এবং বাগ্‌ভঙ্গিতেও রামায়ণের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় পদে পদে সুলভ সূক্তিগুলি অতীব চিত্তাকর্ষক। উদ্ধৃতি হিসেবে যেমন –

ধর্ম ও পার্থিব বিষয়ভোগের দ্বিমুখী আকর্ষণে নন্দের দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তের বর্ণনা -

তং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ ভার্যানুরাগঃ পুনরাচকর্ষ।
সোঽনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ তরং তরঙ্গেষ্বিব রাজহংসঃ ॥
অদর্শনং ভূয়োগতশ্চ তস্যা হর্ম্যাত্ততশ্চাবততার তূর্ণম্।
শ্রুত্বা ততো নূপুরনিস্বনং স পুনর্ললম্বে হৃদয়ে গৃহীতঃ॥
স কামরাগেণ নিগৃহ্যমানে ধর্মানুরাগেণ চ কৃষ্যমাণঃ।
জগাম দুঃখেন বিবর্ত্যমানঃ প্লবঃ প্রতিস্রোত ইবাপগায়ঃ ॥

কুমারসম্ভব – কুমারসম্ভব কাহিনীর উৎস রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্য, ব্রহ্ম, সৌর, কালিকা ও শিব পুরাণে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বে আলোচ্য কাহিনী বিশদ আকারে বর্ণিত এবং অন্যত্র অনুশাসন ও শল্য পর্বে এর উল্লেখ আছে। শিবপুরাণ ও কুমারসম্ভবের কাহিনীতে গভীর সাদৃশ্য আছে এবং বহু শ্লোক হুবহু এক। তবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত কাহিনী ও কালিদাসের কাহিনীর মধ্যে গরমিল আছে। অধিকাংশ পুরাণ ও উপপুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে; সুতরাং কালিদাস

Dhaka University Institutional Repository

পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত কি না তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন সাহিত্য থেকে মূল কাহিনীটি গৃহীত হলেও সমগ্র ঘটনার বিস্তার ও বিশ্লেষণে কালিদাসের মৌলিকতা ও বৈদগ্ধ্য অনস্বীকার্য । হিমালয়ের বর্ণনা, পার্বতীর যৌবন বর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, রতিবিলাপ, পার্বতীর তপস্যা, শিব-পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা প্রভৃতি সর্বত্রই কবির মৌলিকতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গবিশিষ্ট মহাকাব্যরূপে পরিচিত হলেও অষ্টম বা নবম থেকে শেষ অবধি রচনা সম্পর্কে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কোনো কোনো মতে মূল রচনা বাইশ সর্গে সমাপ্ত এবং সমগ্র রচনাই কালিদাসের নিজস্ব। মল্লিনাথ ও অরুণগিরি অষ্টম সর্গ পর্যন্ত টীকা লিখেছেন। কোনো কোনো মতে সপ্তম সর্গ পর্যন্তই কালিদাসের রচনা, তাই বঙ্গদেশীয় সংস্করণগুলি সপ্তম সর্গেই সমাপ্ত। অষ্টম সর্গে শিব-পার্বতীর বিহারবর্ণনায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের সাড়ম্বর চিত্রগুলি কামশাস্ত্রের প্রথানুগ বর্ণনামাত্র। কালিদাসের কাব্য অন্যত্র এরূপ বর্ণনার সুযোগ থাকলেও তা সযত্নে পরিহিত এবং অনেকের মতে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় দৃষ্টিতেই দেবদেবীর কামবিলাসের এমন নগ্ন চিত্র অশ্লীলতার পর্যায়ে উপন্যস্ত । একদল সমালোচক রচনাশৈলীর বিচারে অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশকে কালিদাসের রচনারূপে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক; অবশ্য এর বিরোধিতায় সমগ্র কাব্যকেই কালিদাসের মৌলিক রচনারূপে যুক্তি দেখান।

রঘুবংশ – মহাকাব্যের উৎস – রামকাহিনী রামায়ণ ব্যতীত মহাভারত, কথাসরিৎসাগর ও কতিপয় পুরাণে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। কাব্য সূচনায় কবি তাঁর পূর্বসূরিদের সপ্রশংস উল্লেখ করলেও অন্যত্র একমাত্র বাল্মীকি কর্তৃক রামচরিত বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। রঘুবংশেও বিষয়বস্তু সম্ভবত রামায়ণ থেকেই গ্রহণ করেছেন। কালিদাস রামায়ণের মূল কাহিনী উল্লেখ করলেও সম্ভবতঃ রামকথার এক পৃথক পরম্পরা অনুসরণ করেছেন। রঘুরংশের ১ম সর্গ এবং মায়াসিংহ ও দিলীপের কথোপকথনের সঙ্গে পদ্মপুরাণের কাহিনীর (যথাক্রমে উত্তরখণ্ড ১৯৮-৯৯ অধ্যায়) বিশেষ মিল আছে। দিলীপ-সুদক্ষিণার বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রা, মায়াসিংহের কাহিনী, রঘুর দিগ্বিজয়, ইন্দুমতির স্বয়ংবর, অজবিলাপ, অজের প্রতি বশিষ্ঠের সন্দেশ, সীতা-পরিত্যাগ প্রভৃতি বহু কাহিনীর উদ্ভাবনায় অথবা উপস্থাপনায় মহৎ কবির নৈপুণ্য, শিল্পবোধ ও রসদৃষ্টির স্বাক্ষর পরিস্ফুট। আলোচ্য কাব্যটি সম্পর্কে কোনো কোনো প্রাচীন সমালোচক বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত, টীকাকার ও রসজ্ঞ সমালোচক কালিদাসের এই গ্রন্থকে সাদরে বরণ করেছিলেন। ইতিহাসনিষ্ঠা, অতিপ্রাকৃত উপাদান, প্রকৃতিচিত্রণ, মানবীয় প্রেম, ত্যাগ-সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার মহিমা এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তববোধ প্রভৃতি বহুবিধ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য মিলে রঘুবংশ এক আকর্ষণীয় সৃষ্টি। ভাবগর্ভ সংলাপ, পরিমার্জিত রচনারীতি, ছন্দ-অলঙ্কারের নৈপুণ্য প্রভৃতিগুণে কালিদাসের কবি প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এই মহাকাব্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা রঘুবংশেই মহৎ চরিত্রের উপস্থিতি বেশি; তবে তিনি প্রধানত রামচরিত্রকেই আদর্শরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী অধিকাংশ রাজার নামোল্লেখ করেই তৃপ্ত। এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ধারাকেই হুবহু অনুসরণ করেছেন। কবি রঘুবংশে ইতিহাসের তুল্য মর্যাদাপূর্ণ কাহিনী কাব্যরসে অভিষিঞ্চিত করে পাঠকের দরবারে পরিবেশন করেছেন; তাই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন, ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিবোধ, রাজতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থা, রাজকীয় প্রেমের উত্তুঙ্গ আদর্শ, নিসর্গ-প্রীতি প্রভৃতি বহু বিচিত্র উপাদানের সমন্বয়ে রঘুবংশ সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শস্থানীয় রচনা। কুমারসম্ভবের ঘটনা দেবকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও প্রকৃত বিচারে মানবীয় প্রেমের বর্ণনামাত্র। অতিপ্রাকৃত উপাদান, দৈব মহিমা ও আদর্শের সঙ্গে তৎকালীন গার্হস্থ্য জীবনের বহু বিচিত্র উপাদান নিখুঁতভাবে পরিবেশিত। এই মহাকাব্যে আধুনিক উপন্যাস ও বড় গল্পের অনেক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। দণ্ডীর কাব্যদর্শে ও পরবর্তী অলঙ্কার গ্রন্থসমূহে মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা প্রদত্ত, কালিদাসরচিত মহাকাব্যদ্বয়ের মধ্যে সেই সংজ্ঞার সামঞ্জস্য নেই; অথচ আলঙ্কারিকগণ সকলেই এই দুই রচনাকে আদর্শ মহাকাব্যরূপে নির্বিচারে উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা যায় কালিদাসের কালে মহাকাব্য রচনার পৃথক একটি ধারা প্রচলিত ছিল। কালিদাস ষড়দর্শনের ধারায় প্রতিপালিত, ভারতীয় জীবনদর্শনের আদর্শে পরিপুষ্ট এবং রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের পটভূমিকায় বিবর্ধিত; প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনায় প্রতিফলিত, ভারতীয় জীবনসাধনার ভোগ ও ত্যাগের সমন্বিত আদর্শ তাঁর প্রজ্ঞায় ও মননে অনুসৃত।

কালিদাসের রচনাসমূহে তাঁর দার্শনিক মনন ও চিন্তনের যে সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়েছে, তাঁকে ভারতীয় দর্শনের কোনো এক বিশিষ্ট মতবাদের ধারায় এককভাবে বিচার করা যায় না। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে এক আনুমানিক পৌর্বাপর্য স্বীকার করে নিয়ে কেউ কেউ কবির মনোজগতে ধর্মদর্শনের বিকাশের ধারায় একটা বিবর্তনকে স্বীকার করেছেন। কারও কারও মতে ষড়দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কালিদাস ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচিন্তায় ছিলেন শৈব এবং দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত একটি সামগ্রিক দর্শনচেতনা কবিসত্তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর তিনটি নাটকের প্রস্তাবনায় মহাদেবের স্তুতি করা হয়েছে; শকুন্তলার

Dhaka University Institutional Repository

ভরতবাক্যে নাট্যকার নীললোহিত মহেশের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন; রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেও আদি জনক-জননী শিব-পার্বতীর বন্দনা করেছেন। আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মেলনে যে পৌরাণিক ত্রিত্ববাদের বিকাশ, তারও উল্লেখ আছে কালিদাসের কাব্যে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৌদ্ধ অথবা জৈন ধর্মদর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে কালিদাস সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিরাতার্জুনীয় – মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্রাকার কাহিনী ভারবির কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের উৎস। অবশ্য শিবপুরাণেও এ কহিনী আছে; তবে অনুমান করা যায় যে ঐ পুরাণ ভারবির পরবর্তী কালের রচনা।

ভারবির যুগ থেকেই কৃত্রিম আড়ম্বরবহুল গুরুভার মহাকাব্য রচনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয়; এ যুগে শাস্ত্রকাব্যের বৈদগ্ধ্য, ভাষার ঐশ্বর্য, বর্ণনার বহুমুখী বৈভব, ভাবের গাম্ভীর্য, বহিরঙ্গ আড়ম্বর প্রভৃতি সমাবেশে পাণ্ডিত্যের অসাধারণ সজ্জায় মহাকাব্য-রচয়িতারা অতিমাত্রায় সচেতন। এরূপ কাব্যের জন্য পণ্ডিত পাঠককে যে বিশেষভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় সেকথা উল্লেখ করেছেন প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ। তাঁর মতে ভারবির ভাষা নারিকেলের তুল্য আপাতরুক্ষ, কিন্তু পরিণামে অতিশয় সারবান রমণীয়। অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে শাণিত অস্ত্রে এরূপ রচনার শব্দার্থ ভেদ করে রস গ্রহণ করতে হবে। জটিল বাগ্‌বিন্যাস, কৃত্রিম রচনাপদ্ধতি, অলঙ্কারের চাতুর্য প্রভৃতি মিলে তাঁর কাব্যের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি। কবি স্বয়ং কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে আপন রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুধী পাঠককে অবহিত করেছেন; যেমন অর্জুন ইন্দ্রের ভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন – আপনার বাক্য সারার্থযুক্ত, সমাসবহুল অর্থগৌরবে মহৎ, আতিশয্যবর্জিত, অনুক্ততাদোষমুক্ত, অধ্যাহারহীন, যথাযথ অর্থপ্রতিপাদক, সঙ্কীর্ণতামুক্ত সমুদ্রের মতো গুরুগম্ভীর, মহত্ত্বে ও অর্থসম্পদে ঋষিচিত্তের ন্যায় শান্ত সংযত। মহাকাব্য রচনার দ্বিতীয় পর্বে বহিরঙ্গ মণ্ডণকলা আর শব্দ-অর্থ-ঘটনার ঘনঘটা দিয়ে যে কঠোর আয়াসসাধ্য সাহিত্যসর্জনার ক্রান্তিকাল, তাঁর পথিকৃৎ সম্ভবতঃ ভারবি; তাই অতি-সাহসী সমালোচকেরা তাঁকে সাদর আপ্যায়ন জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন নতুন যুগের সূর্য বলে – 'ভারবের্ভারবেরিব'। অবশ্য কৃত্রিমতার বহু উপকরণ ভারবিতে বেশ জমজমাট, যেমন দু-একটি উদাহরণ –

দেবাকানিনি কাবাদে বাহিকাস্বস্বকাহি বা।
কাকারেভভরে কাকা স্বিভব্যব্যভসত্বনি ॥ কৃ. ১৫/২৫

Dhaka University Institutional Repository

এই শ্লোকের বর্ণগুলি উল্টেনিলে সোজা উল্টা একই হয়। এক বর্ণে রচিত শ্লোক –

ন নোননুন্নে নুন্নোনো নানানানানা ননু।
নুন্নোহ নুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ ॥ কি.১৫/১৪

শিশুপালবধ – মাঘচরিত শিশুপালবধ মহাকাব্যে মোট বিশ সর্গে ১৬২৫টি শ্লোক রয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বের কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ মহাকাব্য। পরবর্তী কালে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আখ্যান পুনর্বিন্যস্ত। মাঘ প্রধানত মহাভারত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন; তবে মূল কাহিনীর বিস্তারিত বিন্যাসের সঙ্গে নানান কাহিনী এবং অসংখ্য উপাদান সহযোগে কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এই কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিনায়ক শিশুপাল। রাজকুমারী রুক্মিণীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের মধ্যে বিবাদ। মাঘ বহু শাস্ত্র বিশারদ কবি। বেদ, পুরাণ, ষড়দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন আগম, অলঙ্কার শাস্ত্র, সঙ্গীত ও সমর শাস্ত্র প্রভৃতির সর্বত্র তাঁর বৈদগ্ধ্য সুপরিস্ফুট। প্রাচীন সমালোচক ও টীকাকারগণ মাঘের বিদ্যাবত্তা ও কাব্যসম্পদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন – কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, শ্রীহর্ষের পদলালিত্য প্রশংসনীয়, কিন্তু মাঘের রচনায় ঐ গুণত্রয়ের সমাবেশ ঘটেছে। মাঘের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কোনো এক সমালোচকের মন্তব্য যে, কালিদাসের মেঘদূত আর মাঘের শিশুপালবধ পাঠ করতেই আয়ু শেষ হলো। তাঁর শব্দ বৈভবের প্রশংসায় কেউ বলেছেন – মাঘ কাব্যের নটি সর্গ পাঠ করলেই অভিধানের সমস্ত শব্দ জানা হয়ে যায়। প্রথম সর্গে নারদকৃত কৃষ্ণস্তুতি মাঘের ভগবদ্ ভাবনার সোচ্চার প্রকাশ; সম্ভবত কবিমনের এই ভাগবত অনুরাগের কথা স্মরণ করেই কোনো রসিক সমালোচক বলেছেন, 'মুরারিপদচিন্তা চেতনা মাঘে রতিং কুরু।' আসল কথা প্রাচীনেরা কবির কাব্যচ্ছটায় মুগ্ধ। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বলতে পারি মাঘের রচনা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের অনীহা ও ভীতি বরাবর ছিল। বস্তুতপক্ষে ভারবি ও মাঘের সময় থেকে মহাকাব্যের আসরে যে পাণ্ডিত্যসর্বস্ব বিদ্যাবত্তার ষোড়শোপচারে অনুশীলন শুরু হয়, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করার দুঃসাহস ছিল না। এঁদের কাল থেকেই কাব্য মানে ব্যাখ্যাগম্য রচনা। আলোচ্য কাব্যে অলঙ্কারের নৈপুণ্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, অনুপ্রাস-যমকের চাতুর্য, চিত্রবন্ধ পদ্যের ছটা প্রভৃতির দ্বারা একদিকে যেমন চমক জাগানোর প্রয়াস, অন্যদিকে ভাবগর্ভ সূক্তি, রাজনীতির পাণ্ডিত্য, পরিহাসপ্রিয়তা প্রভৃতি কবির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন কৃষ্ণের প্রশংসামূলক দুটি শ্লোক –

Dhaka University Institutional Repository

ক্রুরারিকারী কোরেক/কারকঃ কারিকাকরঃ।

কোরকাকারকরকঃ/ করীরঃ কর্করোহর্করুক ॥ ১৯/১০৪

কৃষ্ণ ছিলেন দুর্জয় রিপুর বিনাশক, পৃথিবীর একমাত্র প্রভু, দুষ্টের পীড়ক, পদ্মকুঁড়ির মতো তাঁর দুই চরণ, (তাঁর কাছে) দেহবলে হাতিরাও হার মানে, তিনি শত্রুর কাছে অতি ভয়ঙ্কর, সূর্যের মতো তেজস্বী।

মাঘ সম্পর্কে প্রাচীন সমালোচকদের অত্যুক্তি সর্বদা যথার্থ নয়, অনেক সময় ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা মাত্র। আলঙ্কারিক মহিমভট্ট ও তাঁর অনুগামীরা কাব্যদোষের উদাহরণ দিতে গিয়ে মাঘের অনেক কবিতার দোষ বিচার করেছেন।

ভট্টিকাব্য – ভট্টিকাব্য বা রাবণবধ রামকাহিনী অবলম্বনে রচিত। ২২টি সর্গে বিভক্ত দশরথের কাহিনী থেকে শুরু করে রাম কর্তৃক রাবণবধ এবং সস্ত্রীক অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ভট্টি স্বয়ং আপন কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, উক্তিবৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ এবং গুণালঙ্কারমণ্ডিত এই কাব্য বিদ্বজ্জনকে বিজয় দান করবে। ব্যাকরণ যাঁদের চক্ষু, এই কাব্য তাঁদের নিকট প্রদীপতুল্য; কিন্তু ব্যাকরণজ্ঞানহীন পাঠকের কাছে অন্ধের হাতে দর্পণের ন্যায় নিষ্ফল। ব্যাখ্যার দ্বারা বোধ্য এই কাব্য সুধীগণের নিকট উৎসবের মতো আনন্দদায়ক; কিন্তু অপণ্ডিতের কাছে দুর্বোধ্য। এমন গুরুভার শাস্ত্রকাব্য যে পাঠকের নিকট অত্যন্ত গুরুপাক, কাব্য পাঠ করলেই তা প্রতিভাত হয়। ত্রয়োদশ সর্গে সেতুবন্ধনের বর্ণনায় রচিত শ্লোকগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার ব্যাকরণের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং ভট্টি শুধু বৈয়াকরণই নন, ভাষাবিদও। পাণ্ডিত্যের গুরুভার বৈভবের মধ্যেও কবিত্বের চকিত দীপ্তিতে অর্থের রমণীয় বিন্যাস পাঠককে চমকিত করে। ভট্টির ভাষাবিন্যাস জটিল নয়, কিন্তু শব্দচয়নের অতি-সচেতন প্রয়াসে ভাব সর্বদা ক্লিষ্ট। ব্যাকরণ সূত্রের সাধারণ বিষয়গুলি ছাড়া অপ্রচলিত বিধি-বিধানের প্রয়োগক্ষেত্রে অনেক সময় বাক্যবিন্যাস জটিল, শব্দের মাধুর্য বিনষ্ট এবং সর্বোপরি অর্থ দুর্বোধ্য। মহাকাব্যের মহত্ত্ব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হলেও ভট্টিকাব্য ব্যাকরণ-অলঙ্কার সমৃদ্ধ শাস্ত্রকাব্যের মহৎ ভাব ও মর্যাদার আসন লাভ করেছে এবং এই উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে তাঁর রচনায় একটি সুফল দান করেছে। ভট্টি তাঁর পূর্ববর্তী মহাকাব্যকারদের বর্ণনা - বাহুল্যরূপ দোষকে বর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যাকরণের জটিল ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে কবির ভাষাশিল্পের সম্ভার বিদগ্ধ পাঠককে নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত করবে। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য সহজবোধ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

লুঙ্ ও লিট্ লকারের প্রয়োগ –

মাজ্ঞাসীস্ত্বং সুখী রামো/যদকার্ষীৎ স রক্ষসাম্ ॥
উদতারীদুদন্বন্তঃ/পুরং নঃ পরিতোহরুধৎ।
ব্যদ্যোতিষ্ঠ রণে শস্ত্রৈর্ /অনৈষীদ্ রাক্ষসান্ ক্ষয়ম্ ॥
ন প্রবোচমহং কিঞ্চিৎ/প্রিয়ং যাবদজীবিষম্ ।
বন্ধুস্ত্বমর্চিতঃ স্নেহান্ /মা দ্বিষো ন বধীর্মম ॥১৫ ।৯-১১

জানকীহরণ – বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনী অবলম্বনে জানকীহরণ রচিত। রচনাশৈলীর বিচারে কাব্যাকার কুমারদাস বৈদর্ভী মার্গের অনুগামী। ভারবি ও মাঘের মহাকাব্যে (কুমারদাস এঁদের পূর্ববর্তী স্বীকার করলে) সাহিত্যের যে বিদগ্ধ মণ্ডলকলা ও শাস্ত্রীয় বিদ্যাবত্তা দর্শনীয় হয়ে উঠেছে, কুমারদাসের রচনাকে তার সূচনা বলা যায়; কিন্তু জানকীহরণ কুত্রাপি গুরুভার নয় । নিসর্গ-চিত্রণে কবি পূর্বসূরিদের অনুসরণ করেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল; ব্যাকরণের বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্যচ্ছটায় তাঁর রচনা দীপ্ত, আলঙ্কারিক চাতুর্যপ্রদর্শনেও তিনি সিদ্ধহস্ত; যুদ্ধের বর্ণনায় চিত্রকাব্যের (সর্বতোভদ্র, মুরজবন্ধ, বিলোম, প্রতিলোম প্রভৃতি শ্লোকবন্ধ) চমকসৃষ্টিতে নিপুণ এবং সুকবিসুলভ সংবেদনশীলতায় কালিদাসের সমধর্মী। তাঁর কাব্যে সর্বতোভাবে কালিদাসের প্রভাব পরিস্ফুট।

কালিদাসের মহাকাব্যে শব্দালঙ্কারের শিল্পিত প্রয়োগের মাধুর্যকে ছাড়িয়ে ক্বচিৎ অর্থব্যঞ্জনার সঙ্গে ধ্বনিসুষমার যে প্রয়োগ, কুমারদাসের কাব্যে তা সহজলভ্য নয়, বরং বিরল এবং কৃত্রিমতাদুষ্ট। তবে কালিদাসসুলভ প্রসাদরম্যতা জানকীহরণের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় –

বিরামঃ শর্বর্যা হিমরুচিরবাপ্তোঽস্তশিখরং
কিমদ্যাপি স্বাপস্তব মুকুলিতাম্ভোরুহদৃশঃ ॥
ইতীবায়ং ভানুঃ প্রমদবনপর্যন্তসরসীং
করেণাতাম্রেণ প্রহরতি বিবোধায় তরুণঃ ॥ জা. ৩/৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

নৈষধচরিত – মহাভারত-প্রসিদ্ধ নল-দময়ন্তী আখ্যান অবলম্বনে রচিত শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত ২২ সর্গে ২৮৩০ শ্লোকে সমাপ্ত। মহাভারতীয় কাহিনীটি কথাসাহিত্য, নাটক, মহাকাব্য, চম্পূ, প্রাকৃত সাহিত্যেও অত্যন্ত পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত।

সংস্কৃত সাহিত্যিকগণের মধ্যে শ্রীহর্ষের ন্যায় পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও কবিত্বের এমন ত্রীবেণীসঙ্গম বিরল। কবিমানসের এই অহংমানী ভাবটি কখনোবা স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত। স্বকীয় কাব্যের মহত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন; তাই বলেছেন অবিদ্বান অরসিক ব্যক্তির কাছে তাঁর কাব্যের আদর নেই, একমাত্র বিদগ্ধ ও বিদ্বজ্জনেই তাঁর অসাধারণ পারঙ্গমতা; সেই কারণেই প্রাচীন ভারতীয় রসিক ও সমালোচক সকলেই শ্রীহর্ষের পাণ্ডিত্যচ্ছটা ও সাহিত্যপ্রতিভায় মুগ্ধ। শব্দার্থের বৈভব, বর্ণনার আড়ম্বর, ভাবের মাধুর্য, শাস্ত্রের বৈদগ্ধ্য এবং সামগ্রিক ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণে নৈষধকার বিদ্বজ্জনের মনোগ্রাহী। প্রাচীনেরা দণ্ডীর ন্যায় শ্রীহর্ষের পদলালিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের কবিপ্রতিভা পর্বত প্রমাণ পাণ্ডিত্যের ভারে আচ্ছাদিত প্রায়; অবক্ষয় যুগের মহাকাব্যের ধারায় কবিত্বের পরিবর্তে কৃত্রিম পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উচ্চকিত শৈলী, অবান্তর বর্ণনার বাহুল্য, শাস্ত্রজ্ঞানের ধ্রুপদী আড়ম্বর প্রভৃতির সর্ববিধ বিষয়ের সমাবেশে কালিদাসের উত্তরসূরিদের মধ্যে শ্রীহর্ষ শ্রেষ্ঠ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রিত সরণীতে অনুশীলিত ভারবি ও মাঘের গুরুভার রচনাদ্বয়কেও অতিক্রম করে নৈষধচরিত মহাকাব্যের যশ প্রচারিত। শ্রীহর্ষের কবিসুলভ নিসর্গপ্রীতি, কল্পনার চাতুর্য, ভাবের অতিশয়োক্তি, অর্থের বক্রোক্তি, দার্শনিক তত্ত্বের গূঢ় ইঙ্গিত, কামকলার বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি পণ্ডিত পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। মহাভারতে দুই শতাধিক শ্লোকে বর্ণিত নলদময়ন্তী কাহিনী প্রায় তিন হাজার শ্লোকে বিস্তারিত।

হরবিজয় – হরবিজয় মহাকাব্যখানি সাহিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার। মহাকাব্যটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সাহিত্য ও শাস্ত্রের সর্ববিধ শাখায় রত্নাকরের অগাধ পাণ্ডিত্য; কবির মতে তাঁর কাব্য ললিতমধুর, অলঙ্কারমণ্ডিত, প্রসাদগুণসম্পন্ন, শ্লেষ ও যমক বন্ধে ঘনবন্ধ এবং তাই স্বয়ং বিদ্যাগুরু বৃহস্পতির চিত্তেও শঙ্কা জন্মায়।

রত্নাকরের হরবিজয় শাস্ত্রকাব্যের বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য মাঘ ও ভারবির যথাক্রমে শিশুপালবধও কিরাতার্জুনীয় অনুসরণে অপ্রসাঙ্গিক অজস্র উপকরণ ও দীর্ঘবিস্তারী বর্ণনার বাহুল্য এবং পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বাপর মহাকবিদের সকলকে অতিক্রম করেছে। পরপর তিনটি সর্গে যুদ্ধবর্ণনার বিরাটকায় পর্ব,অন্যত্র শিব ও চণ্ডিকার স্তুতি,প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ও শাক্ত আগমের তত্ত্ব,বিকট যমকবন্ধ, শব্দার্থের অভিনব উপন্যাস,ভাব ও ভাষার গৌরব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে রত্নাকর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকাব্যকার। তাঁর রচনায় সহজ সরল অকৃত্রিম হৃদয়গ্রাহী শ্লোক যেমন বিরল নয়, তেমনি পদ্মবন্ধ, তূণীরবন্ধ, কাঞ্চীবন্ধ, মুরজবন্ধ, আবলিবন্ধ,সমঞ্জসবন্ধ প্রভৃতি চিত্রবন্ধের প্রয়োগ কৃত্রিম রচনাধারার চূড়ান্ত নির্দশন। অপ্রচলিত কিংবা দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক, অনুকার শব্দের প্রতি আসক্তি,বিশিষ্ট শব্দপ্রয়োগ,ছন্দঃ-অলঙ্কারের চাতুর্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে হরবিজয় অতুলনীয়। হরবিজয়ের একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত –

প্রেয়াংসমর্কমুপকণ্ঠগতং বিকাসি-/ পদ্মাননাঃ কটকবর্ত্মনি পঙ্কজিন্যঃ।
রাগাদিবালিবিরুতৈঃ স্মরকেলিগর্ভ-/ মত্রাবিশং কিমপি কোমলমালপন্তি ॥১৩।

মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিত

মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিত সার্থক একটি মহাকাব্য। বিশিষ্ট আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন নৈষধচরিত সে সকল বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমেই বলা হয়েছে মহাকাব্য হবে পদ্য এবং সর্গ দ্বারা গঠিত। সে হিসেবে নৈষধচরিত সম্পূর্ণ পদ্যে রচিত এবং বাইশটি সর্গে বিভক্ত। মহাকাব্যের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য এর নায়ক হবে ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন দেবতা বা সদ্বংশ জাত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিংবা একই বংশে জাত কুলীন রাজাও বটে, সে হিসেবে নায়ক নল এই বৈশিষ্ট্যের ধারক। মহাকাব্যের অঙ্গীরস হবে শৃঙ্গার, বীর, শান্ত রসের যে কোনো একটি এবং বাকী সমস্ত রস হবে অঙ্গ রস এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে নৈষধচরিতের প্রধান বা অঙ্গীরস শৃঙ্গার এবং অন্যান্য হাস্য, করুণ, রুদ্র প্রভৃতি রস অঙ্গস্বরূপ বা অপ্রধান হিসেবে রয়েছে। মহাকাব্যে নাট্য সন্ধিসমূহ অর্থাৎ মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ এই পঞ্চ সন্ধি থাকবে – নৈষধচরিতে এই পঞ্চসন্ধির যথাযথ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে। মহাকাব্য হবে ঐতিহাসিক বা কোনো সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত সে হিসেবে নৈষধচরিত ঐতিহাসিক মহাকাব্য মহাভারতের বনপর্ব অবলম্বন করে রচিত এবং নায়ক নল ও নায়িকা দময়ন্তী প্রধান চরিত্র দুটি অতি সজ্জন চরিত্রের প্রতিভূ। মহাকাব্যে চারটি বর্গ থাকবে এবং তন্মধ্যে একটি বর্গ মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে – এই বৈশিষ্ট্যানুসারে নৈষধচরিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারটি বর্গই রয়েছে এবং এখানে প্রধান বর্গ কাম। মহাকাব্যের প্রথমে আশীর্বাদ, নমস্কার, বস্তুনির্দেশ থাকবে। কখনও কখনও দুষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির নিন্দা, সাধু ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন থাকবে, এই বৈশিষ্ট্যনুসারে নৈষধচরিতে আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দেশ করা হয়েছে এবং সাধু ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা হয়েছে।

যেমন – "সজ্জনদের অন্তঃকরণ বিবেকের শতধারায় ধৌত হয়। কাম তাকে কলুষিত করে না[১]। দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা করে বলা হয়েছে ---------- মহাব্রত যাগে ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার রমণক্রীড়া। ----- ভণ্ডদের তাণ্ডব বলে জানল।[২] মহাকাব্যে প্রত্যেকটি সর্গে এক প্রকার ছন্দে রচিত পদ্য থাকবে, কেবল সর্গের শেষে অন্য ছন্দের পদ্য হবে, সর্গের সংখ্যা হবে আটের অধিক – এক্ষেত্রে শ্রীহর্ষ ছন্দ বন্ধনের নিয়ম নৈষধচরিতে অনুসরণ করেছেন এবং সর্গ সংখ্যা আটের অধিক বাইশটি করেছেন। মহাকাব্যে চন্দ্র, সূর্য, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, পর্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, স্বর্গ, নগর, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়সমূহ যথাসম্ভব বর্ণনা করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে মহাকাব্যের প্রায় সবগুলো লক্ষণই ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন – একবিংশ সর্গে সন্ধ্যার বর্ণনা, প্রথম ও ঊনবিংশ সর্গে সূর্যের বর্ণনা, দ্বাবিংশ সর্গে চাঁদ ও রাতের বর্ণনা ঊনবিংশ সর্গে প্রভাতের বর্ণনা, সপ্তদশ সর্গে বন ও সাগরের বর্ণনা, একাদশ সর্গে অবন্তী, গৌড়, মথুরা, বেনারস সহ নগর ও রাজাদের বর্ণনা, ষোড়শ সর্গে যজ্ঞ ও বিবাহের বর্ণনা, অষ্টাদশ সর্গে সম্ভোগ সহ নানা বর্ণনা। মহাকাব্যের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হবে কবির, বিষয়বস্তুর, নায়ক বা অন্যকারো নামে এর নামকরণ হবে। সে ক্ষেত্রে শ্রীহর্ষ রাজ্যের নায়ক নৈষধ বা নলের নামানুসারে নামকরণ করায় মহাকাব্যটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. বিবেকধারাশতধৌতমন্তঃ সতাং ন কামঃ কলুষীকরোতি ॥৮/৫৪॥

২. ক্রতৌ মহাব্রতে পশ্যেন্ ব্রহ্মচারীত্ববীরতম্।
যজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়াযজ্ঞঃ স খণ্ডকাণ্ডতাণ্ডবম্ ॥১৭/২০৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী রসের পর্যালোচনা ও শৃঙ্গার রসের স্থান

কাব্য জগতে রস অপরিহার্য বিষয়। কাব্য জগৎ ছাড়াও রস বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাব্য ও রস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কাব্য শব্দের অর্থ 'সরস রচনা' অর্থাৎ যা রস যুক্ত। রসের অর্থ কাব্যার্থ, – যা সুখদ। অভিনব গুপ্তের কথায় সুখজনকত্বাৎ কাব্যার্থো রস ইতি-অর্থাৎ সুখজনক কাব্যার্থই রস। বিশষ্ট সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে – সহৃদয়গণের রত্যাদি স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে রসতা প্রাপ্ত হয়।[১] নাট্যশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ধারায় রসের তালিকায় রয়েছে আটটি নাট্যরস। নাট্যশাস্ত্রে রসের সংখ্যা আট হলেও মূলরসের সংখ্যা চার – শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এদের থেকেই যথাক্রমে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানকের উৎপত্তি। সুখভোগের একান্ত-শ্রুতিতে তাই বলা হয়েছে – রসো বৈ সঃ – তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ। বিশ্বনাথ কবিরাজ বিষয়টি সহজ করে বলেছেন, 'রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে রসাস্বাদনে পরমপ্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে রস অলৌকিক। ঘটনা দেখে-শুনে সচেতন ও উন্মুখ সহৃদয় সামাজিকের রসগ্রাহকের চর্বণা বা আস্বাদন সম্ভব হয়। 'চর্বণা'শব্দে রোমন্থনের প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে। চর্বণা-সামর্থ্য ব্যক্তিমাত্রের নিজস্ব এবং মানসিক গঠন ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে তা ঘটে অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে চর্বণার তারতম্য স্বীকার করতে হবে। সেই অনুযায়ী লৌকিক স্তর থেকে যে উঠতে পারে না, সে শুধু ভোগ করে – উপভোগের অধিকারী হয় না। যে সামাজিক হৃদয়-সামর্থ্যে সৃজিত শিল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারে – সে লৌকিক ভোগ থেকে অলৌকিক উপভোগে উত্তীর্ণ হয়। সাহিত্যদর্পণে তাকে বলা হয়েছে 'লোকোত্তর চমৎকার'বা বিস্ময়। এই বিস্ময় আসলে নান্দনিক আনন্দ বা সৌন্দর্য বিজ্ঞান যা ইংরেজিতে-Aesthetic thrill. এই রস বোধ যদি সুগঠিত হয়, তবে নান্দনিক আনন্দে রসোপভোগ ঘটে, যা ব্যক্ত করা যায় না বলেই অনির্বচনীয় এবং তখনই তা অলৌকিক। এই এস্থেটিক থ্রিলকে অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেছেন – অনন্যসাধারণ রমণীয়তার উদ্রেক। রস এক ও অখণ্ড – এইরকম সিদ্ধান্ত যেমন আছে, তেমনি একাধিক রসের প্রসঙ্গও আলোচিত। উল্লিখিত বিস্ময়জনিত নান্দনিক আনন্দকে অবলম্বন করে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ পণ্ডিত নারায়ণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অদ্ভুতরসকেই একমাত্র রস বলেছেন। 'নারায়ণ সম্মত অদ্ভুত সর্বরসের সারভূত চমৎকার স্বরূপ'; সেইটাই এস্থেটিক থ্রিলের পরম পরিপোষক, একমেবাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ড পারমার্থিক রস।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিস্ময়-স্থায়িক পারিভাষিক অদ্ভুতরস যে সেই এক, অখণ্ড অদ্বিতীয় রস নয় তা প্রমাণ করেছেন বৈদ্যনাথ। তিনি শৃঙ্গারৈকরস (একমাত্র রস-শৃঙ্গার) মতের পৃষ্ঠপোষক, তাঁর যুক্তি – 'লোকে শৃঙ্গারের আস্বাদ্যতা সর্বানুভবসিদ্ধ। কাব্যে গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির যোগে উহারই অধিক আস্বাদ্যতা সম্ভব।' এই কারণে শৃঙ্গারই একমাত্র রস। এই সিদ্ধান্তের সমর্থক আলঙ্কারিক গোবিন্দ, ভোজরাজ প্রমুখ। ভবভূতি, উত্তররামচরিতের তৃতীয় অঙ্কে বলেছেন – একটি মাত্রই রস এবং তা হল করুণ (একো রসঃ করুণ এব)। অন্যরসগুলো তার বিবর্ত রূপভেদ মাত্র।

অভিনব গুপ্তের মতে – 'পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে রস এক ও অখণ্ড হলেও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্গারাদি ভেদ অসিদ্ধ নয়।' অখণ্ড রসরূপের-শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি-এই ধরনের নামকরণ করলে বিশিষ্ট খণ্ড রস হয়, তখন আর তাকে এক বা অদ্বিতীয় বলা চলে না। ভরত অষ্ট নাট্যরসের কথা বললেও বাইশ অধ্যায়ে 'নবরসে'র উল্লেখ করেছেন [কাব্যমালা সংস্করণ]। অন্যদিকে 'নব' শব্দটি অনুপস্থিত এমন শ্লোকও পাওয়া গেছে [কাশী সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ]। 'কাব্যমালা' সংস্করণে 'বাৎসল্য' - এর উল্লেখ আছে – সাহিত্যদর্পণকারের মতে বাৎসল্য ভরতসম্মতরস – অথ মনীন্দ্রসম্মতো বৎসলঃ। কিন্তু এ সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে কোন বিবরণ ও লক্ষণ উল্লিখিত হয়নি। আরো লক্ষণীয় যে কাব্যমালা ও কাশি সংস্কৃত সিরিজ – উভয় সংস্করণই আটটি রসের উল্লেখ করে – রসা জ্ঞেয়াস্ত্বষ্টৌ লক্ষণ লক্ষিত – ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ করা হয়েছে। বরোদা সংস্করণে নবরসের ও শান্তরসের উল্লেখ আছে – বাৎসল্য রসের কোন উল্লেখ নেই।

অষ্টরসের সঙ্গে বাৎসল্য ও শান্তরস যুক্ত হলে রসের সংখ্যা হয় দশ। অথচ অভিনবগুপ্ত স্পষ্টতই বলেছেন – নয়ের বেশি রস সম্ভব নয়। জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ ভক্তিরসকে দশম রস হিসেবে গণ্য করেছেন। বৈদ্যনাথ দ্বাদশ রস হিসেবে 'শ্রদ্ধা' রসকে গ্রহণ করেছেন – কিন্তু পুত্রাদি বিষয়ে রতি-বাৎসল্য দেবাদিবিষয় রতি-ভক্তি, দৃঢ় আস্তিক্যবাচক শাস্ত্র বিষয়ে রতি-শ্রদ্ধা, এই রকমই বৈদ্যনাথের সিদ্ধান্ত। রস – তরঙ্গিণী প্রণেতা ভানুদত্তের মতে নাট্যে অষ্টরস আর কাব্যে নবরস [পৃ. ২১৯]। গোবিন্দের মতে শান্তরসে রোমাঞ্চ ইত্যাদি না থাকায় তা অভিনয়যোগ্য রস হিসাবে গণ্য হয় না। শান্তস্য রোমাঞ্চাদি বিরহেণানভিনেয়ত্বাৎ কাব্যমাত্রগোচরত্বমিত্যভিধানান্নাট্য ইত্যুক্তম্।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তরস কাব্যরস, নাট্যরস নয়। যাতে দুঃখ নেই, সুখ নেই, দ্বেষ নেই, মাৎসর্য নেই, যা সর্বভূতে সম, তাই শান্তরস নামে প্রথিত। বাৎসল্য [বা প্রেয়াংশ-স্নেহস্থায়িক] ভক্তি [শ্রদ্ধা-স্থায়িক] লৌল্য [অভিলাষ-স্থায়িক] কার্পণ্য [স্পৃহা-স্থায়িক] এই সমস্ত রসগুলিকে ব্যভিচারী বিধায় নাগেশ, ভাণুদত্ত প্রমুখ নবরসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। অতএব নাট্যে অষ্টরস – কাব্যে নবরস।

প্রধান এই নবরসকে সংক্ষিপ্তভাবে অলোচনাপূর্বক শৃঙ্গার রস সম্পর্কে পরবর্তীতে অলোচনা করা হল। যথা –

১. শৃঙ্গার রস – শৃঙ্গার হচ্ছে কামের আবির্ভাবের হেতু স্বরূপ যে রসের মূল প্রায়ই উত্তম প্রকৃতির হয়ে থাকে, সেই রসকে শৃঙ্গার রস বলে।[২] সাহিত্য দর্পণকার শৃঙ্গার রসকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথা -

I. বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার

II. সম্ভোগ শৃঙ্গার[৩]

অপর পক্ষের অশোক নাথ শাস্ত্রীর মতে – শৃঙ্গার ত্রিবিধ। যথা – ক) বাক্যগত, খ) নেপথ্যগত, গ) ক্রিয়াগত; রতিভাবসূচকবাক্য প্রয়োগে বাচিক শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি। উজ্জ্বল বেশধারণে নেপথ্যজ শৃঙ্গারের প্রকাশ। আর ক্রিয়ার বিষয় বোঝাতে ক্রিয়াগত শৃঙ্গারের প্রকাশ।

২. হাস্য রস – আকার, কথাবার্তা, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি দ্বারা জাত কুহক (মনোবিভ্রম) হতে হাস স্থায়িভাবযুক্ত হাস্যরস হয়।[৩] হাস্যরস ত্রিবিধ যথা ক) আঙ্গিক, খ) নেপথ্যজ, গ) বাক্যগত; বিদূষকের বিকৃতি আকৃতি বা হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি আঙ্গিক হাস্যরসের জনক। বিদূষকাদির বেশ ও হাস্যোদ্রেককর। আর পরিহাস জনক বাক্য বাচিকহাস্যের উৎস।

৩. রৌদ্র রস – যা ক্রোধ আকর্ষণ–অধিক্ষেপ-অবমানন-অনুতবচন-উপঘাত-বাকপারুষ্য-অভিদ্রোহ–মাৎসর্য প্রভৃতি বিভাগ হতে উৎপন্ন হয় তাকে রৌদ্ররস বলে।[৪] রৌদ্ররস ত্রিবিধ। যথা – ক) আঙ্গিক, খ) বাচিক, গ) নেপথ্যজ; উদ্ধতপ্রকৃতি নায়কাদির অঙ্গভঙ্গিতে আঙ্গিক রৌদ্রের অভিব্যক্তি । ক্রূরকর্মে উপযোগী বেশধারণ নেপথ্যজ রৌদ্রের জনক।

৪. করুণ রস – ইষ্টনাশ ও অনিষ্ট প্রাপ্তি হেতু করুণ নামক রস হয়।[৫] করুণরস ত্রিবিধ। যথা – ক) ধর্মোপঘাতজনিত খ) অর্থাপচয়কৃত গ) শোকহেতুক। এ স্থলে ধর্ম বলতে বুঝায় ধর্মানুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মক্রিয়া। যথা – অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি। অর্থাপচয় বোঝাতে অর্থাপচায়কৃত করুণ রস বলে। আর কোনো বিষয়ে শোকদুঃখ বোঝাতে শোকজ করুণ রসের উদ্রেক হয়।

৫. **বীর রস** – উত্তম প্রকৃতিক ও উৎসাত্মক রসকে বীর রস বলে।[৬] বীররস চতুর্বিধ। যথা – ক) দানবীর, খ) ধর্মবীর, গ) যুদ্ধবীর, ঘ) দয়াবীর। দানে ত্যাগের উৎসাহই দানবীর বীররসের স্থায়িভাব। বৈদিক ধর্মকর্মে উৎসাই ধর্মবীর বীররসের স্থায়িভাব। যুদ্ধে উৎসাহই যুদ্ধবীর বীররসের স্থায়িভাব। আর দুঃখ নাশে বা দয়াতে উৎসাহই দয়াবীর বীররসের স্থায়িভাব।

৬. **ভয়ানক রস** – বিকৃতরব, বিকৃত প্রাণিগণের দর্শন, শিবা, উলূক, ত্রাস, উদ্বেগ, শূন্য আগার, অরণ্যে গমন, স্বজনের বধ-বন্ধন-দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতির বিভাব হতে ভয়ানক রসের উৎপত্তি।[৭] ভয়ানক ত্রিবিধ। যথা – ক) ব্যাজহেতুক, খ) অপরাদ্ধহেতুক, ও গ) বিত্রাসিতক। ব্যাজ বলতে বুঝায় কৃতক বা কৃত্রিম, অপরাদ্ধ অর্থে যারা অপরাধী, বিত্রাসিক বলতে বুঝায় বিশেষরূপে যারা ত্রাস পায়।

৭. **বিভৎস রস** – যার স্থায়ীভাব জুগুপ্সা, তাকে বিভৎস রস বলা হয়।[৮] বিভৎস দ্বিবিধ। যথা – ক) ক্ষোভন বা শুদ্ধ, ও খ) উদ্বেগী বা অশুভ। রুধিরাদি দর্শনজনিত বিভৎস ক্ষোভন, আর বিষ্ঠাকৃমি হচ্ছে উৎপন্ন উদ্বেগী বা অশুভ।

৮. **অদ্ভুত রস** – অদ্ভুদ রস বীর রসের প্রথমে আক্ষিপ্ত অর্থাৎ সূচিত ও উপক্ষিপ্ত হয়েছে। তার চরম পরিণাম অদ্ভুত।[৯] অদ্ভুত রস দ্বিবিধ। যথা – ক) দিব্য ও খ) আনন্দজ। দিব্যজন বা বস্তু (সভা-বিমানাদির) দর্শনে উৎপন্ন হয়। আর মনোরথ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন-হর্ষ হতে অদ্ভুতরস উদ্ভূত হয়।

৯. **শান্ত রস** – যাতে দুঃখ নেই, শেষ নেই, দ্বেষ নেই, মাৎসর্য নেই, যা সর্বভূতে সম তাই শান্ত রস।[১০] সর্বপ্রকার রহিত হলে শান্ত রস চতুর্বিধ। যথা – ক) দয়াবীর খ) দানবীর গ) ধর্মবীর ঘ) দেবতা ববিরণী রতি। এগুলি শান্ত রসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

শৃঙ্গার রসের স্থান

ঊনিশ শতকে বিশ্ব বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী Maslow তাঁর Motivation and Personality গ্রন্থে মানব "জীবনের প্রয়োজনীয়তার উচ্চক্রম"[১১] এর যে তালিকা দিয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান ছিল Sex। যাকে তিনি মানব জীবনের সর্বোচ্চ অপরিহার্য অংশ বলে মনে করেন। Sigmund Freud এর মনস্তত্ত্বও সে পথেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর বিখ্যাত বই Three Essays on the theory of sexualityতে দুটি প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। যথা – Life instinct and Death instinct যেখানে Life instinct বলতে তিনি বুঝিয়েছেন মানুষ যা কিছু করে তাঁর পেছনে আছে যৌন প্রবৃত্তি। যৌন প্রবৃত্তিই মানুষের সব আচরণকে নিয়ন্ত্রন করে। শৃঙ্গারের এই বিশ্লেষণের ভিত্তি যে মানববৃত্তি,তাতে সন্দেহ নেই। প্রবৃত্তিসমূহের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায়-সেগুলো মূলত মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। জীবনের কড়ি-কোমল পর্যায়গুলো শৃঙ্গারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত ।

শৃঙ্গাররস – স্পষ্টত Sex নির্ভর ক্রিয়াকর্ম ও ফলাফলের আস্বাদ্য স্বরূপ, তবে তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ সতত যুক্ত। সেই কারণেই শিল্পের শৃঙ্গার,ব্যবহারিক জীবনের যৌনতা-সর্বস্ব ধর্মকে অতিক্রম করে যায়। তা শারীরিক ভোগে আবদ্ধ থাকে না-মানসিক উপভোগ হয়ে ওঠে। ঠিক এইভাবেই ভরতাদি মনীষী বিষয়টি যদিও পর্যালোচনা করেন নি-তবু যখন 'আদিরস'-এর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, তখন আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে নি। যোনিসম্ভব মানুষ জন্মাবধি যোনিচিহ্নিত এবং আমৃত্যু সেই পরিচয় অতিক্রম করতে পারে না – একেবারে চিতাগ্নিতে সেই চিহ্ন ভস্মীভূত হয়। মানুষমাত্রেই তার নিজস্ব চিহ্নিত শ্রেণী থেকেই জীবনের কড়ি-কোমল সৌন্দর্যকে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো অপ্রত্যক্ষভাবে আত্মায় গ্রহণ করে। এতেই মানুষের সুখ,যা অনির্বচনীয়।

তাই সাহিত্যে সকল রসের আদিভূত শৃঙ্গারের অন্যনাম 'আদিরস'।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্ভোগ-স্পৃহার নামই শৃঙ্গার। শৃঙ্গার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে – শৃঙ্গ+ঋ+অ (অন্)-ক; শৃঙ্গ শব্দের অর্থ – মন্মথের উদ্ভেদ তথা সম্ভোগ-ইচ্ছার উদ্বোধন বা কামের আর্বিভাব । সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে – কামাবির্ভারের হেতু স্বরূপ যে রসের মূল প্রায়ই উত্তম

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির হয়ে থাকে সেই রসকে শৃঙ্গার রস বলা হয়।[১২] কামের উদ্বোধন শৃঙ্গারের হেতু। সহৃদয় সামাজিক রসগ্রাহী এই সম্ভোগ ইচ্ছার উদ্বোধনকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে উপভোগে তৎপর হয়ে থাকে।

শৃঙ্গার তথা আদিরস সাধারণভাবে অশ্লীল হিসেবে চিহ্নিত। শৃঙ্গার নব নব সৃষ্টির প্রস্তাবনা- বিশ্বচরাচরে চলিষ্ণুতাকে যা বজায় রাখে অন্যথায় সৃষ্টি ধ্বংস হত। শৃঙ্গারে বিশ্বগত কল্যাণ নিহিত – তারই মধ্যে সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ তথা সামগ্রিক বিশ্বের জীবন ধারা এবং সৃষ্টিচক্রের অধিষ্ঠান। তাই শৃঙ্গার অশ্লীল নয় – 'শৃঙ্গারাভাস'-এ অশ্লীলতা। প্রকৃত শৃঙ্গারের পরিবর্তে অপ্রকৃত শৃঙ্গার-[যা আসলে ছদ্ম শৃঙ্গার, psudo erotic- নকল শৃঙ্গার] কাব্যে উপস্থিত হয় তখনই তা অসত্য- অতএব অশালীন। মূলত যা রস তা অশ্লীল হতে পারে না-কেননা রস-বস্তু প্রকৃতপক্ষে আনন্দ স্বরূপ। সে আনন্দ ইন্দ্রীয়সুখের নয়- লোকোত্তর বিষয়- চেতনায় পরিব্যপ্ত সংগুপ্ত অভিজ্ঞতা। শৃঙ্গার সতত ও শুচি ও উজ্জ্বল এবং সকল রসের আদিতে তার স্থান- সকল সম্ভাবনাই সেই রসে-তাই তার পরিচয় আদিরস।

অন্যপক্ষে 'শৃঙ্গারাভাসে' [অযথার্থ শৃঙ্গার] অশ্লীলতা দোষ ঘটে। অধম প্রকৃতির নায়ক/নায়িকা তার মূল কারণ। এই ধরণৈর বিপর্যয়ে কাব্যে ছদ্ম-শৃঙ্গার রূপায়িত হয়। রামতর্কবাগীশ টীকায় এই সিদ্ধান্ত অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পরকীয়া শ্রেণীভুক্ত পরোঢ়া নায়িকা কিংবা অনুরাগিণী 'সাধারণী' নায়িকা- শৃঙ্গারাভাসের জন্যে দায়ী । শৃঙ্গাররসে এরা অবশ্য পরিহার্য। শৃঙ্গারের অনুকূল নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে সাহিত্যদর্পণ ও রামতর্কবাগীশের টীকায় নির্দেশ পাওয়া যায় - দক্ষিণ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নায়ক ও উত্তম প্রকৃতির নায়িকা অথবা পরকীয়ার মধ্যে কন্যকা এবং অনুরাগিণী 'সামান্য' নায়িকা [বারবণিতা]-কে শৃঙ্গারের অনুকূল অবলম্বন বলা হয়েছে।

রসের বর্ণবিধানের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন অভিনবগুপ্ত। তাঁর মতে – পূজা ও ধ্যানে রসের বর্ণনির্ণয় প্রয়োজনীয়। অভিনয়কালে চরিত্রের মুখমণ্ডল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অঙ্গরাগ রচনা করতে হবে – সে কাজে রসের বর্ণজ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই। শৃঙ্গারের বর্ণ শ্যাম – কারণ এই বর্ণেই যথার্থ আদিরসের উদ্ভব ঘটে । উজ্জ্বল উদাহরণ প্রেমঘন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলতনু বিগ্রহ। প্রতীচ্যের যৌন-মনস্তত্ত্ব অনুসারেও, অধিকাংশ নরনারী শ্যাম অথবা শ্যামবর্ণাভ নায়ক নায়িকার প্রতি বেশি অনুরাগ ও আকর্ষণ বোধ করে। শৃঙ্গারের দেবতা বিষ্ণু। অভিনবগুপ্ত বিষ্ণু শব্দের অর্থ করেছেন কামদেব। সাহিত্যদর্পণকার এবং অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বিষ্ণুই শৃঙ্গারের দেবতা। এক্ষেত্রে দার্শনিক প্রত্যয়কে ভিত্তি করে ভরতের সিদ্ধান্তকে অবিকৃত রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অভিনবগুপ্ত যখন কামদেবকে নির্দেশ করেন তাতে শৃঙ্গারের জাগতিক প্রত্যয় অধিক ও যথার্থ উপযোগী বলেই প্রতিপন্ন হয়। এক্ষেত্রে লৌকিক ঘটনা থেকে যাত্রা করে, অবশেষে অলৌকিক রসভোগের প্রসঙ্গটি অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্তকে সপ্রমাণ করে। কাব্যে 'দর্শন' থাকে কিন্তু কাব্যে সেই অর্থে দর্শন নয়। কাব্য মানেই জীবন-অন্বিত। জীবনসত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে শৃঙ্গারের দেবতা হিসেবে অভিনবগুপ্তের নির্দেশিত কামদেব যেমন আকর্ষণীয় তেমনি যথার্থ।

শৃঙ্গার রসসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন উজ্জ্বল [পবিত্র অর্থে] বেশ, এবং দর্শনীয়, রমণীয় ও শ্লাঘ্য অর্থে। যেহেতু উজ্জ্বল বা পবিত্র রস তাই তার স্বভাব-ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান অবশ্য কর্তব্য । শৃঙ্গারের অধিষ্ঠান ও অবস্থা উজ্জ্বল। এই অধিষ্ঠান দুটি – বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার এবং সম্ভোগ শৃঙ্গার। শৃঙ্গারের আলম্বন বিভাব উজ্জ্বল । নায়ক-নায়িকা এক্ষেত্রে যৌবনদীপ্ত-পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয়। উদ্দীপন বিভাবও সমুজ্জ্বল। ঋতুরাজ, মলয়, কুহুতান, প্রস্ফুটিত পুষ্পলাবণ্য, পরিমলবাহী মধুকর, সুগন্ধিত কানন বা পরিবেশ, সুবাসিত দেহ, আকর্ষণীয় মধুর বাক্য প্রভৃতি রসের উজ্জ্বলতাকে সিদ্ধ করে। শৃঙ্গারের উজ্জ্বল অনুভব সমূহঃ নয়ন-চাতুরী, কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ, সুকুমার অঙ্গহার প্রদর্শন, ললিত মধুর বাগবিন্যাস সবই উজ্জ্বল।

শৃঙ্গারের ব্যভিচারী ভাব হিসেবে আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সাকে পরিত্যাজ্য বলা হয়েছে- কেননা সেগুলো সম্ভোগ বিরোধী। জুগুপ্সা কিন্তু স্থায়ীভাব-সংশ্লিষ্ট রস বীভৎস। অভিনব গুপ্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন স্থায়ী ভাবগুলো অনেক সময় ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হতে পারে [বরোদা, প্রথম খণ্ড পৃ. ৩০৭] অন্যদিকে শৃঙ্গার পরিপন্থী ব্যভিচারীভাব নির্বেদ ।

এ পর্যায়ে শৃঙ্গার রসের শ্রেণীবিভাগগুলো পর্যালোচনা করলে শৃঙ্গার রসের স্থান সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা প্রতিভাত হবে। কেননা শ্রেণীবিভাগগুলোর মাঝে ফুলের পাপড়ির মত শৃঙ্গারের পরাগ ছড়িয়ে রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে শৃঙ্গার প্রধানত দুই প্রকার। যথা – I. বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, II. সম্ভোগ শৃঙ্গার

I. বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার – বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার অভিনয়ে কার্যকরী-অতএব প্রদর্শনীয়। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের নায়ক-নায়িকা মিলনের জন্য সাতিশয় আগ্রহী কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয় না। এই পর্বে পরস্পরকে তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমে অক্ষম হয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। বিপ্রলম্ভে 'উপভোগের অভাব' অবস্থা সুপ্রকট। এর আবার চারটি স্তর – ক. পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ, খ. মান বিপ্রলম্ভ, গ. প্রবাস বিপ্রলম্ভ, ঘ.

Dhaka University Institutional Repository

করুণ বিপ্রলম্ভ। পূর্বরাগকে শারদাতনয় বলেছেন – অযোগ্য। নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে দেখে বা তার কথা শুনে প্রবল আকর্ষণ বোধ করে, পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিতে থাকে। পূর্বরাগ আবার তিন রকমের – নীলীরাগ, কুসুম্ভরাগ, মঞ্জিষ্ঠারাগ।

ক. পূর্বরাগবিপ্রলম্ভ – শ্রবণ বা দর্শণের ফলে পরস্পরের প্রতি উৎপন্ন নায়ক-নায়িকাগনের পরস্পরকে না পাইলে যে বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয় – তাই পূর্বরাগ বিপ্রলম্ভ বলে কথিত হয়। দূতী, বন্দনাকারী ও সখীর মুখ হতে শ্রবণ। ইন্দ্রজালে, চিত্রে, প্রত্যক্ষে এবং সপ্নে দর্শন হয়। বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পূর্বরাগের দশরকম কামদশার উল্লেখ করেছেন সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ। সেগুলো যথাক্রমে- অভিলাষ-চিন্তা-স্মৃতি-গুণকথন-উদ্বেগ-সপ্রলাপ-উন্মাদ-ব্যাধি-জড়তা-মরণ। এক্ষেত্রে মরণ অবশ্য মৃত্যু নয় অসহনীয় বিরহে মরণোন্মুখ বা মরণের ইচ্ছা।

খ. মানবিপ্রলম্ভ – এর অর্থ 'কোপ' - যা উৎপন্ন হতে পারে প্রণয় অথবা ঈর্ষা থেকে। 'প্রণয়মান' বিনাকারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঈর্ষামান নায়ককে অন্য নারীসঙ্গে দেখে বা সেই রকম শুণে উদ্রিক্ত হয়। এই মান নায়কের হয় না। ঈর্ষামান আবার তিন রকম – উৎস্বপ্নায়িত, ভোগাঙ্ক ও গোত্রস্খলন।

গ. প্রবাস বিপ্রলম্ভ – প্রবাস শব্দের অর্থ নায়ক-নায়িকার ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি। এই পর্বেও এগারো রকম কামদশার কথা উল্লেখ আছে। যথা – অঙ্গের অসৌষ্টব, তাপ, পাণ্ডুতা, কৃশতা, অরুচি, অধৃতি, আনালম্ব, তন্ময়, উন্মাদ, মূর্ছা, স্মৃতি।

ঘ. করুণ বিপ্রলম্ভ – মরণ ঘটতে পারে এই পর্বে। নায়ক বা নায়িকা লোকান্তরিত হয়ে যদি সেই শরীরেই একজন অন্যজনকে ফিরে পাবে এই রকম সম্ভাবনা দেখে- বিহ্বল জীবিতের ব্যাকুলতা ও মরণ থাকতে পারে – কাদম্বরীকে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা পর্ব এই করুণ বিপ্রলম্ভের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শিঙ্গভূপাল অবশ্য মরণের উল্লেখ করেন নি।

II. **সম্ভোগ শৃঙ্গার** – কামই সম্ভোগ, সুখ ভোগের সঙ্কল্প যেখানে সফল হয়ে থাকে, তাই 'কাম' নামে পরিচিত। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে – চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি বহু ভেদবশতঃ সংখ্যা নির্ণয়ে অসামর্থ্য হেতু পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হয়েছে যে এই সম্ভোগ শৃঙ্গার রস একটিই। ইহাতে থাকে ষড়ঋতু, চন্দ্রসূর্য, তাদের উদয়, অস্ত, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, মধুপান, যামিনী প্রভৃতি;

Dhaka University Institutional Repository

অনুলোপন, ভূষণ প্রভৃতি; অন্য যা কিছু নির্মল ও পবিত্র এবং তজ্জন্য ভরত বলেছেন – জগতে যা কিছু পবিত্র, নির্মল, উজ্জল বা দর্শনীয় তা শৃঙ্গারের নিমিত্ত উপস্থাপন করা যায়। সম্ভোগ শৃঙ্গারের চারটি ভাগ, যথা – (ক) মিত সম্ভোগ (খ) সঙ্কর সম্ভোগ, (গ) সম্পন্ন সম্ভোগ (ঘ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

(ক) মিত সম্ভোগ – মিত সম্ভোগের অন্য নাম পালন সম্ভোগ। যুবক নায়ক ও যুবতী নায়িকা পরস্পরের প্রতি ভোগানুকুল উপচার প্রয়োগ পূর্বক প্রথম লজ্জা-ভয় প্রভৃতি কারণে পরিমিতভাবে ভোগ করে থাকেন, তাকে মিত সম্ভোগ বলে।

(খ) সঙ্কর সম্ভোগ – সঙ্কর সম্ভোগের অপর নাম কৌটিল্য, – মানের পরভাবী এই সম্ভোগে নায়িকা সম্ভোগকালে অন্তরের কৌটিল্যকে পোষণ করে। কখনো কখনো নায়িকার চিত্তে প্রসন্নতা সত্ত্বেও নায়কের পূর্বকৃত শঠতা স্মরণে মধ্যে মধ্যে যে কোপের উদ্রেক হয়, তার ফলে নায়িকার অন্তরে প্রসাদ ও কোপ মিশ্রভাবে স্ফুরিত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় যে সম্ভোগ সম্ভব হয় , তা 'সঙ্কর সম্ভোগ'।

(গ) সম্পন্ন সম্ভোগ – সম্পন্ন সম্ভোগ প্রবাস বিপ্রলম্ভের পরভাবী। এই সম্ভোগের অন্যনাম ভোজন। উৎকৃষ্ট ভোজনে যে তৃপ্তি, প্রবাস শেষের এই শিলনে সেই সুখভোগ হয়। অপরপক্ষে প্রবাস হতে প্রত্যাগত সম্পন্নকাম (পূর্ণকাম) নায়ক/নায়িকার পরস্পর উপভোগের নাম সম্পন্ন সম্ভোগ।

(ঘ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ – সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ করুণ বিপ্রলম্ভের পরভাবী যখন নায়ক-নায়িকা পরস্পরের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতায় প্রণয় উপভোগ করে। মৃতের প্রত্যুজ্জীবন জনিত হর্ষবশে অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নানা উদ্দীপনাহেতু অতিশয় উদ্দীপ্ত যে সম্ভোগ তার নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

উপর্যুক্ত শৃঙ্গার রসের শ্রেণীবিভাগগুলো শৃঙ্গার রসের সঠিক ধারণার নিয়ামক। তাই বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মত সংস্কৃত সাহিত্যেও শৃঙ্গার রসের স্থান বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশঃ

১. বিভাবেনাভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতনাম্ ॥১
প্রাগুক্ত, সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ৮৩

২. প্রাগুক্ত, সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ২০৮

৩. বিপ্রলম্ভোহথ সংভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ ।

Dhaka University Institutional Repository

সীৎকৃতান্যশৃণুতাং বিশঙ্কয়োর্যৎ প্রতিষ্ঠিতরতিস্মরার্চয়োঃ ।

জালকৈরপবরান্তরেঽপি তৌ ত্যাজিতৈঃ কপটকুড্যতাং নিশি ॥১৮॥

রাতে গবাক্ষের ছদ্ম দেওয়াল সরিয়ে ফেলা হত, সেখানে রতি ও কামদেবের প্রতিমা প্রাণপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শঙ্কাহীন অবস্থায় সম্ভোগকালীন শব্দ করলে অন্য ঘরে থেকেও তাঁরা দুজন গবাক্ষপথে তা শুনতে পেতেন ॥১৮॥

ভিত্তিচিত্রলিখিতাখিলক্রমা যত্র তস্থুরিতিহাসসংকথাঃ ।

পদ্মনন্দনসুতারিরংসুতামন্দসাহসহসন্ মনোভুবঃ ॥২০॥

ব্রহ্মার পক্ষে নিজের কন্যাকে রমণ করার ইচ্ছারূপে যে অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ, তাতে কামদেব হাসতে থাকেন – এই পৌরাণিক কথা সেখানে বিস্তৃতভাবে ভিত্তিভূমির গাত্রে চিত্রে লিখিত ছিল ॥২০॥

গৌরভানুগুরুগেহিনীস্মরোদ্বৃত্তভাবমিতিদ্বৃত্তমাশ্রিতাঃ ।

রেজিরে যদজিরেঽভিনীতিভির্নাটিকা ভরতভারতীসুধা ॥২৩॥

গুরু বৃহস্পতির স্ত্রী অর্থাৎ তারাদের সম্বন্ধে চাঁদের যে কামঘটিত অনাচার, সেই ইতিবৃত্ত অবলম্বনে ভরতমুনির বাক্যসুধাস্বরূপ নাটিকা অভিনয়ের মাধ্যমে তার অঙ্গনে বিরাজ করেছিল ॥২৩॥

অত্রি ভানুভুবি দাশদারিকাং যচ্চরঃ পরিচরন্তমুজ্জগৌ ।

কালদেশবিষয়াসহাৎ স্মরাদুৎসুকং শুকপিতামহং শুকঃ ॥২৫॥

স্থান, কাল ও পাত্র বিচার সহ্য করে না, এমন কামের ফলে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুক-পিতামহ পরাশর দিনের বেলায় যমুনাস্থলে কৈবর্তকন্যাকে রমণ করেছিলেন। শুকপাখি সেখানে বিচরণ করতে করতে জোর গলায় তাঁর প্রসঙ্গ বলছিল ॥২৫॥

Dhaka University Institutional Repository

নীতমেব করলভ্যপারতামপ্রতীর্য মুনয়স্তপোর্ণবম্ ।
অপ্সরঃকুচঘটাবলম্বনাৎ স্থায়িনঃ ক্বচন যত্র চিত্রগাঃ ॥২৬॥

হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে এমন তপস্যার সমুদ্র পার না হয়ে অপ্সরাদের স্তনকুম্ভ অবলম্বন করার ফলে স্থির হয়েছেন – এমন ভাবে সেখানে কোথাও মুনিরা চিত্রিত হয়েছিলেন॥২৬॥

স্বামিনা চ বহতা চগ্তং ময়া স স্মরঃ সুরতবর্জনাজ্জিতঃ ।
যোঽয়মীদৃগিতি নৃত্যতে স্ম যৎ কেকিনা মুরজনিস্বনৈর্ঘনৈঃ ॥২৭॥

'যে কামদেব এমন, আমার প্রভু কার্তিকেয় ও তাঁর বাহন আমি কামক্রীড়া বর্জনের মাধ্যমে তাঁকে জয় করেছি'- এইভাবে সেখানে ময়ূর গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনির প্রভাবে নাচ্ছিল ॥২৭॥

যত্র বীক্ষ্য নলভীমসম্ভবে মুহ্যতে রতিরতীশয়োরপি ।
স্পর্ধয়েব জয়তোর্জয়ায় তে কামকামরমণীবভূবতুঃ ॥২৮॥

বিজয়ী রতি এবং কামদেবও নল-দময়ন্তীকে দেখে মোহগ্রস্থ হচ্ছেন। যেন স্পর্ধাবশে তাঁদেরও জয় করার জন্যে সেখানে তাঁরা দুজন কামদেব ও কামদেবের রমণসঙ্গিণী হয়ে উঠেছিলেন ॥২৮॥

তত্র সৌধসুরভূধরে যয়োরাবিরাসুরথ কামকেলয়ঃ ।
যে মহাকবিভিরপ্যবীক্ষিতাঃ পাংসুলাভিরপি যে ন শিক্ষিতাঃ ॥২৯॥

তারপর সেই সৌধস্বরূপ দেবপর্বতে অর্থাৎ মেরুপর্বতে তাঁদের দুজনের এমন সব কামক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল, যা মহাকবিদেরও জ্ঞানের অগোচরে যা স্বৈরিনীরাও শেখেন নি ॥২৯॥

কেবলং ন খলু ভীমনন্দিনী দূরমত্রপত নৈষধং প্রতি ।
ভীমজাহৃদি জিতঃ স্ত্রিয়া হ্রিয়া মন্মথোঽপি নিয়তং স লজ্জিতঃ ॥৩৬॥

নৈষধকে উপলক্ষ করে কেবল ভীমরাজকন্যা অত্যন্ত লজ্জা পেলেন তাই নয়, ভীমরাজকন্যার হৃদয়ে লজ্জাস্বরূপ স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়ে প্রসিদ্ধ কামও বহুক্ষণ লজ্জা পেলেন ॥৩৬॥

Dhaka University Institutional Repository

সন্নিধাবপি নিজে নিবেশিতামালিভিঃ কুসুমশস্ত্রশাস্ত্রবিৎ।
আনয়দ্ব্যবধিমানিব প্রিয়ামঙ্কপালিবলয়েন সন্নিধিম্ ॥৪০॥

সখীদের সাহায্যে নিজের কাছে আনিয়েও কামশাস্ত্রজ্ঞানী নল দূরবর্তী ব্যক্তির মতো প্রেয়সীকে 'অঙ্কপালি'-নামে বলয়াকার আলিঙ্গনে কাছে টানলেন ॥৪০॥

প্রাগচুম্বদলিকে হ্রিয়ানতাং তাং ক্রমাদ্দরনতাং কপোলয়োঃ।
তেন বিশ্বসিতমানসাং ঝটিত্যাননে স পরিচুম্ব্য সিস্মিয়ে ॥৪১॥

সেই লজ্জানতাকে প্রথমে কপালে ও ক্রমে অল্পানতমুখীকে দুটি কপোলে চুম্বন দিলেন, ফলে তাঁর মনে সাহস জন্মালে তাঁর মুখে দ্রুত চুম্বন দিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন ॥৪১॥

লজ্জয়া প্রথমমেত্য হুংকৃতঃ সাধ্বসেন বলিনাথ তর্জিতঃ।
কিঞ্চিদুচ্ছ্বসিত এব তদ্ধৃদি ন্যগ্বভূব পুনরর্ভকঃ স্মরঃ ॥৪২॥

তাঁর হৃদয়ে নবজাত কাম কিছুটা উচ্ছ্বসিত হল। কিন্তু প্রথমে লজ্জা এসে হুঙ্কার করল ও পরে প্রবল ভয় ভর্ৎসনা করায় আবার তা সঙ্কুচিত হল ॥৪২॥

বল্লভস্য ভুজয়োঃ স্মরোৎসবে দিৎসতোঃ প্রসভমঙ্কপালিকাম্।
এককশ্চিরমরোধি বালয়া তল্পযন্ত্রণনিরন্তরালয়া ॥৪৩॥

রমণক্রীড়ায় প্রিয়ের হাতদুটি সবলে 'অঙ্কপালিকা' দিতে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছুক। বিছানা ঘেঁষে থেকে জায়গা না দিয়ে সেই বালিকা তার মধ্যে এক একটি বাহুকে বহুক্ষণ আটকালেন ॥৪৩॥

হারচারিমবিলোকনে মৃষা কৌতুকং কিমপি নাটয়ন্নয়ম্ ।
কণ্ঠমূলমদসীয়মস্পৃশৎ পাণিনোপকুচধাবিনা ধবঃ ॥৪৪॥

হারের সৌন্দর্য লক্ষ্য করার ব্যাপারে কিছু একটা মিথ্যা অভিনয় করতে করতে এই স্বামী স্তনের কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে এমন হাত দিয়ে তাঁর কণ্ঠমূল স্পর্শ করলেন ॥৪৪॥

Dhaka University Institutional Repository

যত্ত্বয়াস্মি সদসি স্রজাঞ্চিতস্তন্ময়াপি ভবদর্হণার্হতি।

ইত্যুদীর্য নিজ হারমর্পয়ন্নস্পৃশৎ স তদুরোজকোরকৌ ॥৪৫॥

যেহেতু সভার মধ্যে তুমি আমাকে মালা দিয়ে সম্মানিত করেছ, তাই আমারও তোমাকে সম্মান করা উচিত – এই বলে তিনি নিজের হার পরিয়ে দিতে দিতে তাঁর বক্ষের কোরক অর্থাৎ স্তন দুটি স্পর্শ করলেন ॥৪৫॥

নীবিসীম্নি নিহিতং স নিদ্রয়া সুভ্রুবো নিশি নিষিদ্ধসংবিদঃ।

কম্পিতং শয়মপাস যন্নয়ং দোলনৈর্জনিতবোধয়াঽনয়া ॥৪৬॥

রাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন থাকাকালীন সেই সুন্দরীর কটিদেশের বস্ত্রে কম্পিত হাত রাখলে কম্পনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হলে ইনি গিয়েই তা সরিয়ে নিলেন ॥৪৬॥

স প্রিয়োরুযুগকঞ্চুকাংশুকে ন্যস্য দৃষ্টিমথ সিস্মিয়ে নৃপঃ।

আববার তদথাম্বরাঞ্চলৈঃ সা নিরাবৃতিরিব ত্রপাবৃতা ॥৪৭॥

সেই রাজা প্রিয়ার দুটি উরুর বসনে চোখ রেখে তার পর স্মিত হাসলেন। তখন, যেন নগ্ন হয়ে আছেন এইভাবে লজ্জিত হয়ে তিনি বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে সেই জায়গাটি ঢাকা দিলেন ॥৪৭॥

বুদ্ধিমান্ ব্যধিত তাং ক্রমাদয়ং কিঞ্চিদিত্থমপনীতসাধ্বসাম্ ।

কিঞ্চ তন্মনসি চিত্তজন্মনা হ্রীরনামি ধনুষা সমং মনাক্ ॥৪৮॥

এই চতুর স্বামী ক্রমশ এই ভাবে তাঁকে কিছুটা ভয়শূন্য করে তুললেন। তাছাড়া, তাঁর মনে কামের কর্তৃত্বে তাঁর ধনুকের সঙ্গে লজ্জা কিছুটা নুইয়ে এল অর্থাৎ কমে গেল ॥৪৮॥

বীক্ষ্য ভীমতনয়াস্তনদ্বয়ং মগ্নহারমণিমুদ্রয়াঙ্কিতম্ ।

সোঢ়কান্তপরিরম্ভগাঢ়তা সান্বমায়ি সুমুখী সখীজনৈঃ ॥৫০॥

ভীমরাজকন্যার স্তনদুটি পিষ্ট হারের মণিমুদ্রায় চিহ্নিত হয়েছে দেখে সখীরা অনুমান করলেন যে, এই সুন্দরী স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গন উপভোগ করেছেন ॥৫০॥

Dhaka University Institutional Repository

যাচতে স্ম পরিধাপিকাঃ সখীঃ সা স্বনীবিনিবিড়ক্রিয়াং যদা।
অন্বমিম্বত তদা বিহস্য তা বৃত্তমত্র পতিপাণিচাপলম্ ॥৫১॥

যে সখীরা কাপড় পরিয়ে দেন তাঁদের যখন তিনি কটিবন্ধন দৃঢ় করতে বললেন, তখন তাঁরা হেসে অনুমান করলেন যে এক্ষেত্রে স্বামীর চঞ্চল হাতের ব্যাপার ঘটেছে ॥৫১॥

বাসরে বিরহনিঃসহা নিশাং কান্তসঙ্গময়ং সমৈহত।
সা হ্রিয়া নিশি পুনর্দিনোদয়ং বাঞ্ছতি স্ম পতিকেলিলজ্জিতা ॥৫৫॥

দিনের বেলায় বিরহ সহ্য করতে না পেরে তিনি প্রিয়মিলনের সময় রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করলেন। আবার রাত্রে স্বামীর কামক্রীড়ায় লজ্জিত হয়ে, স্বাভাবিক লজ্জাবশে তিনি দিনের আবির্ভাব কামনা করলেন ॥৫৫॥

যেন তন্মদনবহ্নিনা স্থিতং হ্রীমহৌষধিনিরুদ্ধশক্তিনা। 449938
সিদ্ধিমদ্ভিরুদতেজি তৈঃ পুনঃ স প্রিয়প্রিয়বচোভিমন্ত্রণৈঃ ॥৫৭॥

তাঁর কামাগ্নির যে-শক্তি লজ্জার মহৌষধির বলে অবরুদ্ধ ছিল, প্রিয়তমের কার্যকর সেই প্রিয়ভাষণের মন্ত্র তা উদ্দীপ্ত হল ॥৫৭॥

যদ্বিধূয় দয়িতার্পিতং করং দোর্দ্বয়েন পিদধে কুচৌ দৃঢ়ম্ ।
পার্শ্বগং প্রিয়মপাস্য সা হ্রিয়া তং হৃদিস্থিতমিবালিলিঙ্গ তৎ ॥৫৮॥

প্রিয়তমের দেওয়া হাতদুটিকে সরিয়ে তিনি যে নিজের দুহাত দিয়ে দুটি স্তন দৃঢ়ভাবে ঢাকলেন, তাতে পার্শ্ববর্তী প্রিয়তমকে লজ্জায় সরিয়ে দিয়ে তিনি হৃদয়ে বিরাজমান সেই প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করলেন ॥৫৮॥

অন্যদস্মি ভবতীং ন যাচিতা বারমেকমধরং ধয়ামি তে ।
ইত্যসিস্বদদুপাংশকাকুবাক্ সোপমর্দহঠবৃত্তিরেব তম্ ॥৫৯॥

'তোমার কাছে আর কিছু চাইছি না, শুধু একবার তোমার অধর চুম্বন করছি' – এইভাবে অস্ফুট শব্দ করে তিনি সবল উপমর্দনের সঙ্গেই তা আস্বাদন করলেন॥৫৯॥

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পীততাবকমুখাসবোঽধুনা ভৃত্য এষ নিজকৃত্যমর্হতি।

তৎ করোমি ভবদূরুমিত্যসৌ তত্র সংন্যধিত পাণিপল্লবম্ ॥৬০॥

তোমার মুখের মদ্য পান করেছি। এখন এই ভৃত্যের নিজের কাজ করা উচিত। তাই তোমার উরু টিপে দিচ্ছি। – এইভাবে তিনি তাতে করপল্লব রাখলেন ॥৬০॥

চুম্বনাদিষু বভূব নাম কিং তদ্বৃথা ভিয়মিহাপি মা কৃথাঃ।

ইত্যুদীর্য রসনাবলিব্যয়ং নির্মমে মৃগদৃশোঽয়মাদিমম্ ॥৬১॥

'চুম্বন প্রভৃতিতে কিছু কি হয়েছে? তাই এ বিষয়েও বৃথা ভয় পেও না ।' – এই বলে তিনি প্রথমবার সেই হরিণনয়নার কটিদেশের বসনের বন্ধন খুলে ফেললেন ॥৬১॥

অস্তিবাম্যভরমস্তিকৌতুকং সাস্তিঘর্মজমস্তিবেপথু।

অস্তিভীতি রতমস্তিবাঞ্ছিতং প্রাপদস্তিসুখমস্তিপীড়নম্ ॥৬২॥

রমণী রমণ অনুভব করলেন। তাতে (প্রাথমিক) বাধাদান আছে, বিস্ময় আছে, ঘর্মজল আছে, কম্পন আছে, ভয় আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ আছে, পীড়ন আছে ॥৬২॥

বাহুবজ্রজঘনস্তনাঞ্চিতদ্বন্দ্বগন্ধরতসংগতানতীঃ।

ইচ্ছুরুৎসুকজনে দিনেঽস্মি তে বীক্ষিতেতি সমকেতি তেন সা ॥৬৫॥

দিনে লোক যখন কর্মব্যাস্ত, তখন তিনি প্রিয়কে দেখে ইঙ্গিত করলেন – তোমার বাহুর বন্ধন, মুখের সৌরভ, নিতম্বের চাপ, স্তনের আলিঙ্গন, পায়ের নম্রতা ভোগ করতে ইচ্ছুক আছি ॥৬৫॥

প্রাতরাত্মশয়নাদ্বিনির্যতীং সংনিরুধ্য যদসাধ্যমন্যদা।

তন্মুখার্পণমুখং সুখং ভুবো জম্ভজিৎ ক্ষিতিশচীমচীকরৎ ॥৬৬॥

সকালে নিজের শয্যা ত্যাগ করে বাইরে যাওয়ার সময় পৃথিবীর ইন্দ্র পৃথিবীর শচীকে চুম্বন থেকে শুরু করে রমণের যে-সুখ দিতে প্রবৃত্ত করলেন, অন্য সময়ে তা অসাধ্য ॥৬৬॥

Dhaka University Institutional Repository

নায়কস্য শয়নাদহর্মুখে নির্গতা মুদমুদীক্ষ্য সুভ্রুবাম্ ।
আত্মনা নিজনবস্মরোৎসবস্মারিণীয়মহ্নণীয়ত স্বয়ম্ ॥৬৭॥

সকালে নায়কের বিছানা থেকে বাইরে গিয়ে সুন্দরীদের আনন্দ লক্ষ্য করে নিজের অভিনব রমণক্রীড়া স্মরণ করে ইনি নিজে নিজেই লজ্জা পেলেন ॥৬৭॥

চুম্বিতং ন মুখমাচকর্ষ যৎপত্যুরন্তরমৃতং ববর্ষ তৎ ।
সা নুনোদ ন ভুজং তদর্পিতং তেন তস্য কিমভুন্ন তর্পিতম্ ॥৭০॥

চুম্বনকালে দময়ন্তী যে আর মুখ সরিয়ে নিলেন না, তা স্বামীর হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করল। স্তনস্পর্শ করলেও সেই রমণী তা যে সরিয়ে দিলেন না, তাতে তাঁর কী না তৃপ্ত হল? ॥৭০॥

নীতয়োঃ স্তনপিধানতাং তয়া দাতুমাপ ভুজয়োঃ করং পরম্ ।
বীতবাহুনি ততো হৃদংশুকে কেবলেঽপ্যথ স তৎকুচদ্বয়ে ॥৭১॥

তিনি হাত দুটিকে স্তনের আচ্ছাদন করে ফেললে সেই নল কেবল হাত দুটির উপর হাত দিতে পারলেন, তারপর হাত সরিয়ে দিয়ে শুধু বুকের কাপড়ে এবং তারও পরে তাঁর দুটি স্তনে হাত দিতে পারলেন ॥৭১॥

স প্রসহ্য হৃদয়াপবারকং হর্তুমক্ষমত সুভ্রুবো বহিঃ।
ব্রীময়ং তু ন তদীয়মান্তরং তদ্বিনেতুমভবৎ প্রভুঃ প্রভুঃ ॥৭৩॥

সুন্দরীর বুক ঢেকে রেখেছে যে-বহিরাবরণ, সেটি স্বামী সজোরে কেড়ে নিতে পারলেন, কিন্তু তাঁর সেই লজ্জারূপ অন্তর্বাস সরাতে পারলেন না ॥৭৩॥

সা স্মরেণ বলিনাঽপ্যহাপিতা ব্রীক্ষমে ভৃশমশোভতাবলা।
ভাতি চাপি বসনং বিনা নতু ব্রীড়ধৈর্যপরিবর্জনৈর্জনঃ ॥৭৪॥

Dhaka University Institutional Repository

তিনি অবলা, বলবান হয়েও কাম তাঁকে লজ্জা ও ধৈর্য ত্যাগ করাতে পারল না। বিনা বসনেও মানুষ শোভাপায়, কিন্তু লজ্জা ও ধৈর্যহীন হয়ে শোভা পায়না ॥৭৪॥

যা শিরোবিধুতিরাহ নেতি তে সা ময়া ন কিমিয়ং সমাকলি।
তন্নিষেধসমসংখ্যতা বিধিং ব্যক্তমেব তব বক্তি বাঞ্ছিতম্ ॥৭৬॥

তুমি মাথা নেড়ে যে 'না' বলছ, এটা যে কী তা আর আমি বুঝিনি ? এক জোড়া নিষেধ স্পষ্টভাবেই তোমার কাঙ্ক্ষিত রমণ- কার্যের কথা বলছে ॥৭৬॥

ন স্থলী ন জলধির্ন কাননং নাদ্রিভূর্ন বিষয়ো ন বিষ্টপম্ ।
ক্রীড়িতা ন সহ যত্র তেন সা সা বিধৈব ন যয়া যয়া ন বা ॥৮৪॥

এমন কোনো স্থল নেই, জলাশয় নেই, বন নেই, পাহাড় নেই, ভুবন নেই, যেখানে তাঁর সঙ্গে তিনি রমণ করলেন না, অথবা এমন কোনো প্রণালী নেই, যা যা দিয়ে তিনি রমণ করলেন না ॥৮৪॥

চুম্বসেঽয়ময়মঙ্ক্যসে নখৈঃ শ্লিষ্যসেঽরময়মর্প্যসে হৃদি।
নো পুনর্ন করবাণি তে গিরঃ হুং ত্যজ ত্যজ ইবাস্মি কিংকরা ॥৯০॥
ইত্যলীকরতকাতরা প্রিয়ং বিপ্রলভ্য সুরতে হ্রিয়ং চ সা।
চুম্বনাদি বিততার মায়িনী কিং বিদগ্ধমনসামগোচরঃ॥৯১॥

এই তোমাকে চুম্বন করছি, এই তোমাকে নখ দিয়ে চিহ্নিত করছি, এই তোমাকে আলিঙ্গন করছি, এই তোমাকে বুকে নিয়েছি, তোমার কথা পালন করব না তা নয়, হুঁ ছাড়ো ছাড়ো, তোমার দাসী আমি- এইভাবে পরিহাস-রমণে কাতর হয়ে সম্ভোগে প্রিয়কে ও লজ্জাকে ছলনা করে সেই মায়াময়ী চুম্বন ইত্যাদি দিলেন। যাঁদের মন চতুর তাঁদের কী অগোচরে থাকে ? ॥৯০-৯১॥

যদ্ভ্রুবৌ কুটিলিতে তয়া রতে মন্মথেন তদনামি কামুকম।
যত্তু হুংহুমিতি সা তদা ব্যধাত্তৎ স্মরস্য শরমুক্তিহুংকৃতম্ ॥৯৩॥

রতিকালে সেই দময়ন্তী যে ভ্রূভঙ্গী করেছিলেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে কামদেব ধনুক বাঁকিয়েছিলেন, আর তখন তিনি যে 'হুম্' 'হুম্' এইভাবে শব্দ করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে কামদেবের তীর নিক্ষেপের 'হুম্' শব্দ ॥৯৩॥

Dhaka University Institutional Repository

সা শশাক পরিরম্ভদায়িনী গাহিতুং বৃহদুরঃ প্রিয়স্য ন।
চক্ষমে চ স ন ভঙ্গুরভ্রুবস্তুঙ্গপীনকুচদূরতাং গতম্ ॥৯৫॥

আলিঙ্গন করেও তিনি প্রিয়ের বিশাল বক্ষ জড়িয়ে ধরতে পারলেন না। সেই নলও ভ্রূভঙ্গী বিশিষ্ট রমণীর বক্ষ জড়িয়ে ধরতে সমর্থ হলেন না, কারণ উন্নত ও সুস্পষ্ট পয়োধরে তা দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল ॥৯৫॥

বাহুবল্লিপরিরম্ভমণ্ডলী যা পরস্পরমপীড়য়ত্তয়োঃ।
আস্ত হেমনলিনীমৃণালজঃ পাশ এব হৃদয়েশয়স্য সঃ ॥৯৬॥

তাঁদের দুজনের বাহুলতার আলিঙ্গনের যে বেষ্টনী পরস্পরকে নিবিড়ভাবে পীড়া দিল তা স্বর্ণপদ্মের মৃণাল দিয়ে তৈরি কামদেবের পাশই হয়ে উঠল ॥৯৬॥

বল্লভেন পরিরম্ভপীড়িতৌ প্রেয়সীহৃদি কুচাববাপতুঃ।
কেলতীমদনয়োরুপাশ্রয়ে তত্র বৃত্তমিলিতোপধানতাম্ ॥৯৭॥

প্রিয়ের আলিঙ্গনে পীড়িত হয়ে প্রেয়সীর বুকে স্তনদুটি রতি ও মদনদেবের সেই বিশ্রামস্থানে গোলাকার সম্মিলিত উপাধানের স্বরূপ লাভ করল ॥৯৭॥

ভীমজোরুযুগলং নলার্পিতৈঃ পাণিজস্য মৃদুভিঃ পদৈর্বভৌ।
তৎপ্রশস্তি রতিকাময়োর্জয়স্তম্ভযুগ্মমিব শাতকুম্ভজম্ ॥৯৮॥

নলের হাতের নখের মৃদু চাপজনিত দাগের জন্য দময়ন্তীর উরুদুটি রতি ও কামদেবের যশের প্রশস্তিস্বরূপ যেন স্বর্ণনির্মিত এক জোড়া জয়স্তম্ভ হয়ে শোভা পেল ॥৯৮॥

বহ্বমানি বিধিনাপি তাবকং নাভিমূরুযুগমন্তরাঙ্গকম্ ।
স ব্যধাদধিকবর্ণকৈরিদং কাঞ্চনৈর্ষদিতি তাং পুরাহ সঃ ॥৯৯॥

তোমার নাভি ও উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গটিকে বিধাতাও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন; কারণ, অত্যধিক গৌরবর্ণ সোনা দিয়ে এটিকে তিনি নির্মাণ করেছেন। সেই নল তাকে এই কথা বললেন ॥৯৯॥

Dhaka University Institutional Repository

পীড়নায় মৃদুনী বিগাহ্য তৌ কান্তপাণিনলিনে স্পৃহাবতী।
তৎকুচৌ কলশপীননিষ্ঠুরৌ হারহাসবিহতে বিতেনতুঃ ॥১০০॥

প্রিয়ের মর্দনাকাঙ্ক্ষী কোমল দুটি করপদ্মকে কলসের মতো সুডৌল ও কঠিন তার দুটি স্তন হারের প্রভায় আচ্ছন্ন করল ॥১০০॥

যৌ কুরঙ্গমদকুঙ্কুমাঞ্চিতৌ নীললোহিতরুচৌ বধূকুচৌ ।
স প্রিয়োরসি তয়োঃ স্বয়ংভূবোরাচচার নখকিংশুকার্চনম্ ॥১০১॥

বধূর যে স্তন দুটি কস্তুরি ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত এবং নীল ও রক্ত বর্ণ হয়ে আছে প্রিয়ার বুকে স্বয়ং সৃষ্ট সেইদুটিকে নখরূপ পলাশফুল দিয়ে তিনি অর্চনা করলেন ॥১০১॥

পূগভাগবহুতাকষায়িতৈর্বাসিতৈরুদয়ভাস্করেণ তৌ।
চক্রতুর্নির্ধুবনেঽধরামৃতৈস্তত্র সাধু মধুপানবিভ্রমম্ ॥১০৩॥

সুপুরির ভাগ বেশি হওয়ায় কষায় আস্বাদ হয়েছে, উদয়ভাস্কর নামে কর্পূরে সুরভিত হয়েছে, - পরস্পরের অধরের এমন অমৃতের ফলে সেই রতিক্রিয়ায় তারা দুজন উত্তমরূপে মদ্যপানে বিলাস অনুভব করলেন (অথবা মদ্যপানজনিত উন্মত্ততা প্রকাশ করলেন) ॥১০৩॥

আহ নাথবদনস্য চুম্বতঃ সা স্ম শীতকরতামনক্ষরম্।
সীৎকৃতানি সুদতী বিতন্বতী সত্ত্বদত্তপৃথূবেপথূস্তদা ॥১০৪॥

তারপর সেই সুন্দরী অস্ফুট 'সীৎ' শব্দ করতে করতে সাত্ত্বিকভাবের বশে প্রবল কম্প অনুভব করে বর্ণ উচ্চারণ না করে বোঝালেন যে, প্রিয়ের চুম্বনরত মুখটি শীতের হেতু।

চুম্বনায় কলিতপ্রিয়াকুচং বীরসেনসুতবক্ত্রমণ্ডলম্ ।
প্রাপ ভর্তুমমৃতৈঃ সুধাংশুনা সক্তহাটকঘটেন মিত্রতাম্ ॥১০৫॥

বীরসেনপুত্র নলের মুখমণ্ডলটি চুম্বনের জন্য প্রেয়সীর স্তন স্পর্শ করে সেই চাঁদের সাথে সাদৃশ্য লাভ করেছিল, যা অমৃতদিয়ে পূর্ণ করার জন্যে সোনার দুটি কলসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ॥১০৫॥

Dhaka University Institutional Repository

বীক্ষ্য বীক্ষ্য পুনরৈক্ষি সা মুদা পর্যরম্ভি পরিরভ্য চ্যসকৃৎ।
চুম্বিতা পুনরচুম্বি চাদরাত্নৃপ্তিরাপি ন কথঞ্চনাপি চ ॥১০৬॥

দেখে দেখেও তিনি সেই সুন্দরীকে আবার আনন্দের সঙ্গে দেখলেন, বারবার আলিঙ্গন করেও আবার আলিঙ্গন করলেন, আদরে বার বার চুম্বন করেও আবার চুম্বন করলেন এবং তবুও কিছুতেই তৃপ্তি পেলেন না ॥১০৬॥

ছিন্নমপ্যতনু হারমণ্ডলং মুগ্ধয়া সুরতলাস্যকেলিভিঃ।
ন ব্যতর্কি সুদৃশা চিরাদপি স্বেদবিন্দুকিতবক্ষসা হৃদি ॥১০৭॥

তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলেও তিনি মোহগ্রস্ত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর বক্ষ ঘর্ম বিন্দুতে চিহ্নিত ছিল। তাই নানা রতিক্রিয়ার ফলে তার বক্ষে দীর্ঘ হারটি ছিঁড়ে গেলেও বহুক্ষণ পরও তিনি তা বুঝতে পারলেন না ॥১০৭॥

একবৃত্তিরপি মৌক্তিকাবলিশ্ছিন্নহারবিততৌ তদা তয়োঃ।
ছায়য়াঽন্যহৃদয়ে বিভূষণং শ্রান্তিবারিভরভাবিতেঽভবৎ ॥১০৯॥

মুক্তার হার তাঁদের দুজনের মধ্যে এক জনের থাকলেও অন্য যাঁর ভৈমীর হার ছিঁড়ে গিয়েছে, তাঁর বুকের পরিশ্রম জনিত ঘর্ম জলে পরিপূর্ণ হওয়ায় তাতে প্রতিবিম্ব হয়ে ওই হারটিই সেখানে তখন অলঙ্কার হয়ে উঠল ॥১০৯॥

বামপাদতললুপ্তমন্মথশ্রীমদেন মুখবীক্ষিণানিশম্ ।
ভুজ্যমাননবযৌবনামুনা পারসীমনি চচার সা মুদাম॥১১০॥

কামদেবের সৌন্দর্যের গর্ব যাঁর পায়ের তলায় লোপ পেয়েছে, সেই নল দিনরাত মুখ দেখতে দেখতে তাঁর নবীন যৌবন ভোগ করলে সেই দময়ন্তী আনন্দে পরাকাষ্ঠা লাভ করলেন ॥১১০॥

আন্তরানপি তদঙ্গসংগমৈস্তর্পিতানবয়বানমন্যত।
নেত্রয়োরমৃতসারপারণাং তদ্বিলোকনমচিন্তয়ন্নলঃ॥১১১॥

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অঙ্গস্পর্শে নল নিজের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে তৃপ্ত মনে করলেন এবং তাঁর দিকে দৃষ্টিপাতকে নিজের দুটি চোখের পক্ষে অমৃতের সার ভাগের তৃপ্তি বিধান বলে বুঝলেন ॥১১১॥

ভূষণৈরতুষদাশ্রিতৈঃ প্রিয়াং প্রাগথ ব্যষদদেষ ভাবয়ন্ ।
তৈরভাবি কিয়দঙ্গদর্শনে যৎপিধানময়বিঘ্নকারিভিঃ॥১১২॥

প্রিয়ার অলঙ্কার সজ্জায় ইনিই প্রথমে খুশি হলেন তারপর এই ভেবে বিষণ্ন হলেন যে সেগুলি তার কোন কোন অঙ্গ দেখার ব্যাপারে আচ্ছাদন স্বরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করে রয়েছে ॥১১২॥

যোজনানি পরিরম্ভণেঽন্তরং রোমহর্ষজমপি স্ম বোধতঃ।
তৌ নিমেষমপি বীক্ষণে মিথো বৎসরব্যবধিমধ্যগচ্ছতাম্ ॥১১৩॥

আলিঙ্গনের ক্ষেত্রে রোমাঞ্চজনিত দূরত্বও তাদের বহুযোজনের দূরত্ব মনে হল, পরস্পরকে দেখার ক্ষেত্রে নিমেষের ব্যঘাতকেও তারা বছরের ব্যাবধান বলে জানলেন ॥১১৩॥

তৎক্ষণাবহিতভাবভাবিতদ্বাদশাত্মসিতদীধিতিস্থিতিঃ।
স্বাং প্রিয়ামভিমতক্ষণোদয়াং ভাবলাভলঘুতাং নুনোদ সঃ ॥১১৫॥

নির্দিষ্ট মুহূর্তে মনোযোগের সঙ্গে সূর্যের বারোটি স্বরূপ ও শুভ্রাংশু চাঁদের অবস্থান চিন্তা করে নিয়ে তিনি নিজের কাঙ্ক্ষিত ক্ষণে রেতঃস্খলন হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল, তাকে বিলম্বিত করলেন ॥১১৫॥

স্বেন ভাবজননে স তু প্রিয়াং বাহুমূলকুচনাভিচুম্বনৈঃ।
নির্মমে রতরহঃসমাপনাশর্মসারসমসংবিভাগিনীম্ ॥১১৬॥

সহজভাবে উভয়ের স্খলনে মুহূর্ত উপস্থিত হলে তিনি প্রিয়াকে বাহুমূলে, স্তনে ও নাভিতে বহু চুম্বন দিয়ে রতির গোপন সমাপ্তিজনিত সুখের সারভাগের সমান অংশে অংশীদার করলেন ॥১১৬॥

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লথৈরবয়বৈর্নিমীলয়া লোমভির্দ্রুতমিতৈর্বিনিদ্রতাম্ ।
সূচিতং শ্বসিতসীৎকৃতৈশ্চ তৌ ভাবমক্রমকমধ্যগচ্ছতাম্ ॥১১৭॥

শিথিল অঙ্গ, নিমীলিত নেত্র, দ্রুত উল্লসিত রোমাঞ্চ, নিঃশ্বাস ও অস্ফুট 'সীৎ' শব্দে তারা দুজন একসঙ্গে পরম তৃপ্তির ভাব লাভ করলেন ॥১১৭॥

আস্ত ভাবমধিগচ্ছতোস্তয়োঃ সংমদেষু করজক্ষতার্পণা।
ফাণিতেষু মরিচাবচূর্ণনা সা স্ফুটং কটুরপি স্পৃহাবহা ॥১১৮॥

তাঁদের দুজনের চরম তৃপ্তি লাভের অবস্থায় আনন্দের মধ্যে হাতের নখের আগায় সন্নিবেশ ছিল। গুড়ের নাড়ুতে প্রসিদ্ধ মরিচগুঁড়ো কটু হলেও স্পষ্টতঃ স্পৃহার বিষয় হয় ॥১১৮॥

অর্ধমীলিতবিলোলতারকে সা দৃশৌ নিধুবনক্লমালসা।
যন্মুহূর্তমবহন্ন তৎপুনস্তৃপ্তিরাস্ত দয়িতস্য পশ্যতঃ॥১১৯॥

রমণক্রান্ত সেই রমণী যে ক্ষণকাল অর্ধেক বন্ধ করেই তাঁর চঞ্চলতার চোখদুটি ধরে রেখেছিলেন তা একদৃষ্টিতে দেখতে থাকলেও প্রিয়তমের জন্যে তৃপ্তি হয়নি ॥১১৯॥

হ্রীণমেব পৃথূ সস্মরং কিয়ৎক্লান্তমেব বহুনির্বৃতং মনাক্ ।
কান্তচেতসি তদীয়মাননং তত্তদালভত লক্ষমাদরাৎ ॥১২২॥

তখন তাঁর সেই অত্যন্ত লজ্জিত, কিছুটা কামার্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত ও ঈষৎ-আনন্দিত মুখ প্রিয়ের হৃদয়ে আদরে লক্ষ দ্রব্য হয়ে উঠল ॥১২২॥

বীক্ষ্য পত্যুরধরং কৃশোদরী বন্ধুজীবমিব ভৃঙ্গসংগতম্ ।
মণ্ডলং নয়নকজ্জলৈর্নিজৈঃ সংবরীতুমশকৎ স্মিতং ন সা ॥১২৫॥

বন্ধুজীব পুষ্প ভ্রমরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার মতো, স্বামীর অধর নিজের চোখের কাজলে রঞ্জিত হয়ে শোভা পাচ্ছে দেখে, সেই সুন্দরী স্মিত হাসি সংযত করতে পারলেন না ॥১২৫॥

Dhaka University Institutional Repository

লাক্ষয়াত্মচরণস্য চুম্বনাচ্চারুভালমবলোক্য তন্মুখম্ ।

সা হ্রিয়া নতনতাননাঽস্মরচ্ছেষরাগমুদিতং পতিং নিশঃ ॥১২৭॥

তাঁর পায়ে চুম্বন করার ফলে লাক্ষারসে কপাল রঞ্জিত হয়েছে এমন অবস্থায় রাজার সেই মুখ দেখে তিনি অত্যন্ত লজ্জায় মাথা নত করে উদিত চাঁদের কথা স্মরণ করলেন, যার রক্তিমা কিছু অবশিষ্ট আছে ॥১২৭॥

স্বেদভাজি হৃদয়েঽনুবিম্বিতং বীক্ষ্য মূর্তমিব হৃদ্গতং প্রিয়ম্ ।

নির্মমে ধৃতরতশ্রমং নিজৈর্হ্রীনতাতিমৃদুনাসিকানিলৈঃ ॥১২৮॥

ঘর্মাক্ত বক্ষে প্রতিবিম্বিত প্রিয়কে মূর্তভাবে হৃদয়ে প্রবিষ্ট দেখে তিনি নিজের লজ্জানত নাকের মৃদু বাতাস দিয়ে তাঁর রমণজনিত ক্লান্তি যেন দূর করলেন ॥১২৮॥

সূননায়কনিদেশবিভ্রমৈরপ্রতীতচরবেদনোদয়ম্ ।

দন্তদংশমধরেঽধিগামুকা সাস্পৃশন্মৃদুচমৎকৃতঃ কিয়ৎ ॥১২৯॥

পুষ্পনায়ক মদনের আজ্ঞাপ্রভাবে অধর দংশন করার বেদনার উৎপত্তি আগে বোঝা যায়নি। এখন তা বুঝে তিনি আস্তে আস্তে হাত বুলালেন এবং কিছুটা চমৎকৃত হলেন ॥১২৯॥

বীক্ষ্য বীক্ষ্য করজস্য বিভ্রমং প্রেয়সার্জিতমুরোজয়োরিয়ম্ ।

কান্তমৈক্ষত হসস্পৃশং কিয়ৎকোপসংকোচিতলোচনাঞ্চলাম্ ॥১৩০॥

দুটি স্তনের উপর হাতের নখ দিয়ে প্রিয় যে-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন তা বার বার দেখে ইনি চোখের আঁচল কোপবশে কিছুটা সঙ্কুচিত করে প্রিয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে হাসির স্পর্শ লেগে ছিল ॥১৩০॥

Dhaka University Institutional Repository

আননস্য মম চেদনৌচিতী নির্দয়ং দশনদংশদায়িনঃ।

শোধ্যতে সুদতি ! বৈরমস্য তৎ কিং ত্বয়া বদ বিদশ্য নাধরম্ ॥১৩৫॥

নির্দয়ভাবে দংশন করে যদি আমার মুখের অনুচিত কাজ হয়ে থাকে, তবে সুদতী (সুন্দর দন্তভূজা নারী) বলো, তুমি কি আমার অধর দংশন করে এই শত্রুতার শোধ নেবে না ? ॥১৩৫॥

তৌ মিথো রতিরসায়নাৎ পুনঃ সংবুভুক্ষুমনসৌ বভূবতুঃ।

চক্ষমে ন তু তয়োর্মনোরথং দুর্জনী রজনিরল্পজীবনা ॥১৪১॥

তাঁরা দুজন পরস্পর রতিরসের উদ্ভববশে আবার মনে মনে সম্ভোগ করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু স্বল্পায়ু দুষ্ট রাত্রি তাঁদের এই ইচ্ছা সহ্য করল না ॥১৪১॥

শর্ম কিং হৃদি হরেঃ প্রিয়ার্পণং কিং শিবার্ধঘটনং শিবস্য বা।

কাময়ে তব মহেষু তন্বি ! তৎ নন্বয়ং সরিদুদন্বদন্বয়ম্ ॥১৪৫॥

শ্রীহরির বক্ষে প্রেয়সী লক্ষ্মীর স্থাপন কি সুখ ? কিংবা, শিবের শিবানীর সঙ্গে অর্ধাঙ্গ হয়ে ওঠা কি সুখ ? হে সুন্দরী, এই আমি রতি-উৎসবে নদী ও সমুদ্রের প্রসিদ্ধ মিলনের মতো তোমার মিলন কামনা করি ॥১৪৫॥

মিশ্রিতোরু মিলিতাধরং মিথঃ স্বপ্নবীক্ষিতপরস্পরক্রিয়ম্ ।

তৌ ততোঽনু পরিরম্ভসম্পুটে পীড়নাং বিদধতৌ নিদদ্রতুঃ ॥১৫২॥

তারপর আলিঙ্গনের পেটিকায় পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করতে করতে তাঁরা দুজন উরুতে উরুমিশিয়ে, অধরে অধর মিলিয়ে, স্বপ্নে পরস্পরের চুম্বন প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড দেখে নিদ্রিত হলেন ॥১৫২॥

তদ্ যাতায়াতরংহশ্ছলকলিতরতশ্রান্তিনিঃশ্বাসধারা-

জস্রব্যামিশ্রভাবস্ফুটকথিতমিথঃপ্রাণভেদব্যুদাসম্ ।

বালাবক্ষোজপত্রাঙ্কুরকরিমকরীমুদ্রিতোর্বীন্দ্রবক্ষ-

শ্চিহ্নাখ্যাতৈকভাবোভয়হৃদয়ময়াদ্দ্বন্দ্বমানন্দনিদ্রাম্ ॥১৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

শ্বাস যাতায়াতের বেগের ছলে রমণজনিত ক্লান্তির যে নিঃশ্বাসধারা দুজনের চলছিল, তার অনবরত মিশ্রণ পরস্পরের প্রাণের অভেদ স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছিল এবং বধূর স্তনের পত্রবল্লীতে যে হাতি, কুমীর ইত্যাদি চিহ্ন, তাতে চিত্রিত হয়ে রাজার বুকের চিহ্ন উভয়ের হৃদয়ের একত্ব ঘোষণা করছিল। এই ভাবে সেই যুগলটি আনন্দের নিদ্রা উপভোগ করলেন ॥১৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ সর্গ

ঊনবিংশ সর্গে শ্রীহর্ষ প্রভাতের একটি সুন্দর বর্ণনার মাধ্যমে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেছেন। যেমন-

ত্রিদশমিথুনক্রীড়াতল্পে বিহায়সি গাহতে
নিধুবন্ধুতস্রগ্‌ভাগশ্রীবরং গ্রহসংগ্রহঃ।
মৃদুতরকরাকারৈস্তূলোৎকরৈরুদরম্ভরিঃ
পরিহরতি নাখণ্ডো গণ্ডোপধানবিধাং বিধুঃ ॥৯॥

আকাশ হল যুগল দেবতাদের সম্ভোগশয্যা। সেখানে কামক্রীড়ার ফলে যে বালা খসে পড়েছে, তার টুকরোর শোভার প্রাচুর্য লাভ করেছে তারাগুলি। আর পূর্ণচন্দ্র অতি কোমল কিরণের আকারে তুলোর রাশি দিয়ে মধ্যভাগ পূর্ণ করে মস্তকের উপাধানের সাদৃশ্য লাভ করছে ॥৯॥

ভৃশমবিভরুস্তারা হারাচ্যুতা ইব মৌক্তিকাঃ
সুরসুরতজক্রীড়ালূনাদ্দ্যুসদ্বিয়দঙ্গণম্ ।
বহুকরকৃতাং প্রাতঃ সন্মার্জনাদধুনা পুন-
র্নিরুপধিনিজাবস্থালক্ষ্মীবিলক্ষণমীক্ষ্যতে ॥১৩॥

দেবতাদের রতিক্রিয়ার ফলে যে-কণ্ঠহার ছিড়ে গিয়েছে তা থেকে খসে পড়া মুক্তার মতো তারাগুলি দেবতাদের আকাশের অঙ্গন একেবারে পূর্ণ করে ফেলেছিল। এখন আবার বহুকিরণবিশিষ্ট সূর্য সকালে ঝাঁট দেওয়াতে তা নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় সৌন্দর্যে বিশিষ্ট হয়েছে দেখা যাচ্ছে ॥১৩॥

রবিরথহয়ানশ্বস্যন্তি ধ্রুবং বড়বা বল-
প্রতিবলবলাবস্থায়িন্যঃ সমীক্ষ্য সমীপগান্ ।
নিজপরিবৃঢ়ং গাঢ়প্রেমা রথাঙ্গবিহঙ্গমী
স্মরশরপরাধীস্বান্তা বৃষস্যতি সম্প্রতি ॥১৭॥

Dhaka University Institutional Repository

এখন বলাসুরের শত্রু ইন্দ্রের সেনার মধ্যে বর্তমান থেকে স্ত্রী ঘোড়াগুলি সূর্যের রথের পুরুষ ঘোড়াগুলিকে কাছে উপস্থিত হতে দেখে গাঢ় প্রেমে সঙ্গম কামনা করছে নিশ্চয়। চক্রবাকী অন্তরে কামশরের অধীন হয়ে রমণেচ্ছু হয়েছে ॥১৭॥

অনতিশিথিলে পুংভাবেন প্রগল্‌ভবলাঃ খলু
প্রসভমলয়ঃ পাথোজাস্যে নিবিশ্য নিরিত্বরাঃ।
কিমপি মুখতঃকৃত্বানীতং বিতীর্য সরোজিনী-
মধুরসমুষোযোগে জায়াং নবান্নমচীকরণ্ ॥২৭॥

প্রভাতে পৌরুষে বলবান, ভ্রমরগুলি পদ্মের অল্পশিথিল মুখে সবলে প্রবেশ করে, বাইরে আসার সময় পদ্মের মধুরস কিছুটা মুখে করে এনে তা ভাগ করে, সঙ্গিনীকে নতুন খাবার খাওয়ালো ॥২৭॥

ধয়তু নলিনে মাধ্বীকং বা ন বাভিনবাগতঃ
কুমুদমকরন্দৌঘৈঃ কুক্ষিংভরির্ভ্রমরোৎকরঃ।
ইহ তু লিহতে রাত্রীতর্ষং রথাঙ্গবিহঙ্গমা
মধু নিজবধূবক্তাম্ভোজেঽধুনাধরনামকম্ ॥৩৩॥

কুমুদের মধু দিয়ে ভ্রমরগুলোর পেট ভরে গিয়েছে। তারা নতুনভাবে এসে পদ্মে মধুপান করুক বা না করুক, চক্রবাক পাখিরা কিন্তু রাত্রে তৃষ্ণার্ত থেকে এখন আপন বধূর এই মুখপদ্মে অধর-মধু আস্বাদন করছে ॥৩৩॥

জগতি মিথুনে চক্রাবেব স্মরাগমপারগৌ
নবমিব মিথঃ সম্ভুঞ্জাতে বিযুজ্য যৌ।
সততমমৃতাদেরাহারাদ্ যদাপদরোচকং
তদমৃতভূজাং ভর্তা শম্ভুর্বিষং বুভুজে বিভুঃ ॥৩৪॥

যারা বার বার বিরহে থেকে যেন নতুনভাবে পরস্পরকে সম্ভোগ করে, সেই চক্রবাকমিথুনই জগতে কামশাস্ত্রে পারঙ্গম। যেহেতু সর্বদা অমৃতভক্ষণের ফলেই অমৃতভোজী দেবতাদের স্বামী শম্ভু অরুচিরোগগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাই এই বিভু দেব বিষভক্ষণ করেছিলেন ॥৩৪॥

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ সর্গ

বিংশ সর্গে স্নানের পূর্ব পর্যন্ত নল ও দময়ন্তীর প্রেমালাপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদের এই আলাপেই শৃঙ্গার রসের বিচিত্র সমাহার শ্রীহর্ষ প্রকাশ করেছেন। যেমন –

স দূরমাদরং তস্যা বদনে মদনৈকদৃক ।
দৃষ্টমন্দাকিনীহেমারবিন্দশ্রীরবিন্দত ॥৩॥

মন্দাকিনীতে স্বর্ণপদ্মের শোভা তিনি দেখেছেন। এখানে সেই প্রিয়ার মুখে উন্মাদনাকর কামদৃষ্টি দিয়ে তিনি পরম আদর লাভ করলেন ॥৩॥

প্রেয়সাঽবাদি সা তন্বি ! ত্বদালিঙ্গনবিঘ্নকৃৎ।
সমাপ্যতাং বিধিঃ শেষঃ ক্লেশশ্চেতসি চেন্ন তে ॥৬॥

প্রিয় তাঁকে বললেন – হে তন্বী ! অবশিষ্ট শাস্ত্রীয়কর্ম তোমাকে আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। যদি তোমার মনে ক্লেশ না হয়, তবে এই শাস্ত্রীয় কর্ম শেষ করে ফেলা যাক্ ॥৬॥

ক্বৈতাবান্ শর্মমর্মাবিদ্বিদ্যতে বিধিরদ্য তে।
ইতি তং মনসা রোষাদবোচদ্বচসা ন সা॥৭॥

সেই দময়ন্তী, কথায় নয়, মনে মনে ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে বললেন – সম্ভোগসুখের মর্মকে বিদ্ধ করে এমন সব এত ধর্মকর্ম আজ কোথায় অবশিষ্ট রইল ? ॥৭॥

পূর্বপর্বতমাশ্লিষ্টচন্দ্রিকশ্চন্দ্রমা ইব।
অলংচক্রে স পর্যঙ্কমঙ্কসংক্রমিতাপ্রিয়ঃ ॥২৩॥

পূর্বাচলে যার জ্যোৎস্না লেগে আছে, সেই চাঁদের মতো সেই রাজা প্রিয়াকে কোলে টেনে নিয়ে একটি পালঙ্ক অলঙ্কৃত করলেন ॥২৩॥

Dhaka University Institutional Repository

প্রাবৃড়ারম্ভণাম্ভোদঃ স্নিগ্ধাং দ্যামিব স প্রিয়াম্ ।
পরিরভ্য চিরায়াস বিশ্লেষায়াসমুজ্জয়ে ॥২৪॥

বর্ষার আরম্ভে স্নিগ্ধ মেঘ যেমন আকাশকে করে, তিনি তেমনি বিরহব্যথা দূর করার জন্যে প্রিয়াকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করে রইলেন ॥২৪॥

চুচুম্বাস্যমসৌ তস্যা রসমগ্নঃ স্মিতস্মিতম্ ।
নভোমণিরিবাম্ভোজং মধুমধ্যানুবিম্বিতঃ ॥২৫॥

সূর্য মধুর ভিতর প্রতিবিম্বিত হয়ে যেমন পদ্মকে করে, তেমনি প্রেমরসে মগ্ন হয়ে তিনি তাঁর স্মিতহাসিতে ভরা মুখখানি চুম্বন করলেন ॥২৫॥

আহ স্মৈষা নলাদন্যং ন জুষে মনসেতি যৎ।
যৌবনানুমিতেনাস্যাস্তন্মৃষাভূন্মনোভুবা ॥২৯॥

ইনি যে বলেছিলেন, 'আমি নল ছাড়া অন্যকে মনে মনেও ভজনা করি না'-এর সে-কথা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে কামের জন্যে, যে-কাম যৌবন দেখে অনুমান করা যায় ॥২৯॥

অস্যাঃ পীনস্তনব্যাপ্তে হৃদয়েঽস্মাসু নির্দয়ে।
অবকাশলবোঽপ্যস্তি নাত্র কুত্র বিভর্তু নঃ ॥৩৫॥

এঁর বক্ষ স্ফীত দুটি স্তনে পরিব্যাপ্ত। তাছাড়া আমাদের বিষয়ে নির্দয়। এতে এতটুকু স্থান নেই। কোথায় আমাদের স্থাপন করবেন ? ॥৩৫॥

অধিগত্যেদৃগেতস্যা হৃদয়ং মৃদুতামুচোঃ
প্রতীম এব বৈমুখ্যং কুচয়োর্যুক্তবৃত্তয়োঃ ॥৩৬॥

Dhaka University Institutional Repository

এঁর হৃদয়কে এইরকম জানতে পেরে কোমলতা-বর্জিত ও উচিত আচরণবিশিষ্ট স্তনদুটির বিমুখ অবস্থা বুঝছি ॥৩৬॥

স্মরশাস্ত্রবিদা সেয়ং নবোঢ়া নস্ত্বয়া সখী।
কথং সংভুজ্যতে বালা কথমস্মাসু ভাষতাম্ ॥৩৯॥

আপনি কামশাস্ত্রজ্ঞ। আমাদের সখী বালিকা ও নবপরিণীতা। আপনি তাঁকে কীভাবে সম্ভোগ করবেন, আর তিনি কীভাবে তা আমাদের বলবেন ? ॥৩৯॥

নাসত্যবদনং দেব! ত্বাং গায়ন্তি জগন্তি যম্ ।
প্রিয়া তস্য সরূপা স্যাদন্যথালপনা ন তে ॥৪০॥

মহারাজ ! যে-আপনি সত্যবাদীরূপে জগতে প্রখ্যাত, সেই আপনার প্রিয়া তুল্যস্বভাবের হবেন, বিপরীতভাষিণী নয় ॥৪০॥

মনোভূরস্তি চিত্তেঽস্যাঃ কিন্তু দেব! ত্বমেব সঃ।
ত্বদবস্থিতিভূর্যস্মান্মনঃ সখ্যা দিবানিশম্ ॥৪১॥

এঁর হৃদয়ে মনোজাত কাম আছে। কিন্তু, মহারাজ ! আপনিই সেই মনোভূমি। যে-কারণে সখীর মন দিনরাত আপনার অবস্থানের ক্ষেত্র ॥৪১॥

ত্বয়ি ন্যস্তস্য চিত্তস্য দুরাকর্ষত্বদর্শনাৎ ।
শঙ্কয়া পঙ্কজাক্ষী ত্বাং দৃগংশেন স্পৃশত্যসৌ ॥৪৪॥

আপনার কাছে গচ্ছিত থাকা হৃদয় ফিরিয়ে নেওয়া দুঃসাধ্য দেখে, ভয়ে ঐ পদ্মলোচনা আপনাকে তাঁর চোখের প্রান্তভাগ দিয়ে স্পর্শ করছেন ॥৪৪॥

Dhaka University Institutional Repository

পরীরম্ভেনয়ারভ্য কুচকুঙ্কুমসংক্রমম্ ।

ত্বয়ি মে হৃদয়স্যৈবং রাগ ইত্যুদিতৈব বাক্ ॥৪৬॥

গাঢ় আলিঙ্গনে ইনি স্তনের কুমকুম লাগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে এই কথাই বলেছেন যে, তোমার বিষয়ে আমার হৃদয়ের এইরকম হচ্ছে অনুরাগ॥৪৬॥

মনসায়ং ভবন্নামকামসূক্তজপব্রতী ।

অক্ষসূত্রং সখীকণ্ঠশ্চুম্বত্যেকাবলিচ্ছলাৎ ॥৪৭॥

আপনার নাম যেন কামের মন্ত্রসমষ্টি। সখীর এই কণ্ঠ তা জপ করতে ব্রতী হয়ে একাবলী-হারের ছলে জপমালা স্পর্শ করছে ॥৪৭॥

অধ্যাসিতে বয়স্যায়া ভবতা মহতা হৃদি ।

স্তনাবন্তরসংমান্তৌ নিষ্ক্রান্তৌ ক্রমহে বহিঃ ॥৪৮॥

আপনি মহান্। আমরা বলি, আপনি সখীর হৃদয়ে বাস করতে থাকায় স্তনদুটি ভিতরে থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ॥৪৮॥

কুচৌ দোষোজ্ঝিতাবস্যাঃ পীড়িতৌ ব্রণিতৌ ত্বয়া ।

কথং দর্শয়তামস্যং বৃহন্তাবাবৃতৌ হ্রিয়া ॥৪৯॥

এঁর নির্দোষ, বড়ো দুটি স্তনকে আপনি পীড়িত ও ক্ষত করেছেন। লজ্জায় আবৃত থেকে তারা কীভাবে মুখ দেখাবে ? ॥৪৯॥

লজ্জিতানি জিতান্যেব ময়ি ক্রীড়িতয়াঽনয়া ।

প্রত্যাবৃত্তানি তত্তানি পৃচ্ছ সম্প্রতি কং প্রতি ॥৫৬॥

রতিক্রীড়া করায় ইনি আমার কাছে লজ্জা কাটিয়েছেন। তাই এখন আবার কার কাছে লজ্জার উদ্রেক হল, তা জিজ্ঞাসা করো ॥৫৬॥

Dhaka University Institutional Repository

নিশি দষ্টাধরায়াপি সৈষা মহ্যং ন রুষ্যতি।

ক্ব ফলং দশতে বিম্বীলতা কীরায় কুপ্যতু ॥৫৭॥

রাত্রে আমি এঁর অধর দংশন করলেও ইনি আমার উপর রাগ করেন না। শুকপাখি বিম্বফল দংশন করলেও বিম্বলতা কোথায় তার উপর রাগ করে? ॥৫৭॥

সৃণীপদসুচিহ্না শ্রীশ্চোরিতা কুম্ভিকুম্ভয়োঃ।

পশ্যৈতস্যাঃ কুচাভ্যাং তন্নুপস্তৌ পীড়য়ানি ন ॥৫৮॥

দেখ হাতির মাথায় যে কুম্ভতুল্য দুটি অঙ্গ থাকে, তার অঙ্কুশের শোভন চিহ্নের শোভা এঁর দুটি স্তন চুরি করেছে। তাহলে রাজা হয়ে তাদের পীড়ন করব না? ॥৫৮॥

স্মরশাস্ত্রমধীয়ানা শিক্ষিতাসি ময়ৈব যম্ ।

অগোপি সোঽপি কৃত্বা কিং দাম্পত্যব্যত্যয়স্ত্বয়া ॥৬৪॥

তুমি কামশাস্ত্র পড়তে থাকলে যে-বিপরীতরতির কথা আমিই তোমাকে শিখিয়েছি, তা আচরণ করেও কেন তুমি লুকিয়েছ? ॥৬৪॥

স্মরসি ছদ্মনিদ্রালুর্ময়া নাভৌ শয়ার্পণাৎ।

যদানন্দোল্লসল্লোমা পদ্মনাভীভবিষ্যসি ॥৭৪॥

স্মরণ করে দেখ যে তুমি কপট ঘুমে ঘুমিয়েছিলে, তোমার নাভিতে আমি হাত দেওয়ার ফলে আনন্দে তুমি রোমাঞ্চিত হলে তোমার নাভি পদ্ম হয়ে উঠেছিল॥৭৪॥

জানাসি হ্রীভয়ব্যগ্রা যন্নবে মন্মথোৎসবে।

সামিভুক্তেব মুক্তসি মৃদ্ধি ! খেদভয়ান্ময়া ॥৭৫॥

Dhaka University Institutional Repository

হে কোমলাঙ্গী! মনে করে দেখো যে, নতুন কামোদ্রেকের কালে তুমি লজ্জা ও ভয়ে ব্যাকুল ছিলে। তোমার কষ্ট হওয়ার ভয়ে আমি অর্ধেক উপভোগ করেই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি ॥৭৫॥

প্রস্মৃতং ন ত্বয়া তাবদ্ ষন্মোহনবিমোহিতঃ ।
অতৃপ্তোঽধরপানেষু রসনামপিবং তব ॥৭৮॥

তুমি তো ভুলে যাওনি যে, কামমোহিত হয়ে আমি অধর পান করে অতৃপ্ত হয়ে তোমার জিহ্বা চুম্বন করেছিলাম ॥৭৮॥

ত্বৎকুচার্দ্রনখাঙ্কস্য মুদ্রামালিঙ্গনোত্থিতাম্ ।
স্মরেঃ স্বহৃদি যৎ স্মেরসখীঃ শিল্পং তবাব্রবম্ ॥৭৯॥

মনে করে দেখো যে, আলিঙ্গনের ফলে আমার নিজের বুকে তোমার স্তনের সদ্যোজাত নখের দাগের ছাপ উঠেছিল, হাস্যপরায়ণা সখীদের আমি তা তোমারি কীর্তি বলে বলেছিলাম॥৭৯॥

চিত্তে তদস্তি কচ্চিত্তে নখজং যৎক্রুধা ক্ষতম্ ।
প্রাগ্‌ভাবাধিগমাগঃস্থে ত্বয়া শম্বাকৃতং ক্ষতম্ ॥৮৩॥

তোমার তৃপ্তির আগে আমার তৃপ্তি হওয়ায় আমি অপরাধী হলে তুমি যে নখের ক্ষতস্থানে দ্বিতীয়বার ক্ষত সৃষ্টি করেছিলে, তা কি মনে আছে তোমার ? ॥৮৩॥

ক্ষণং প্রাপ্য সদস্যেব নৃণাং বিমনিতেক্ষণম্ ।
দর্শিতাধরমদ্দংশা ধ্যায় যন্মামতর্জয়ঃ ॥৮৫॥

সভার মধ্যেই রাজাদের চোখ অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগ পেয়ে তুমি অধরে আমার দংশনক্ষত দেখিয়ে আমাকে যে তর্জন করেছিলে, তা মনে করো ॥৮৫॥

স্মরসি প্রেয়সি ! প্রায়ো যদ্বিতীয়রতাসহা ।
শুচিরাত্রীত্যুপালব্ধা ত্বং ময়া পিকনাদিনী ॥৮৯॥

Dhaka University Institutional Repository

হে প্রেয়সী ! মনে করে দেখো যে, তুমি দ্বিতীয়বার রমণ সহ্য করতে না পারায় এবং কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর করায় আমি তোমাকে গ্রীষ্মের রাত্রি বলে প্রায় নিন্দা করেছি ॥৮৯॥

মুখাদারভ্য নাভ্যন্তং চুম্বং চুম্বমতৃপ্তবান্ ।
ন প্রাপং চুম্বিতুং যত্তে ধন্যা তচ্চুম্বতু স্মৃতিঃ ॥৯২॥

তোমার মুখ থেকে শুরু করে নাভি পর্যন্ত চুম্বন করেও তৃপ্ত না হয়ে তোমার যে গোপনাঙ্গ চুম্বন করতে পাই নি, স্মৃতি তা চুম্বন করুক, ধন্য হোক ॥৯২॥

কমপি স্মরকেলিং তং স্মর যত্র ভবন্নিতি ।
ময়া বিহিতসম্বুদ্ধির্ব্রীড়িতা স্মিতবত্যসি ॥৯৩॥

সেই অসাধারণ কামক্রীড়া মনে করে দেখো যেখানে আমি তোমাকে (পুংলিঙ্গে) আপনি বলে সম্বোধন করলে লজ্জিত হয়ে তুমি মৃদু হেসেছিলে ॥৯৩॥

তেনাপি নাপসর্পন্ত্যৌ দময়ন্তীময়ং ততঃ ।
হর্ষেণাদর্শয়ৎ পশ্য নাম্বিমে তন্বি ! মে পুরঃ ॥১২৮॥
ক্লিন্নীকৃত্যাম্ভসা বস্ত্রং জৈনপ্রব্রজিতীকৃতে ।
সখ্যৌ সক্ষৌমভাবেঽপি নির্বিঘ্নস্তনদর্শনে ॥১২৯॥

তবুও সখী দুজন চলে না যাওয়ায় তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে মজা করে প্রিয়াকে দেখালেন-সুন্দরী ! দেখো। আমার সামনে জল এই দুজনের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে, কাপড় থাকা সত্ত্বেও আবরণহীন স্তন দেখিয়ে জৈন সন্ন্যাসিনী করে তুলেছে ॥১২৮-১২৯॥

অম্বুনঃ শম্বরত্বেন মায়ৈবাবিরভূদিয়ম্ ।
যৎ পটাবৃতমপ্যঙ্গমনয়োঃ কথয়ত্যদঃ ॥১৩০॥

জল যেহেতু শম্বর নামে পরিচিত, তাই শাম্বরী মায়ারূপেই এটি আবির্ভূত হয়েছে। কেননা এঁদের বসনাবৃত অঙ্গকেও ঐ জল প্রকট করে দিচ্ছে ॥১৩০॥

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চৈরূচেঽথ তা রাজা সখীয়মিদমাহ বঃ ।

শ্রুতং মর্ম মমৈতাভ্যাং দৃষ্টং তত্তু ময়ানয়োঃ ॥১৩৪॥

এরপর রাজা তাঁদের হেঁকে বললেন – তোমাদের এই সখী এই কথা বলছেন, যে – 'এরা দুজন আমার গোপন কথা শুনেছে, কিন্তু আমি এদের সেই গোপন অঙ্গ দেখতে পেয়েছি ॥১৩৪॥

তামথৈষ হৃদি ন্যস্য দদৌ তল্পতলে তনুম্ ।

নিমিষ্য চ তদীয়াঙ্গসৌকুমার্যমসিস্বদৎ ॥১৪২॥

নল এরপর তাঁকে হৃদয়ে নিয়ে শয্যায় নিজের শরীর রাখলেন এবং চোখ বুজে তাঁর অঙ্গের সৌকুমার্য অনুভব করলেন ॥১৪২॥

ন্যস্য তস্যাঃ কুচদ্বন্দ্বে মধ্যেনীবি নিবেশ্য চ ।

স পাণেঃ সফলং চক্রে তৎকরগ্রহণশ্রমম্ ॥১৪৩॥

তাঁর স্তনদুটিতে হাত রেখে এবং নাভিমূলে হাত দিয়ে তিনি তাঁর পাণিগ্রহণ করার শ্রম সার্থক করলেন ॥১৪৩॥

স্বিদ্যৎকরাঙ্গুলীলুপ্তকস্তূরীলেপমুদ্রয়া ।

পূৎকার্যপীড়নৌ চক্রে স সখীষু প্রিয়াস্তনৌ ॥১৪৫॥

হাতের ঘর্মাক্ত আঙ্গুল দিয়ে কস্তুরীপ্রলেপের চিহ্ন মুছে দিয়ে তিনি প্রিয়ার স্তনদুটিকে এমন ভাবে মর্দন করলেন যাতে সখীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয় ॥১৪৫॥

তৎকুচে নখমারোপ্য চমৎকুর্বংস্তয়েক্ষিতঃ ।

সোঽবাদীত্তাং হৃদিস্থং তে কিং মামভিনদেষ ন ॥১৪৬॥

তাঁর স্তনে নখের আঘাত করে চমকে উঠতে থাকলে তিনি তাঁর চোখে পড়লেন ও তাঁকে বললেন- তোমার হৃদয়ে যে আমি বর্তমান আছি, তাকেও কি এটা বিদীর্ণ করল না ? ॥১৪৬॥

Dhaka University Institutional Repository

যচ্চুম্বতি নিতম্বোরু যদালিঙ্গতি চ স্তনৌ ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণময়ং তত্তে বাসঃ শুভদশোচিতম্ ॥১৪৮॥

যেহেতু সুতোর কাপড়টি তোমার নিতম্ব ও উরুদেশ স্পর্শ করছে এবং যেহেতু তা স্তনদুটিকে আলিঙ্গন করছে তাই তা শুভভাগ্যের উপযুক্ত ভোগ লাভ করছে ॥১৪৮॥

দেশমেব দদংশাসৌ প্রিয়দন্তচ্ছদান্তিকম্ ।
চকারাধরপানস্য তত্রৈবালীকচাপলম্ ॥১৫০॥

প্রিয়ার অধরপ্রান্তে তিনি দংশন করলেন এবং সেখানেই অধরচুম্বনের মিথ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন ॥১৫০॥

ন ক্ষমে চপলাপাঙ্গি ! সোঢুং স্মর শরব্যথাম্ ।
তৎ প্রসীদ প্রসীদেতি স তাং প্রীতামকোপয়ৎ ॥১৫১॥

হে চপলনয়না ! কামশরের ব্যথা সহ্য করতে পারছি না। তাই প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও – এই বলে তিনি সেই আনন্দিত প্রিয়াকে কুপিত করলেন ॥১৫১॥

নেত্রে নিষধনাথস্য প্রিয়ায়া বদনাম্বুজম্
ততঃ স্তনতটৌ তাভ্যাং জঘনং ঘনমীয়তুঃ ॥১৫২॥

নলের চোখে প্রিয়ার মুখপদ্ম, তারপর দুটি স্তন, তারপর তাদের সঙ্গে জঘন নিবিড়ভাবে উপস্থিত হল ॥১৫২॥

ন্যবারীব যথাশক্তি স্পন্দং মন্দং বিতন্বতা ।
ভৈমীকুচনিতম্বেন নলসম্ভোগলোভিনা ॥১৫৪॥

নলের সম্ভোগের লোভী দময়ন্তীর স্তন ও নিতম্ব মৃদুমন্দ চলনে যেন যথাসম্ভব তাঁকে বাধা দিচ্ছিল ॥১৫৪॥

Dhaka University Institutional Repository

একবিংশ সর্গ

একবিংশ সর্গে নল-দময়ন্তী সখীদের নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। নল-দময়ন্তীকে নিয়ে সখীরা মনোরম পরিবেশে নল-দময়ন্তীকে নিয়ে প্রশংসা করে গান গাইল। সন্ধ্যায় সখীরা চলে গেলে দময়ন্তী সন্ধ্যার সৌন্দর্যের বর্ণনা করলেন। তাতে শৃঙ্গার রসের অভিনব আবহ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন –

যক্ষকর্দমমৃদূন্মূদিতাঙ্গং প্রক্কুরঙ্গমদমীলিতমৌলিম্ ।
গন্ধবার্ভিরনুবন্ধিতভৃঙ্গৈরঙ্গনাঃ সিষিচুরুচ্চকুচাস্তম্ ॥৭॥

পীনস্তনী মেয়েরা সুগন্ধ জল দিয়ে তাঁকে স্নান করালেন। তাতে ভ্রমর লেগে ছিল। আগেই যক্ষকর্দম অর্থাৎ কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন ও কক্কোল গুঁড়ো আস্তে আস্তে তাঁর দেহে মর্দন করা হয়েছিল এবং মাথায় কস্তুরী মাখানো হয়েছিল ॥৭॥

প্রেয়সীকুচবিয়োগহবির্ভুপ্জন্মধূমবিততীরিব বিভ্রৎ ।
স্নায়িনঃ করসরোরুহযুগ্মং তস্য গর্ভধৃতদর্ভমরাজৎ ॥৯॥

প্রেয়সীর স্তন থেকে বিচ্ছেদের আগুন থেকে উদ্ভূত ধোঁয়ার রাশিকে যেন ধরে রয়েছে এইভাবে সেই স্নানকর্তার পদ্মের মতো দুটি হাত আঙুলের মাঝখানে কুশ ধরে রেখে শোভা পাচ্ছিল ॥৯॥

স্বাত্মনঃ প্রিয়মপি প্রতি গুপ্তিং কুর্বতী কুলবধূমবজ্ঞৌ ।
হৃদ্যদৈবতনিবেদ্যনিবেশাদ্ যত্র ভূমিরবকাশদরিদ্রা ॥২৯॥

সেখানে দেবতার উদ্দেশে মনোহর নৈবেদ্য রাখার ফলে ভূমিতে স্থান ছিল না। এমনকি স্বামীর কাছেও নিজের দেহ ঢেকে রাখে যে কুলবধূ, তাকেও এই ভূমি হার মানিয়েছিল ॥২৯॥

তাবকোরসি লসদ্বনমালে শ্রীফলদ্বিফলশাখিকয়ের ।
স্থীয়তে কমলয়া ত্বদজস্রস্পর্শকল্টকিতয়োৎকুচয়া চ ॥৯৯॥

লক্ষ্মী দেবী তোমার অনবরত আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত এবং উন্নত স্তনবিশিষ্ট। তোমার বনমালাশোভিত বক্ষে তিনি বেলগাছের দুটি ফলযুক্ত ছোটো শাখার মতো অবস্থান করছেন ॥৯৯॥

Dhaka University Institutional Repository

দত্তে জয়ং জনিতপত্রনিবেশনেয়ং সাক্ষীকৃতেন্দুবদনা মদনায় তন্বী ।
মধ্যস্থদুর্বলতমত্বফলং কিমেতদ্ভুক্তির্যদত্র তব ভর্ৎসিতমৎস্যকেতোঃ ॥১৩৪॥

কস্তুরী ইত্যাদি দিয়ে এঁর দেহে নানা আকারে পত্রবল্লী আঁকা হয়েছে। এঁর মুখই চাঁদ, যাতে চোখ যোগ করা হয়েছে। এই সুন্দরী কামদেবকে জয়ী করেন। আপনি দৈহিক সৌন্দর্যে কামদেবকে হার মানিয়েছেন। আপনার পক্ষে এঁর শরীরকে উপভোগ করা কি এঁর কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ার ফল? ১৩৪॥

চেতোভবস্য ভবতী কুচপত্ররাজ-
ধানীয়কেতুমকরা ননু রাজধানী।
অস্যাং মহোদয়মহস্পৃশি মীনকেতোঃ
কে তোরণং তরুণি! ন ব্রুবতে ভ্রুবৌ তে ॥১৩৫॥

হে তরুণী ! আপনি কামদেবের রাজধানী। আপনার স্তনের উপর শ্রেষ্ঠ পত্রবল্লীতে কামদেবের চিহ্ন মৎস্যই স্থাপন করার যোগ্য। মৎস্যকেতু কামদেবের মহান অভ্যুদয়ের মহোৎসব এখানে চললে আপনার ভ্রূদুটিকে কারা না তোরণ বলবেন ॥১৩৫॥

অস্যা ভবন্তমনিশং ভবতস্তথৈনাং কামঃ শ্রমংন কথমৃচ্ছতি নাম গচ্ছন্ ।
ছায়েব বামথ গতাগতমাচরিঞ্চোস্তস্যাধ্বজশ্রমহরা মকরধ্বজস্য ॥১৩৬॥

এঁর কাছ থেকে আপনার দিকে আবার সেইভাবে আপনার কাছ থেকে এঁর দিকে চলতে চলতে কামদেব কেন পরিশ্রম অনুভব করবেন না ? অথবা, আপনাদের দুজনের মধ্যে যে কামদেব যাতায়াত করেন, তাঁর পথের ক্লান্তি দূর করে একমাত্র আপনাদের দেহকান্তি ॥১৩৬॥

স্বেদাপ্লবপ্রণয়িনী নবরোমরাজী রত্যৈ যথাচরতি জাগরিতব্রতানি ।
আভাসিতেন নরনাথ! মধূথসান্দ্রমগ্নাসমেষুশরকেশরদন্তুরাঙ্গঃ ॥১৩৭॥

হে রাজন্! ঘর্মজলে আপনার রোমগুলি স্নান করতে ভালোবাসে। তারা রমণের জন্যে জাগরিত থাকার ব্রত পালন করছে অর্থাৎ রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তার ফলে আপনি শোভা পাচ্ছেন। মধু আসার ফলে ঘন হয়ে পঞ্চবাণ মদনের তীরের ফলা বিদ্ধ থাকায় আপনার দেহ কন্টকিত ॥১৩৭॥

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্তা তবাপি নৃপ! জীবিতদেবতয়েং ঘর্মাম্বুশীকরকরম্বমম্বুজাক্ষী।
তে তে যথা রতিপতেঃ কুসুমানি বাণাঃ স্বেদস্তথৈব কিমু তস্য শরক্ষতাস্রম্ ॥১৩৮॥

হে রাজন্! আপনার এই পদ্মলোচনা প্রাণেশ্বরীও ঘামের জলকণার সংযোগ লাভ করেছেন। রতিপতি মদনের যেমন ফুলগুলি সেই সেই বাণ, তেমনিভাবেই ঘাম কি তীর শরের আঘাতস্থানের রক্ত ? ॥১৩৮॥

রাগং প্রতীত্য যুবয়োস্তমিমং প্রতীচী ভানুশ্চ কিং দ্বয়মজায়ত রক্তমেতৎ।
তদ্বীক্ষ্য বাং কিমিহ কেলিসরিৎসরোজৈঃ কামেষুতোচিমুখত্বমধীয়মানম্ ॥১৩৯॥

আপনাদের দুজনের এই অনুরাগ জেনে কি পশ্চিমদিক ও সূর্য – এই দুটি এমন লাল হয়ে উঠল? তা দেখে কি আপনার ক্রীড়ানদীতে পদ্মগুলি কামদেবের শরের উপযোগী তীক্ষ্ণ মুখাগ্রভাগ লাভ করছে? ॥১৩৯॥

অন্যোন্যরাগবশয়োর্যুবয়োর্বিলাসস্বচ্ছন্দতাচ্ছিদপষাতু তদালিবর্গঃ ।
অত্যাজয়ন্ সিচয়মাজিমকারয়ন্ বা দন্তৈর্নখৈশ্চ মদনো মদনঃ কথং স্যাৎ ॥১৪০॥

আপনারা দুজনে পরস্পরের অনুরাগে বশীভূত। আপনাদের বিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করছে সখীর দল। তাই তাঁরা বাইরে চলে যান। কাপড় না ছাড়িয়ে বা দাঁত ও নখ দিয়ে রতিযুদ্ধ না ঘটিয়ে, মদনদেব উন্মাদনা সৃষ্টি করবেন ? ॥১৪০॥

বাণী মন্মথতীর্থমুজ্জ্বলরসস্রোতস্বতী কাপি তে
খণ্ডঃ খণ্ড ইতীদমীয়পুলিনস্যালপতে বালুকা।
এতত্তীরমৃদৈব কিং বিরচিতাঃ পূতাঃ সিতাশ্চক্রিকাঃ
কিং পীযূষমিদংপয়াংসি কিমিদংতীরে তবৈবাধরৌ ॥১৫৫॥

তোমার বাণী শৃঙ্গাররসের অসাধারণ স্রোতস্বিনী, কামদেবের তীর্থনিবাস। এই নদীর তীরের বালিকেই চিনির খণ্ড বলা হয়। সাদারঙের নির্মল চিনির চাকতিগুলো কি এই নদী তীরের মাটি দিয়েই তৈরী ? এর জলই কি অমৃত? এর দুটি তীরই কি তোমার দুটি ঠোঁট ? ॥১৫৫॥

Dhaka University Institutional Repository

উর্ধ্বস্তে রদনচ্ছদঃ স্মরধনুর্বন্ধূকমালাময়ং
মৌর্বী তত্র তবাধরাধরতটাধঃসীমলেখালতা ।
এষা বাগপি তাবকী ননু ধনুর্বেদঃ প্রিয়ে ! মন্মথঃ
সোঽয়ং কোণধনুষ্মতীভিরুচিতং বীণাভিরভ্যস্যতে ॥১৫৭॥

তোমার উপরের ঠোঁটটি বন্ধূকফুলের মালায় গড়া কামদেবের ধনুক। তোমার নিচের ঠোঁটের নিচে লতার মতো সীমারেখাটি তাতে জ্যা হয়েছে। হে প্রিয়ে! তোমার এই বাণীটিও কামদেবের ধনুর্বেদ। যথার্থভাবেই বীণা বাজাবার ছড়টিকে ধনুক করে নিয়ে বীণাগুলি এই ধনুর্বেদ অভ্যাস করে ॥১৫৭

স গ্রাম্যঃ স বিদগ্ধসংসদি সদা গচ্ছত্যপাঙ্‌ক্তেয়তাং
তং চ স্প্রষ্টুমপি স্মরস্য বিশিখা মুগ্ধে ! বিগানোন্মুখাঃ ।
যঃ কিং মধ্বিতি নাধরং তব কথং হেমেতি ন ত্বদ্বপুঃ
কীদৃঙ্‌নাম সুধেতি পৃচ্ছতি ন তে দত্তে গিরং চোত্তরম্ ॥১৫৮॥

হে সুন্দরী ! 'মধু কী ?' এই প্রশ্ন করলে 'তোমার ঠোঁট' এই উত্তর যে দেয় না, সে গেঁয়ো। 'সোনা কেমন?' এই প্রশ্ন করলে 'তোমার শরীর'-এই উত্তর যে দেয় না, চতুর ব্যক্তিদের সভায় সে সবসময় অপাঙ্‌ক্তেয়। 'অমৃত কীরকম ?' এই প্রশ্ন করলে-'তোমার বাণী' এই উত্তর যে দেয় না, তাকে স্পর্শ করতেও কামদেবের শরগুলি পরাঙ্মুখ ॥১৫৮॥

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাবিংশ সর্গ

এই সর্গে চাঁদের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে নয়নাভিরাম চাঁদের কিরণের ও অন্ধকারের মনোজ্ঞ বর্ণনায় শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রস প্রস্ফুটিত করেছেন। যেমন-

মোহায় দেবান্সরসাং বিমুক্তাস্তারাঃ শরাঃ পুষ্পশরেণ শঙ্কে।
পঞ্চাস্যবৎ পঞ্চশরস্য নাম্নি প্রপঞ্চবাচী খলু পঞ্চশব্দঃ ॥১৮॥

মনে হচ্ছে, পুষ্পধনু কামদেব দেবতা ও অপ্সরাদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে নক্ষত্রের তীর ছুঁড়েছে। কেননা, 'পঞ্চানন' এই নামটির মতো পঞ্চশর নামটিতে পঞ্চ শব্দটি প্রপঞ্চ অর্থাৎ ব্যাপক বিস্তৃতিকে বোঝায় ॥১৮॥

স্মরস্য কম্বুঃ কিময়ং চকাস্তি দিবি ত্রিলোকীজয়বাদনীয়ঃ।
কস্যাপরস্যোড়ুময়ৈঃ প্রসূনৈর্বাদিত্রশক্তির্ঘটতে ভটস্য ॥২১॥

কামদেবের ত্রিভুবন জয় করে বাজাবার উপযোগী শঙ্খ কি এই শঙ্খের আকারে বিশাখানক্ষত্র হয়ে শোভা পাচ্ছে? আর কোন যোদ্ধার নক্ষত্ররচিত ফুল দিয়ে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণের শক্তি সম্ভব? ॥২১॥

ইতো মুখাদ্বাগয়মাবিরাসীৎ পীযূষধারামধুরেতি জল্পন্ ।
অচুম্বদস্যাঃ স মুখেন্দুবিম্বং সংবাবদূকশ্রিয়মম্বুজানাম্ ॥১০২॥

এই মুখ দিয়ে অমৃতধারার মতো মধুর এই বাণী নির্গত হল – এই কথা বলে সেই নল এর মুখচন্দ্র চুম্বন করলেন। পদ্ম রাশিই সেই মুখচন্দ্রের বন্ধুত্ব ॥১০২॥

একাদশৈকাদশরুদ্রমৌলীনস্তং যতো যান্তি কলাঃ কিলাস্য।
প্রবিশ্য শেষাস্তু ভবন্তি পঞ্চপঞ্চেষুতূর্ণীমিষবোঽর্ধচন্দ্রাঃ ॥১১৩॥

এই অস্তগামী চাঁদের এগারটি কলা অর্থাৎ অংশ বুঝি এগারো জন রুদ্রের মাথায় যায়। অবশিষ্ট পাঁচটি কলা পঞ্চবাণ মদনের তূণে প্রবেশ করে অর্ধচন্দ্রাকার পাঁচটি বাণ হয়ে ওঠে ॥১১৩॥

Dhaka University Institutional Repository

তপস্যতামম্বুনি কৈরবাণাং সমাধিভঙ্গে বিবুধাঙ্গনায়াঃ।
অবৈমি রাত্রেরমৃতাধরোষ্ঠং মুখং ময়ূখস্মিতচারুচন্দ্রম্ ॥১২৪॥

জলে তপস্যারত কুমুদগুলির সমাধিভঙ্গের কারণরূপে আমি চাঁদকে রাত্রি- নাম্নী অপ্সরার মুখ বলে মানি। কিরণের স্মিত হাসিতে তা সুন্দর। অমৃত তার অধরে অথবা, অমৃতই তার অধর ॥১২৪॥

অল্পাঙ্কপঙ্কা বিধুমণ্ডলীয়ং পীযুষনীরা সরসী স্মরস্য।
পানাৎ সুধানামজলেঽপ্যমৃত্যুং চিহ্ন বিভর্ত্যত্রভবং স মীনম্ ॥১২৫॥

এই চন্দ্রমণ্ডল কামদেবের সরোবর। সামান্য কলঙ্কচিহ্ন তার অল্প পাক, অমৃতই তার জল। এখানকার মাছটি সুধা পান করার ফলে জলশূন্য স্থানেও মৃত্যুহীন। কামদেব সেটিকে তাঁর পতাকার চিহ্নরূপে ধারণ করেন। ॥১২৫॥

মৃগাক্ষি! যন্মণ্ডলমেতদিন্দোঃ স্মরস্য তৎ পাণ্ডুরমাতপত্রম্ ।
যঃ পূর্ণিমানন্তরমস্য ভঙ্গঃ স চ্ছত্রভঙ্গঃ খলু মন্মথস্য ॥১২৮॥

হে হরিণনয়না! এই যে চন্দ্রমণ্ডল, তা আসলে কামদেবের শ্বেতছত্র, আর পূর্ণিমার পর তার যে-ক্ষয় তা নিশ্চয় কামদেবের ছত্রভঙ্গ অবস্থা ॥১২৮॥

স্বর্ভানুপ্রতিবারপারণমিলদ্দন্তৌঘযন্ত্রোদ্ভব-
শ্বভ্রালীপতয়ালুদীধিতিসুধাসারস্তুষারদ্যুতিঃ।
পুষ্পেষ্বাসনতৎপ্রিয়াপরিণয়ানন্দাভিষেকোৎসবে
দেবঃ প্রাপ্তসহস্রধারকলশশ্রীরস্তু ন স্তুষ্টয়ে ॥১৪৮॥

রাহু প্রত্যেকবার গিলে ফেলবার ফলে তার দাঁতের যন্ত্রে লেগে চাঁদে বহু ছিদ্র হয়। জ্যোৎস্না-নামে সুধার ধারা তা দিয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্পধনু মদন ও তাঁর প্রিয়া রতিদেবীর মিলনের আনন্দে যে–অভিষেক-উৎসব হয়েছিল, তাতে সহস্রধারায় যে-কলস থেকে জল পড়েছিল, তার মতো শোভা পায় এই চাঁদ। এই দেব শীতাংশু আমাদের পরম আনন্দের হোন ॥১৪৮॥

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
শৃঙ্গার রসের প্রয়োগে শ্রীহর্ষের সার্থকতা

শৃঙ্গার রসে শ্রীহর্ষের সার্থকতা অনন্য সাধারণ। শ্রীহর্ষ তাঁর অনুপম সৃষ্টি নৈষধচরিত মহাকাব্যে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। এ কাব্যে তিনি অতি সাধারণ বিষয় থেকে আরম্ভ করে সর্ব পর্যায়ে এমন কি রসহীন বিষয়েও শৃঙ্গার রসের বিস্তৃত সমাহার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এখানে শৃঙ্গারের একটি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত। তবে তিনি নল-দময়ন্তীর চটুল প্রেমের বিচিত্র ধারা অবলম্বনে শৃঙ্গারের বাস্তব বিষয় প্রস্ফুটিত করেছেন। তিনি দেব-দেবী, নর-নারী, মানব-মানবী ছাড়াও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, রাজা-মহিষী, পশু-পাখি, দাস-দাসী এমনকি অতিথির শৃঙ্গার সম্পর্কে নানা বিচিত্র সমাহার নৈষধচরিত মহাকাব্যের প্রতিসর্গে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাইতো ভারতীয় কাব্য রসিকগণ শ্রীহর্ষের শৃঙ্গারের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পদলালিত্য স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে –

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুনা:॥

নিষধরাজ্যের রাজা নল এই মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু শৃঙ্গার রসের ধারক হিসেবে শ্রীহর্ষ তাঁকে "কামদেব" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বিদর্ভরাজ্যের রাজধানী কুণ্ডিনপুর অধিবাসী দময়ন্তীকে "রতিদেবী" হিসেবে বিশেষায়িত করেছেন। নায়ক-নায়িকার এই নামকরণ থেকে আমরা তাঁর শৃঙ্গার রসের সার্থকতা খুঁজে পাই।

আমরা পূর্বেই জেনেছি শৃঙ্গার হল নান্দনিক রসোপভোগের বিষয়। শ্রীহর্ষ মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বন করে মহাকাব্যটি রচনা করেছেন। কিন্তু মহাভারতে নল-দময়ন্তীর বিয়ের পরে কলির কোপে যে দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছিল সেই দুঃখযন্ত্রণার কথা শ্রীহর্ষ এ মহাকাব্যে বর্ণনা করেননি। বরং তিনি শৃঙ্গার রসের আবেশ ঘটিয়ে নল-দময়ন্তীর পরিণয়-সম্ভোগ তথা আনন্দঘন আবহের মধ্যে শৃঙ্গার রসের নির্ঝর ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করেছেন, যা শৃঙ্গার রসের সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণে তাঁকে শৃঙ্গার রসের সার্থক বৈজ্ঞানিক রূপকার হিসেবে অধিষ্ঠিত করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ -

Dhaka University Institutional Repository

রমণী রমণে যে বাস্তব অবস্থা অনুভূত হয় শ্রীহর্ষ তা তুলে ধরেছেন, যেমন - রমণে বাধাদান আছে, বিঘ্ন আছে, ঘর্মজল আছে, ভয় আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, পীড়ন আছে, সুখ আছে, (১৮/৬২)[১]। শৃঙ্গার যেহেতু শারীরিক অঙ্গ নির্ভর, তাই অঙ্গের বর্ণনায়, যেমন – বেল ফল, তাল ফল, ফুলের সাথে, কলসের সাথে, স্তনের তুলনা অর্থাৎ এভাবে উন্নত বক্ষের কথা শ্রীহর্ষ উল্লেখ করেছেন, (৩/১২১, ৪/৪১,৪২)[২]। অপরপক্ষে অত্যধিক গৌরবর্ণ সোনা দিয়ে বিধাতা গোপনাঙ্গ নির্মাণ করেছেন, (১৮/৯৯)[৩]। প্রণয় প্রার্থী হলে মানুষ মূর্ছা যেতে পারে, অজ্ঞান হতে পারে শ্রীহর্ষ তা শৃঙ্গারের আবরণে বর্ণনা করেছেন, (৪/১২২)[৪]। শৃঙ্গার ক্রীড়া শুধু নর-নারীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা, যেমন – যজমানের মহিষীর গোপনাঙ্গে অশ্বমেধের ঘোড়ার জননাঙ্গ প্রবেশ ---- (১৭/২০৪)[৫]। শ্রীহর্ষ ইঙ্গিত করেছেন যে শৃঙ্গারের স্থান নির্ধারণের এবং কৌশলেরও কোনো শেষ নাই। যেমন – এমন কোন স্থল, জলাশয়, বন, পাহাড়, ভুবন নেই যেখানে তিনি রমণ করলেন না। এমন কোন কৌশল নেই যেভাবে তিনি রমণ করেন নি (১৮/৮৪)[৬]। তবে রমণের প্রকৃত সময় গভীর রাত শ্রীহর্ষ তা স্বীকার করেছেন (১৮/১৪১, ১৫০)[৭]। রমণকালে উভয়ের সমাপ্তি জনিত স্খলন একই সময়ে হতে হবে, রেতঃ স্খলনের ক্ষেত্রে মন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মুখে হুম্, সীৎ আওয়াজ হবে, ও বাহুমূলে, স্তনে চুম্বন দিতে হবে, তবেই পরম তৃপ্তির ভাব লাভ করা যাবে --- (১৮/২, ১১৫, ১১৬, ১১৭)[৮]। সঠিক শৃঙ্গারে নারী জাতি বশ্যতা স্বীকার করে শ্রীহর্ষ তা ইঙ্গিত করেছেন। যেমন – হু ছাড়ো ছাড়ো তোমার দাসী আমি ---- (১৮/৯০, ৯১)[৯]। এখন সর্গানুসারে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত। যেমন –

<u>প্রথম সর্গে</u> – নল সম্পর্কে – "রতিপতি মদনদেবের সখা বসন্তঋতু যেমন বনকে আশ্রয় করে, তেমনি যৌবনও এর শরীরকে আশ্রয় করেছিল" (১/১৯) [১০], দময়ন্তী সম্পর্কে – " বক্ষোদেশে জাত, বয়সের ফল ও নতুন উপহার স্বরূপ দুটি স্তনের বিলাস" (১/৪৮) [১১]

<u>দ্বিতীয় সর্গে</u> – দময়ন্তী সম্পর্কে-তাঁর ভ্রূদুটি বিশ্বজয়ের জন্য উৎপন্ন রতি ও কামদেবের ধনুক নয় কি? (২/২৮)[১২] কাম ও যৌবন উভয়ের জন্য তাঁর স্তন দুটি "সাঁতারের কলস" (২/৪৪)[১৩], শৃঙ্গার চেষ্টা আপনার বিষয়েই শোভা পাওয়া সম্ভব। (২/৪৪)[১৪]

<u>তৃতীয় সর্গে</u> – দময়ন্তী সম্পর্কে – পত্রাবলীর সুদীর্ঘ চিহ্ন ----- আপনার স্তনেই সম্ভব (৩/১১৮)[১৫], ---- রমণের স্থানে মরুৎগুলি বারবার পুষ্পবৃষ্টি করবে ---- (৩/১২৪)[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে ---- কামসন্তাপে বেশি বিহ্বল হতে লাগল (৪/৬)[১৭], কামের অত্যধিক পীড়ায় দময়ন্তীর বুক ফেটে গেলেও হৃদয় যে বাইরে এসে পড়েনি (৪/১০)[১৮]

পঞ্চম সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে – ইদানিং যৌবনবেগে তিনি প্রতিমুহূর্তে এক অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠেছেন----- (৫/২৭)[১৯]। ---- কশ্যপপুত্র কশ্যপকর্ণ্যাকে রমণ করতে চলেছেন, দেখো আশ্চর্য, (৫/৫৩)[২০]।

৬ষ্ঠ সর্গে – অন্তঃপুর সম্পর্কে – অন্তঃপুরের ভিতরে এক রমণীকে মালিশ করার জন্য উরুদেশ অনাবৃত করতে দেখে --- (৬/১৩)[২১]। কোনো তন্বীর স্তন স্পর্শ করার জন্য বাতাসও কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে----। (৬/১৮)[২২]

৭ম সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে – নলের দৃষ্টি তাঁর দুটি উন্নত স্তন আশ্রয় করল (৭/৪)[২৩], এঁর স্তনের পতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রসিদ্ধ ঘট---।(৭/৭৫)[২৪]

অষ্টম সর্গে – নল ও দময়ন্তী সম্পর্কে কামদেব পাঁচটি শর নিয়ে সমান বিক্রমে যে এক সঙ্গে দুজনকে আক্রমণ করলেন (৮/৪)[২৫], কামদেবের ধনুক গুন টানার শব্দে দেবরাজের দুটি কান বধির হয়ে পড়েছে। (৮/৬৮)[২৬]

নবম সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে – নল আলিঙ্গন করো। আমাদের দুটি হৃদয় সংলগ্ন থাকলে কামের শর বিদ্ধ করার অবকাশ পাবে না --- (৯/১১৬)[২৭]। প্রসন্ন হয়ে আমাকে দিয়ে স্তন দুটির শুশ্রূষা করতে দাও ----(৯/১২০)[২৮]

দশম সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে- এর ভ্রূদুটিই কামদেবের আসল ধনুক (১০/১১৬)[২৯] । এর শরীরে বসবাসকারী রতিদেবী ও কামদেবের জন্য দুটি সৌধের নির্মাণ করেছে। (১০/১১২)[৩০]

একাদশ সর্গে – দময়ন্তী সম্পর্কে - হে দময়ন্তী! তোমার নাভি কূপের মতো আবর্তযুক্ত ও অদ্ভুত। (১১/২৮)[৩১] হে তরুণী! সেখানে কামক্রীড়ায় বিন্দুগুলি উঠে তোমার মুক্তার অলঙ্কার হবে--- (১১/৫৩)[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সর্গে – নল সম্পর্কে ---- এই রাজা কামদেবকে পরাস্ত করেন ----- (১২/৩২)[৩৩] দময়ন্তী সম্পর্কে ----তোমার কুচকুম্ভের সমান হওয়ার স্পর্ধা করায় করিকুম্ভগুলোকে ইনি প্রচণ্ড দণ্ড দিয়েছেন। (১২/৪০)[৩৪]

ত্রয়োদশ সর্গ – এই সর্গে শৃঙ্গার রস তেমন প্রকাশ পায়নি। শুধু দেবী সরস্বতী দময়ন্তীকে 'ঘটস্তনী' বলে ইষৎ শৃঙ্গারের আভাস দিয়েছেন ---- (১৩/৬)

চতুর্দশ সর্গ – দময়ন্তী সম্পর্কে – সেই নলকে আলিঙ্গনের সম্ভোগও বিধান করেছেন ---- (১৪/৪৪)[৩৫], তাঁর সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হল ---- তিনি সুচারু অধর নিয়ে রমণীয়ভাবে বিরাজ করলেন ---। (১৪/৫৪)[৩৬]

পঞ্চদশ সর্গ – দময়ন্তী সম্পর্কে – তাঁর সঙ্গে মিলন অনুভব করে আজ ইনি সৌন্দর্যের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করুন (১৫/৮৭)[৩৭] --- সমস্ত সংসার জুড়ে স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক প্রেম উদ্রেকের বিষয়ে কামদেবের যে লীলা তা গাঢ় অনুরাগ সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ---। (১৫/৮৮)[৩৮]

ষোড়শ সর্গ – দময়ন্তীর সখীদের সম্পর্কে – কামের ধনুকের মতো ভ্রূ-বিশিষ্ট রমণীর প্রতিবিম্ব মুখ তিনি চুম্বন করলেন (১৬/৬৫)[৩৯]। ------ এক পীনস্তনী রমণী অধিকতর সলজ্জা হয়ে নিজেই বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে -------। (১৬/৬৯)[৪০]

সপ্তদশ সর্গ – শ্রীহর্ষের মতে – তোমরা তিনটি বেদ জান, তোমাদের নমস্য ব্যাসও বলেছেন – কামার্ত রমণীর হাত ধরা যুক্তিযুক্ত (১৭/৪৭)[৪১]। মহাব্রত যাগে ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার রমণক্রীড়া দেখে সেই অজ্ঞ যজ্ঞকর্মকে ভণ্ডদের অসময়োচিত তাণ্ডব বলে জানল (১৭/২০৩)[৪২]। যজমানের মহিষীর গোপনাঙ্গে অশ্বমেধের ঘোড়ার জননাঙ্গ প্রবিষ্ট হতে দেখে ---------- (১৭/২০৪)[৪৩]

অষ্টাদশ সর্গ – শ্রীহর্ষের মতে ---- তাঁদের দুজনের এমন সব কামক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল, যা মহাকবিদেরও জ্ঞানের অগোচরে যা স্বৈরিণীরাও শেখেন নি, (১৮/২৯)[৪৪]। তোমার নাভি ও উরুর মধ্যবর্তী অঙ্গটিকে বিধাতাও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন -------। (১৮/৯৯)[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ সর্গ – শ্রী হর্ষের মতে – আকাশ হল যুগল দেবতাদের সম্ভোগশয্যা। সেখানে কামক্রীড়ার ফলে যে বালা খসে পড়েছে --------(১৯/৯)[৪৬]। -----সেই চক্রবাকমিথুনই জগতে কামশাস্ত্রে পারঙ্গম -------- । (১৯/৩৪)[৪৭]

বিংশ সর্গ – দময়ন্তী সম্পর্কে – সম্ভোগসুখের মর্মকে বিদ্ধ করে এমন সব এত ধর্মকর্ম আজ কোথায় অবশিষ্ট রইল ? (২০/৭)[৪৮]। ------- আপনি মহান্। আমরা বলি, আপনি সখীর হৃদয়ে বাস করতে থাকায় স্তনদুটি ভিতরে থাকতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এসেছে । (২০/৪৮)[৪৯]

একবিংশ সর্গ – দময়ন্তী সম্পর্কে – প্রেয়সীর স্তন থেকে বিচ্ছেদের আগুন থেকে উদ্ভূত ধোঁয়ার রাশিকে যেন ধরে রয়েছে ----- (২১/৯)[৫০]। হে রাজন্ ! ঘর্মজলে আপনার রোমগুলি স্নান করতে ভালোবাসে। তারা রমণের জন্যে জাগরিত থাকার ব্রত পালন করছে------ (২১/১৩৭)[৫১]

দ্বাবিংশ সর্গ – দময়ন্তী সম্পর্কে- এই মুখ দিয়ে অমৃতধারার মতো মধুর এই বাণী নির্গত হল এই কথা বলে সেই নল এর মুখচন্দ্র চুম্বন করলেন। -------------- (২২/১০২)[৫২]। হে হরিণনয়না! এই যে চন্দ্রমণ্ডল, তা আসলে কামদেবের শ্বেতছত্র, আর পূর্ণিমার পর তার যে-ক্ষয় তা নিশ্চয় কামদেবের ছত্রভঙ্গ অবস্থা (২২/১২৮)[৫৩]

এভাবে নানা দিক থেকে নানাভাবে শ্রীহর্ষের শৃঙ্গার রসের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। সত্যিই মাধুর্যময় এমন সুর লহরী সাহিত্য পিপাসুদের মুগ্ধ করে। তাই শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের সার্থক কবি।

তথ্যনির্দেশঃ

১. অস্তিবাম্যভরমস্তিকৌতুকং সাস্তিঘর্মজমস্তিবেপথু।
অস্তিভীতি রতমস্তিবাঞ্ছিতং প্রাপদস্তিসুখমস্তিপীড়নম্ ॥৬২॥

২. যস্তে নবঃ পল্লবিতঃ করাভ্যাং স্মিতেন যঃ কোরকিতস্তবাস্তে।
অঙ্গম্রদিম্না তব পুস্পিতো যঃ স্তনশ্রিয়া যঃ ফলিতস্তবৈব॥১২১॥
ন্যধিত তদ্ধৃদি শল্যমিব দ্বয়ং বিরহিতাং চ তথাপি চ জীবিতম্ ।
কিমথ তত্র নিহত্য নিখাতবান্ রতিপতিঃ স্তনবিল্বযুগেন তৎ ॥৪১॥

Dhaka University Institutional Repository

অতিশরব্যয়তা মদনেন তাং নিখিলপুষ্পময়স্বশরব্যয়াৎ।

স্ফুটমকারি ফলান্যপি মুগ্ধতা তদুরসি স্তনতালযুগার্পণা ॥৪২॥

৩. বহ্বমানি বিধিনাপি তাবকং নাভিমূরুযুগমন্তরাঙ্গকম্ ।

স ব্যধাদধিকবর্ণকৈরিদং কাঞ্চনৈর্ষদিতি তাং পুরাহ সঃ ॥৯৯॥

৪. এবং যদ্বদতা নৃপেণ তনয়া নাপৃচ্ছি লজ্জাপদং

যন্মোহঃ স্মরভূরকম্পি ৰপুষঃ পাণ্ডুত্বতাপাদিভিঃ।

যচ্চাশীঃ কপটাদবাদি সদৃশী স্যাত্তত্র যা সান্ত্বনা

তন্মাত্বালিজনো মনোঽব্ধিমতনোদানন্দমন্দাক্ষয়োঃ ॥১২২॥

৫. যজ্বভার্যাশ্বমেধাশ্বলিঙ্গালিঙ্গিবরাঙ্গতাম্ ।

দৃষ্ট্বাচষ্ট স কর্তারং শ্রুতের্ভগুমপণ্ডিতঃ ॥২০৪॥

৬. ন স্থলী ন জলধির্ন কাননং নাদ্রিভূর্ন বিষয়ো ন বিষ্টপম্ ।

ক্রীড়িতা ন সহ যত্র তেন সা সা বিধৈব ন যয়া যয়া ন বা ॥৮৪॥

৭. তৌ মিথো রতিরসায়নাৎ পুনঃ সংবুভুক্ষুমনসৌ বভূবতুঃ।

চক্ষমে ন তু তয়োর্মনোরথং দুর্জনী রজনিরল্পজীবনা ॥১৪১॥

সংগময্য বিরহেঽস্মি জীবিকা যৈব বামথ রতায় তৎক্ষণম্ ।

হন্ত দগ্ধ ইতি রুষ্টয়াবয়োর্নিদ্রয়াহদ্য কিমু নোপসদ্যতে ॥

৮. তৎক্ষণাবহিতভাবভাবিতদ্বাদশাত্মসিতদীধিতিস্থিতিঃ।

স্বাং প্রিয়ামভিমতক্ষণোদয়াং ভাবলাভলঘুতাং নুনোদ সঃ ॥১১৫॥

স্বেন ভাবজননে স তু প্রিয়াং বাহুমূলকুচনাভিচুম্বনৈঃ।

নির্মমে রতরহঃসমাপনাশর্মসারসমসংবিভাগিনীম্ ॥১১৬॥

বিশ্লথৈরবয়বৈর্নিমীলয়া লোমভির্দ্রুতমিতৈর্বিনিদ্রতাম্ ।

সূচিতং শ্বসিতসীৎকৃতৈশ্চ তৌ ভাবমক্রমকমধ্যগচ্ছতাম্ ॥১১৭॥

৯. চুম্বসেঽয়ময়মঙ্ক্যসে নথৈঃ শ্লিষ্যসেঽরময়মর্প্যসে হৃদি।

নো পুনর্ন করবাণি তে গিরঃ হুং ত্যজ ত্যজ ইবাস্মি কিংকরা ॥৯০॥

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যলীকরতকাতরা প্রিয়ং বিপ্রলভ্য সুরতে হ্রিয়ং চ সা।
চুম্বনাদি বিততার মায়িনী কিং বিদগ্ধমনসামগোচরঃ॥৯১॥

১০. জগজ্জয়ং তেন চ কোশমক্ষয়ং প্রণীতবান্ শৈশবশেষবানয়ম্ ।
সখা রতিশস্য ঋতুর্যথা বনং বপুস্তথলিঙ্গদথাস্য যৌবনম্ ।১৯ ॥

১১. উরোভুবা কুম্ভযুগেন জম্ভিতং নবোপহারেণ বয়স্কৃতেন কিম্ ।
ত্রপাসরিদ্দুর্গমপি প্রতীর্য সা নলস্য তন্বী হৃদয়ং বিবেশ যৎ ॥৪৮॥

১২. ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্ভ্রুবা।
নলিকে ন তদুচ্চনাসিকে ত্বয়ি নালীকবিমুক্তিকাময়োঃ ॥২৮॥

১৩. ত্বয়ি বীর! বিরাজতে পরং দময়ন্তী কিল কিংচিতং কিল।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণিহারাবলিরামণীয়কম্ ॥৪৪॥

১৪. ত্বয়ি বীর! বিরাজতে পরং দময়ন্তী কিল কিংচিতং কিল।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণিহারাবলিরামণীয়কম্ ॥৪৪॥

১৫. স্তনদ্বয়ে তন্বি ! পরং তবৈব পৃথৌ যদি প্রাপ্যতি নৈষধস্য।
অনঙ্গবৈদগ্ধ্যবিবর্ধিনীনাং পত্রাবলীনাং রচনা সমাপ্তিম্ ॥১১৮॥

১৬. বন্ধাঢ্যনানারতমল্লযুদ্ধপ্রমোদিতৈঃ কেলিবনে মরুদ্ভিঃ।
প্রসূনবৃষ্টিং পুনরুক্তমুক্তাং প্রতীচ্ছতং ভৈমি! যুবাং যুবানৌ ॥১২৪॥

১৭. কুসুমচাপজতাপসমাকুলং কমলকোমলমৈক্ষ্যত তন্মুখম্ ।
অহরহর্বহদভ্যধিকাধিকাং রবিরুচিগ্লপিতস্য বিধোর্বিধাম্ ॥৬॥

১৮. মদনতাপভরেণ বিদীর্য নো যদুদপাতি হৃদা দমনস্বসুঃ।
নিবিড়পীনকুচদ্বয়যন্ত্রণা তমপরাধমধাৎপ্রতিবন্ধতী ॥১০॥

১৯. সম্প্রতি প্রতিমুহূর্তমপূর্বা কাপি যৌবনজবেন ভবন্তী।
আশিখং সুকৃতসারভূতে সা ক্বাপি যুনি ভজতে কিল ভাবম্ ॥২৭॥

২০. কাপি কামপি বভাণ বুভুৎসুং শৃন্বতি ত্রিদশভর্তরি কিঞ্চিৎ।
এষ কশ্যকসুতামভিগন্তা পশ্য কশ্যপসুতঃ শতযজ্ঞঃ ॥৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

২১. অন্তঃপুরান্তঃ স বিলোক্য বালাং কাঞ্চিৎ সমালব্ধুমসংবৃতোরূম্ ।
নিমীলিতাক্ষঃ পরয়া ভ্রমন্ত্যা সংঘট্টমাসাদ্য চমচ্চকার ॥১৩॥

২২. পশ্যন্ স তস্মিন্নরুতাপি তস্যাঃ স্তনৌ পরিস্প্রষ্টুমিবাস্তবস্ত্রৌ ।
অক্ষান্তপক্ষান্তমৃগাঙ্কমাস্যং দধার তির্যগ্বলিতং বিলক্ষঃ ॥১৮॥

২৩. বেলামতিক্রম্য চিরং মুখেন্দোরালোকপীযূষরসেন তস্যা ।
নলস্য রাগাম্বুনিধৌ বিবৃদ্ধে তুঙ্গৌ কুচাবাশ্রয়তি স্ম দৃষ্টিঃ ॥৪॥

২৪. এতৎকুচস্পর্ধিতয়া ঘটস্য খ্যাতস্য শাস্ত্রেষু নিদর্শনেত্বম্ ।
তস্মাচ্চ শিল্পান্মণিকাদিকারী প্রসিদ্ধনামাজনি কুম্ভকারঃ॥৭৫॥

২৫. যদক্রমং বিক্রমশক্তিসাম্যাদুপাচর দাবপি পঞ্চবাণঃ ।
চক্রে ন বৈমত্যমমুষ্য কস্মাদ্বাণৈরনদ্ধাদ্ধাবিভাগভাগ্‌ভিঃ ॥৪॥

২৬. রবৈর্গুণাস্ফালভবৈঃ স্মরস্য স্বর্ণাথকর্ণৌ বধিরাবভূতাম্
গুরোঃ শৃণোতু স্মরমোহনিদ্রাপ্রবোধদক্ষাণি কিমক্ষরাণি ॥৬৮॥

২৭. পরিষ্বজস্বানবকাশবাণতা স্মরস্য লগ্নে হৃদয়েদ্বয়েঽস্তু নৌ ।
দৃঢ়া মম ত্বৎকুচয়োঃ কঠোরয়োরুরস্তটীয়ং পরিচারিকোচিতা ॥১১৬॥

২৮. গিরানুকম্পস্ব দয়স্ব চুম্বনৈঃ প্রসীদ শুশ্রূষয়িতুং ময়া কুচৌ।
নিষেব চান্দ্রস্য করোৎকরস্য যন্মম ত্বমেকাসি নলস্য জীবিতম্ ॥১২০॥

২৯. সাক্ষাৎ সুধাংশুর্মুখমেব ভৈম্যা দিবঃ স্ফুটং লাক্ষণিকঃ শশাঙ্কঃ।
এতদ্ ভ্রবৌ মুখ্যমনঙ্গচাপং পুষ্পং পুনস্তদ্গুণমাত্রবৃত্ত্যা ॥১১৬॥

৩০. ব্যধত্ত সৌধৌ রতিকাময়োস্তদ্ভক্তং বয়োহস্যা হৃদি বাসভাজোঃ।
তদগ্রজাগ্রৎপৃথুশাতকুম্ভকুম্ভৌ ন সম্ভাবয়তি স্তনৌ কঃ ॥১২২॥

৩১. সাবর্তভাবভবদদ্ভুতনাভিকূপে ! স্বভৌমমেতদুপর্বতনমাত্মনৈব।
স্বারাজ্যমর্জয়সি ন শ্রিয়মেতদীয়ামেতদ্গৃহে পরিগৃহাণ শচীবিলাসম্ ॥২৮॥

৩২. তস্মিন্ মলিম্লুচ ইব স্মরকেলিজন্মঘর্মোদিন্দুময়মৌক্তিকমগুনং তে ।
জালৈর্মিলন্ দধিমহোদধিপূরলোলকল্লোলচামরমরুত্তরুণি ! চ্ছিনত্তু ॥৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. অনন্তরং তামবদন্নপান্তরং অদ্রর্থদৃক্তারতরঙ্গরিঙ্গণা।

তৃণীভবৎপুষ্পশরং সরস্বতী স্বতীব্রতেজঃ পরিভূতভূতলম্ ॥৩২॥

৩৪. আচূড়াগ্রমমজ্জয়জ্জয়পটুর্যচ্ছল্যকাণ্ডানয়ং

সংরম্ভে রিপুরাজকুঞ্জরঘটাকুম্ভস্থলেষু স্থিরান্ ।

সা সেবাস্য পৃথুঃ প্রসীদসি তয়া নাস্মৈ কুতস্ত্বৎকুচ-

স্পর্ধাগর্ধিষু তেষু তান্ ধৃতবতে দণ্ডান্ প্রচণ্ডানপি ॥৪০॥

৩৫. ভৈম্যা স্রজঃসঞ্জনয়া পথি প্রাক্স্বয়ংবরং সঞ্জনয়াম্বভূব।

সম্ভোগমালিঙ্গনয়াস্য বেধাঃ শেষং তু কং হন্তুমিয়দ্ যতধ্বে ॥৪৪॥

৩৬. রোমাঙ্কুরৈর্দন্তুরিতাখিলাঙ্গী রম্যাধরা সা সুতরাং বিরেজে ।

শরব্যদশৈঃ শ্রিতমণ্ডনশ্রীঃ স্মারী শরোপাসনবেদিকেব ॥৫৪॥

৩৭. বৈদর্ভীবহুজন্মনির্মিততপঃশিল্পেন দেহশ্রিয়া

নেত্রাভ্যাং স্বদতে যুবায়মবনীবাসঃ প্রসূনায়ুধঃ ।

গীর্বাণালয়সার্বভৌমসুকৃতপ্রাগ্ভারদুষ্প্রাপয়া

যোগং ভীমজয়ানুভূয় ভজতামদ্বৈতমদ্য ত্বিষাম্ ॥৮৭॥

৩৮. স্ত্রীপুংসব্যতিষঞ্জনং জনয়তঃ পত্যুঃ প্রজানামভূ-

দভ্যাসঃ পরিপাকিমঃ কিমনয়োদাম্পত্যসম্পত্তয়ে ।

আসাংসারপুরন্ধ্রিপুরুষমিথঃপ্রেমার্পণক্রীড়য়া-

প্যেতজ্জম্পতিগাঢ়রাগরচনাৎ প্রাকর্ষি চেতোভুবঃ ॥৮৮॥

৩৯. পপৌ ন কোঽপি ক্ষণমাস্যমেলিতং জলস্যগণ্ডুষমুদীতসংমদঃ ।

চুচুম্ব তত্র প্রতিবিম্বিতং মুখং পুরঃস্ফুরত্যাঃ স্মরকার্মুকভ্রুবুঃ ॥৬৫॥

৪০. বয়োবশস্তোকবিকস্বরস্তনীং তিরস্তিরশ্চুম্বতি সুন্দরে দৃশা।

স্বয়ং কিল স্রস্তমুরঃস্থমম্বরং গুরুস্তনী হ্রীণতরাঽপরাদদে ॥৬৯॥

৪১. যস্ত্রিবেদীবিদাং বন্দ্যঃ স ব্যাসোঽপি জজল্প বঃ ।

রামায়া জাতকামায়াঃ প্রশস্তা হস্তধারণা ॥৪৭॥

Dhaka University Institutional Repository

৪২. ক্রতৌ মহাব্রতে পশ্যন্ ব্রহ্মচারীত্বরীরতম্ ।

যজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়ামজ্ঞঃ স ভণ্ডাকাণ্ডতাণ্ডবম্ ॥২০৩॥

৪৩. যজ্বভার্যাশ্বমেধাশ্বলিঙ্গালিঙ্গিবরাঙ্গতাম্ ।

দৃষ্ট্বাচষ্ট স কর্তারং শ্রুতের্ভণ্ডমপণ্ডিতঃ ॥২০৪॥

৪৪. তত্র সৌধসুরভূধরে যয়োরাবিরাসুরথ কামকেলয়ঃ ।

যে মহাকবিভিরপ্যবীক্ষিতাঃ পাংসুলাভিরপি যে ন শিক্ষিতাঃ ॥২৯॥

৪৫. বহ্বমানি বিধিনাপি তাবকং নাভিমূরুযুগমন্তরাঙ্গকম্ ।

স ব্যধাদধিকবর্ণকৈরিদং কাঞ্চনৈর্ষদিতি তাং পুরাহ সঃ ॥৯৯॥

৪৬. ত্রিদশমিথুনক্রীড়াতল্পে বিহায়সি গাহতে

নিধুবন্ধুতস্রগ্ভাগশ্রীবরং গ্রহসংগ্রহঃ।

মৃদুতরকরাকারৈস্তূলোৎকরৈরুদরম্ভরিঃ

পরিহরতি নাখণ্ডো গণ্ডোপধানবিধাং বিধুঃ ॥৯॥

৪৭. জগতি মিথুনে চক্রাবেব স্মরাগমপারগৌ

নবমিব মিথঃ সম্ভুঞ্জাতে বিযুজ্য যৌ।

সততমমৃতাদেরাহারাদ্ যদাপদরোচকং

তদমৃতভূজাং ভর্তা শম্ভুর্বিষং বুভুজে বিভুঃ ॥৩৪॥

৪৮. কৈতাবান্ শর্মমর্মাবিদ্বিদ্যতে বিধিরদ্য তে।

ইতি তং মনসা রোষাদবোচদ্বচসা ন সা॥৭॥

৪৯. অধ্যাসিতে বয়স্যায়া ভবতা মহতা হৃদি।

স্তনাবন্তরসংমান্তৌ নিষ্ক্রান্তৌ ক্রমহে বহিঃ ॥৪৮॥

৫০. প্রেয়সীকুচবিয়োগহবির্ভুপ্জন্মধূমবিততীরিব বিভ্রৎ ।

স্নায়িনঃ করসরোরুহযুগ্মং তস্য গর্ভধৃতদর্ভমরাজৎ ॥৯॥

৫১. স্বেদাপ্লবপ্রণয়িনী নবরোমরাজী রত্যৈ যথাচরতি জাগরিতব্রতানি ।

আভাসিতেন নরনাথ! মধূথসান্দ্রমগ্নাসমেষুশরকেশরদন্তরাঙ্গঃ ॥১৩৭॥

Dhaka University Institutional Repository

৫২. ইতো মুখাদ্বাগিয়মাবিরাসীৎ পীযূষধারামধুরেতি জল্পন্ ।
অচুম্বদস্যাঃ স মুখেন্দুবিম্বং সংবাবদূকশ্রিয়মম্বুজানাম্ ॥১০২॥

৫৩. মৃগাক্ষি! যন্মণ্ডলমেতদিন্দোঃ স্মরস্য তৎ পাণ্ডুরমাতপত্রম্ ।
যঃ পূর্ণিমানন্তরমস্য ভঙ্গঃ স চ্ছত্রভঙ্গঃ খলু মন্মথস্য ॥১২৮॥

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার: শ্রীহর্ষ সংস্কৃত সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য কবি। তাঁর রচিত নৈষধচরিত বাইশটি সর্গে বিভক্ত একখানি মহাকাব্য। যেহেতু তিনি মহাকাব্য লিখেছেন তাই তিনি মহাকবি। মহাকাব্য রচয়িতা হিসেবে তিনি পরিচিতি থাকলেও তিনি একজন বড়মাপের দার্শনিক ও নৈয়ায়িক ছিলেন। আজ থেকে আটশত বছর আগেও তিনি আবির্ভূত হয়ে নৈষধচরিত মহাকাব্যে শৃঙ্গার রসের যে মনোরম পুষ্পোদ্যান সৃষ্টি করেছেন তাঁর জন্য তিনি প্রশংসার দাবিদার। এজন্য বিখ্যাত মনীষীরাও তাঁর কাব্য অনন্যসাধারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই মহাকাব্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। শৃঙ্গার রসের রসিক হিসেবে তিনি শৃঙ্গারের মাধুর্যময়, আধুনিক, বাস্তবসম্মত শিল্প রূপায়িত করেছেন। মহাকাব্যের নায়ককে কবি কামের দেবতা মদনের সাথে তুলনা করেছেন এবং নায়িকাকে কামের রাণী রতিদেবীর সাথে তুলনা করেছেন। শৃঙ্গার মূলত লিঙ্গ নির্ভর তাই তিনি স্ত্রীলিঙ্গ ও পুং লিঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে বিশেষভাবে তিনি নায়িকার অঙ্গবর্ণনায় বেশি আগ্রহী ছিলেন। এই শৃঙ্গার ক্রীড়া তিনি শুধু নর-নারীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি রাজা, মহিষী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, পশু-পাখি, দাস-দাসী, অতিথি, বেশ্যা, এমনকি কীট-পতঙ্গের শৃঙ্গার সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন। শৃঙ্গারের জন্য স্থান কাল-পাত্রের বিষয় থাকে না শ্রীহর্ষ তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শৃঙ্গারের শব্দ, উষ্ণতা ও শীতলতার কথা শ্রীহর্ষ বলেছেন। শৃঙ্গারের যে বিশেষ কৌশল রয়েছে শ্রীহর্ষ তা বর্ণনা করেছেন। সঠিক শৃঙ্গারে যে নারী জাতি বশ্যতা স্বীকার করে তিনি সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। শৃঙ্গারে নিজের মনের যে নিয়ন্ত্রণ দরকার এবং সেই সময়ে দুজনেরই সমাপ্তিজনিত সুখ আস্বাদন করা উচিত শ্রীহর্ষ তা উল্লেখ করেছেন। শৃঙ্গারে যে অনুভূতি, সুখ, আকাঙ্ক্ষা আছে শ্রীহর্ষ তা পরিষ্কার বলেছেন। এ সমস্ত বিষয় থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত শৃঙ্গার রসের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বিধাতার আশ্চর্য নিয়মে। তেমনি নল-দময়ন্তীও স্রষ্টার অশেষ বিধানে পরিণতি লাভ করে। মহাভারতে বনপর্ব থেকে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও শ্রীহর্ষ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শৃঙ্গার রসের বাতাবরণে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। সংস্কৃত মহাকাব্যের ইতিহাসে শৃঙ্গার রসসর্বস্ব মহাকাব্য হিসেবে নৈষধচরিত অন্যতম। তিনি মহাভারত থেকে কাহিনী নিলেও তিনি মূলত বাৎস্যায়ন লিখিত কামসূত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। কেননা নৈষধচরিত মহাকাব্যে ~~যেভাবে~~ প্রথম সর্গ থেকে প্রেমার্ত হৃদয়ে নল-দময়ন্তীর প্রণয় থেকে আরম্ভ করে আলিঙ্গন, চুম্বন, দন্তচ্ছেদ, নখচ্ছেদ, স্তনাদি পীড়ন, বস্ত্রাদি উন্মোচন, কামক্রীড়া প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

শৃঙ্গারের অভিনব বিষয় শ্রীহর্ষ যৌন সাহিত্যের আদলে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই মহাকাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। পর্বত থেকে উৎপন্ন হওয়া ঝর্ণা যেমন নদীর পানে বয়ে চলে, তেমনি শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের নদী নৈষধচরিতে প্রবহমাণ করেছেন। জোরে গর্জনশীল মেঘের মত যৌবন নায়ক/নায়িকার অন্তরে/অন্তরে জাগরিত করেছেন। নৈষধচরিতের প্রথম সর্গ যেন শৃঙ্গারের একটি ছোট বৃক্ষ। তা ধীরে ধীরে পত্র-পল্লবে মুকুলিত হতে হতে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়েছে, যা শৃঙ্গারের সমস্ত বৈচিত্র্য নিপুণ শিল্পীর তুলিতে চিত্রায়িত হয়েছে। সত্যিই এই শৃঙ্গার রসের প্রবাহ চিরদিন সমগ্র পাঠকের মনোভূমিকে প্লাবিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলিঃ

১. ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী (প্রধান উপদেষ্টা), সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, চতুর্দশ খণ্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ, নবপত্র প্রকাশন, ৮ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা - ১৯৮২

২. ড. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা – ২০০০/বি

৩. বিশ্বনাথ কবিরাজ, সাহিত্যদর্পণঃ, অধ্যাপক শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা - ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

৪. অশোকনাথ শাস্ত্রী, রস ও ভাব, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা - ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

৫. ড. দেবকুমার দাস, সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা - ১৪০৪

৬. ড. বিমানচন্দ্র ভাট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, বুকওয়ার্লড, ৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা– ২০০৪

৭. এস রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত, ভরতনাট্যশাস্ত্রম্, গায়কোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজ নং ৬৮, ওরিয়েন্টাল ইনিস্টিটিউট, বরোদা – ১৯৯৭

৮. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত, মহাভারত, সারানুবাদ-রাজ শেখর বসু, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

৯. বাল্মীকি-রামায়ণ, সারানুবাদ-রাজ শেখর বসু, নবযুগ প্রকাশণী, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

১০.ড. দুলাল ভৌমিক, কৌতুকরত্নাকর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - ১৯৯৭

১১.শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা – ২০০২

১২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা – ২০০৪

১৩. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,সংস্কৃত সাহিত্যে শৃঙ্গার, সদেশ, ১০১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ২০০৪

১৪.পৃথ্বীরাজ সেন সংকলিত, বিশ্বের কামসূত্র সমগ্র, কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা – ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১৫. শ্রী হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালা, শ্রী নৈষধমহাকাব্যম্ (প্রথম সর্গ থেকে নবম সর্গ), ২০৫ – গোপাল মন্দির লেন, বারানসি – ২২১০০০১

১৬. ড. সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভরত নাট্যশাস্ত্র, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা – ৭৩

১৭. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা – ২০০২

১৮. শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বাংলা অভিধান, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কোলকাতা – ১৪০ বঙ্গাব্দ

১৯. Motivation and Personality, Abraham Maslow, Third Edition, Harper and Row Publishers, Newyork, Basic Bank.

২০. Three Essays on the theory of sexuality, Sigmund Frud, Trans toms strachay -1962), Newyork, Basic Bank.

Dhaka University Institutional Repository

নাবা স্মরঃ কিং হরভীতিগুপ্তেঃ পয়োধরে খেলতি কুম্ভ এব।
ইত্যর্ধচন্দ্রাভনখাঙ্কচুম্বিকুচা সখী যত্র সখীভিরুচে ॥৬৬॥

যে-সখীর পয়োধরে অর্ধচন্দ্রাকার নখচিহ্ন ছিল, সেখানে তাঁকে সখীরা বললেন – শিবের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্যে তোমার স্তনের জলাধারে (= পয়োধরে) কি মদন নৌকা নিয়ে ঘুরছেন ? ॥৬৬॥

আলিখ্য সখ্যাঃ কুচপত্রভঙ্গীমধ্যে সুমধ্যা মকরীং করেণ।
যদ্রাবদন্তাময়মালি ! যানং মন্যে ত্বদেকাবলিনাকনদ্যাঃ ॥৬৯॥

সেখানে সুন্দর কটিদেশ নিয়ে এক সখী স্তনের পত্ররেখা হাত দিয়ে এঁকে তাঁকে বললেন – সখী ! মন্দাকিনীর মতো তোমার একাবলী হারের এটি যান বলে মনে হচ্ছে ॥৬৯॥

তামেব সা যত্র জগাদ ভূয়ঃ পয়োধিষাদঃ কুচকুম্ভয়োস্তে।
সেয়ং স্থিতা তাবকহৃচ্ছয়াঙ্কপ্রিয়াস্তু বিস্তারযশঃপ্রশস্তিঃ ॥৭০॥

সেখানে তিনি তাঁকেই আরও বললেন – তোমার কলসীর মতো স্তনে যে জল-জন্তুর চিহ্ন, তা তোমার হৃদয়ে বর্তমান থাকা মদনের কেতনচিহ্নের প্রেয়সী। এটি তোমার স্তনের প্রসারের কীর্তিলিপি হোক ॥৭০॥

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম সর্গ

দূতিয়ালী হিসেবে নল যখন দময়ন্তীর ভবনে প্রবেশ করলেন তখন নলের দৃষ্টি দময়ন্তীর যে সব অঙ্গে পতিত হল তাতে শৃঙ্গার রসের বিশেষরূপ প্রতিভাত হয়েছে। যেমন –

বেলামতিক্রম্য চিরং মুখেন্দোরালোকপীযূষরসেন তস্যা !
নলস্য রাগাম্বুনিধৌ বিবৃদ্ধে তুঙ্গৌ কুচাবাশ্রয়তি স্ম দৃষ্টিঃ ॥৪॥

বহুক্ষণ তার মুখচন্দ্র দেখার অমৃতরসে অনুরাগের সাগর তটভূমি ছাপিয়ে বেড়ে ওঠার পর নলের দৃষ্টি তাঁর দুটি উন্নত স্তন আশ্রয় করল ॥৪॥

মগ্না সুধায়াং কিমু তন্মুখেন্দোর্লগ্না স্থিতা তৎকুচয়োঃ কিমন্তঃ।
চিরেণ তন্মধ্যমমুঞ্চতাস্য দৃষ্টিঃ ক্রশীয়ঃ স্খলনাদ্ভিয়া নু ॥৫॥

এর দৃষ্টি কি তাঁর মুখচন্দ্রের শোভায় ডুব দিয়েছিল ? তাঁর দুটি স্তনের মাঝখানে আটকে পড়েছিল ? পড়ে যাওয়ার ভয়ে কি তাঁর ক্ষীণ কটিদেশ বহুক্ষণ পরে ছেড়েছিল ? ॥৫॥

প্রিয়াঙ্গপান্থ কুচয়োর্নিবৃত্য নিবৃত্য লোলা নলদৃগু ভ্রমন্তী।
বভৌতমাং তন্মৃগনাভিলেপতমঃসমাসাদিতদিগ্‌ভ্রমেব ॥৬॥

নলের লোলুপ দৃষ্টি তাঁর প্রেয়সীর অঙ্গের নিত্য পথিক। তাঁর স্তনে মৃগনাভি লেপন যেন অন্ধকারের মতো। তাতে দিক ভ্রান্ত হয়ে সে-দৃষ্টি স্তনদুটিতে ঘুরে ঘুরে অত্যন্ত শোভা লাভ করল ॥৬॥

বিভ্রম্য তচ্চারুনিতম্বচক্রে দূতস্য দৃক্ তস্য খলু স্খলন্তী।
স্থিরা চিরাদাস্ত তদূরুরম্ভাস্তম্ভাবুপাশ্লিষ্য করেণ গাঢ়ম্ ॥৭॥

তাঁর সুন্দর নিতম্বচক্রে সেই দূতের দৃষ্টি যেন স্খলিত হতে হতে তাঁর কদলী-স্তম্ভের মতো উরুদুটিকে হাত দিয়ে গভীর আলিঙ্গন করে বহুক্ষণ স্থির থাকল ॥৭॥

Dhaka University Institutional Repository

বাসঃ পরং নেত্রমহং ন নেত্র কিমু ত্বমালিঙ্গ্য তন্ময়াপি।
উরোনিতম্বোরু কুরু প্রসাদমিতীব সা তৎপদয়োঃ পপাত ॥৮॥

'কেবল তোমার বস্ত্রই 'নেত্র' (অর্থাৎ আচ্ছাদন), আমি নেত্র নই কি ? তাই আমার সঙ্গেও তুমি তোমার বক্ষ, নিতম্ব ও উরুদেশের আলিঙ্গন করাও। প্রসন্ন হও।'-এই ভাবে যেন সেই দৃষ্টি তাঁর দুটি চরণে আনত হল ॥৮॥

পদে বিধাতুর্যদি মন্মথো বা মমাভিষিচ্যেত মনোরথা বা।
তদা ঘটেতাপি ন বা তদেতৎ প্রতিপ্রতীকাদ্ভুতরূপশিল্পম্ ॥১০॥

বিধাতার পদে যদি কামদেব বা আমার অভিলাষকে অভিষিক্ত করা হত, তবে প্রত্যেক অঙ্গে এই অদ্ভুত সৌন্দর্যের শিল্পসুষমা মুষ্টি হত বা হত না ॥১০॥

তরঙ্গিণী ভূমিভৃতঃ প্রভৃতা জানামি শৃঙ্গাররসস্য সেয়ম্ ।
লাবণ্যপূরাঽজনি যৌবনেন যস্যাং তথোচ্চৈস্তনতাঘনেন ॥১১॥

পর্বত থেকে উৎপন্ন হওয়ার মতো রাজার থেকে জন্ম নিয়েছেন এই সেই শৃঙ্গার- রসের নদী। জোরে গর্জনশীল মেঘের মতো তাঁর যৌবন এই ভাবে উন্নত স্তনে ঘণীভূত হওয়ায় সেই নদী লাবণ্য পূর্ণ হয়েছে ॥১১॥

প্রত্যঙ্গমস্যামভিকেন রক্ষাং কর্তুং মঘোনেব নিজাস্ত্রমস্তি।
বজ্রং ভূষামণিমূর্তিধারি নিয়োজিতং তদ্দ্যূতিকার্মুকং চ ॥১৯॥

মনে হয়, ইন্দ্র কামুক হয়ে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ রক্ষা করার জন্যে অলঙ্কারের মণি-মুক্তোর আকারে বজ্রকে ও মণিমুক্তোর বিচ্ছুরণের আকারে ধনুককে নিজের অস্ত্র নিযুক্ত করেছিলেন ॥১৯॥

ভ্রুভ্যাং প্রিয়ায়া ভবতা মনোভূচাপেন চাপে ঘনসারভাবঃ।
নিজাং যদপ্লোষদশামপেক্ষ্য সম্প্রত্যনেনাধিকবীর্যতার্জি ॥২৫॥

প্রেয়সীর ভ্রূযুগল কামদেবের ধনুক হয়ে দৃঢ়ভাব লাভ করেছিল, যার জন্যে দহনের সময়ে অদগ্ধ থাকার চাইতেও এখন বেশি শক্তি লাভ করেছে ॥২৫॥

Dhaka University Institutional Repository

ইষুত্রয়েণৈব জগৎত্রয়স্য বিনির্জয়াৎ পুষ্পময়াশুগেন।

শেষা দ্বিবাণী সফলীকৃতেয়ং প্রিয়াদৃগম্ভোজপদেঽভিষিচ্য ॥২৭॥

পুষ্পধনু মদন তিনটি শরেই তিন ভুবন জয় করার ফলে বাকি দুটি শরকে এই প্রেয়সীর পদ্মের মতো চোখের জায়গায় অভিষিক্ত করে সার্থক করেছেন ॥২৭॥

সেয়ং মৃদুঃ কৌসুমচাপযষ্টিঃ স্মরস্য মুষ্টিগ্রহণার্হমধ্যা।

তনোতি নঃ শ্রীমদপাঙ্গমুক্তাং মোহায় যা দৃষ্টিশরৌঘবৃষ্টিম্ ॥২৮॥

এঁর দেহের মধ্যভাগ হাতের মুঠোয় ধরা যায়। ইনিই কামদেবের সেই ফুলের ধনুক। ইনি তাঁর চোখের সুন্দর কোণ থেকে আমাদের মোহগ্রস্ত করার জন্যে দৃষ্টি-পাতের শর বর্ষণ করেন ॥২৮॥

বন্ধূকবন্ধূভবদেতদস্যা মুখেন্দুনানেন সহোজ্জিহানম্ ।

রাগশ্রিয়া শৈশবযৌবনীয়াং স্বমাহ সন্ধ্যামধরোষ্ঠলেখা ॥৩৭॥

তাঁর অধরের রেখা এই মুখচন্দ্রের সঙ্গে উৎপন্ন হয়ে বন্ধুকে ফুলের মতো রক্তিমা অনুরাগের শোভায় নিজেকে শৈশব ও যৌবনের সন্ধিকাল বলে ঘোষণা করছিল ॥৩৭॥

মধ্যোপকণ্ঠাবধরোষ্ঠভাগৌ ভাতঃ কিমপ্যুচ্ছ্বসিতৌ যদস্যাঃ ।

তৎ স্বপ্নসম্ভোগবিতীর্ণদন্তদংশেন কিং বা ন ময়াপরাদ্ধম্ ॥৪০॥

যেহেতু এঁর অধরোষ্ঠের মাঝখানের দুই পাশে কিছুটা উঁচু দেখায় তাই স্বপ্নে সম্ভোগের সময় তাতে দন্তাঘাত করে কি আমি অপরাধ করি নি ? ॥৪০॥

সম্ভুজ্যমানাদ্য ময়া নিশান্তে স্বপ্নেঽনুভূতা মধুরাধরেয়ম্ ।

অসীমলাবণ্যরদচ্ছদেয়ং কথং ময়ৈব প্রতিপদ্যতে বা ॥৪২॥

যেভাবে আজ রাতের শেষে স্বপ্নে মধুর অধরযুক্ত এই রমণীকে ভোগ করছি বলে অনুভব করছিলাম, তিনি অধরের অসীম লাবণ্য নিয়ে কীভাবে আমারই প্রত্যক্ষ হচ্ছেন তা আশ্চর্য ! ॥৪২॥

Dhaka University Institutional Repository

কিং নর্মদায়া মম সেয়মস্যা দৃশ্যাঽভিতো বাহুলতামৃণালী।

কুচৌ কিমুত্তস্থতুরন্তরীয়ে স্মরোষ্মশুষ্যত্তরবাল্যবারঃ ॥৭৩॥

আমার দৃষ্টিগোচর এই দময়ন্তীর নর্মদা নদী; তাঁর দুপাশে লতার মতো দুটি বাহু যেন মৃণালদণ্ড। কামসন্তাপে তাঁর বাল্যজীবন জলের মতো শুকিয়ে যাওয়ার ফলে অন্তরীপরূপে দুটি স্তন কি উপরে উঠেছে ? ॥৭৩॥

তালং প্রভু স্যাদনুকর্তুমেতাবুত্থানসুস্থৌ পতিতং ন তাবৎ ।

পরং চ নাশ্রিত্য তরুং মহান্তং কুচৌ কৃশাঙ্গ্যাঃ স্বত এব তুঙ্গৌ ॥৭৪॥

খসে-পড়া তালফল যদি উঠে উঁচুতে থাকে তাহলেও এই দৃশাঙ্গীর দুটি পুষ্ট স্তনকে অনুকরণ করতে পারবে না ? এমনকি উঁচু গাছ আশ্রয় করলেও নয় ॥৭৪॥

এতৎকুচস্পর্ধিতয়া ঘটস্য খ্যাতস্য শাস্ত্রেষু নিদর্শনত্বম্ ।

তস্মাচ্চ শিল্পান্মণিকাদিকারী প্রসিদ্ধনামাজনি কুম্ভকারঃ॥৭৫॥

এঁর স্তনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রসিদ্ধ ঘট শাস্ত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এই নির্মাণের জন্যেই মহাভাণ্ড নির্মাতার 'কুম্ভকার' এই প্রসিদ্ধ নাম হয়েছে ॥৭৫॥

গুচ্ছালয়স্বচ্ছতমোদবিন্দুবৃন্দাভমুক্তাফলফেনিলাঙ্কে।

মাণিক্যহারস্য বিদর্ভসুভ্রূপয়োধরে রোহতি রোহিতশ্রীঃ ॥৭৬॥

গুচ্ছহারের মুক্তাগুলো অত্যন্ত স্বচ্ছ জলবিন্দুর মতো। তাদের উজ্জ্বল চিহ্ন বিদর্ভরাজকন্যার স্তনে আছে। তাতে মাণিক্যের হারের রক্তিম আভা প্রকটিত হচ্ছে ॥৭৬॥

নিঃশঙ্কসংকোচিতপঙ্কজোঽয়মস্যামুদীতো মুখমিন্দুবিম্বঃ।

চিত্রং তথাপি স্তনকোকযুগ্মং ন স্তোকমপ্যঞ্চতি বিপ্রয়োগম্ ॥৭৭॥

নিঃশঙ্কভাবে পদ্মকে সঙ্কুচিত করে দিয়ে এই দময়ন্তীর মুখের চাঁদ উঠেছে। আশ্চর্য! তবুও স্তনের চকোর-চকোরী এতটুকু বিরহও অনুভব করছে না ॥৭৭॥

Dhaka University Institutional Repository

আভ্যাং কুচাভ্যামিভকুম্ভয়োঃ শ্রীরাদীয়তেঽসাবনয়োঃ ক্ব তাভ্যাম্ ।
ভয়েন গোপায়িতমৌক্তিকৌ তৌ প্রব্যক্তমুক্তাভরণাবিমৌ যৎ ॥৭৮॥

এই দুটি স্তন কুম্ভের মতো হাতির মাথায় শোভা ধারণ করছে, কিন্তু হাতির মাথায় এই দুটির শোভা কোথায় ? কারণ, হাতির মাথা ভয়ে মুক্তো ভিতরে লুকিয়ে রাখে, কিন্তু স্তনদুটি মুক্তোর অলঙ্কার স্পষ্ট বাইরে রেখেছে ॥৭৮॥

করাগ্রজাগ্রচ্ছতকোটিরর্থী যয়োরিমৌ তৌ তুলয়েৎ কুচৌ চেৎ।
সর্বং তদা শ্রীফলমুন্মদিষ্ণু জাতং বটীমপ্যধুনা ন লব্ধুম্ ॥৭৯॥

যাঁর বাহুপ্রান্তে বজ্র অথবা শতকোটি ধন-সম্পদ, সেই-ইন্দ্র এই দুটি স্তনের প্রার্থী। সে-দুটির যদি তুলনা করতে যায় তো সমস্ত পাকা বেলফল এখন কানাকড়িও লাভ করবে না, অথবা, সমস্ত বেলফল এখন কানাকড়িও লাভ করবে না, বরং পাগল হয়ে যাবে ॥৭৯॥

স্তনতটে চন্দনপঙ্কিলেঽস্যা জাতস্য যাবন্মমানসানাম্ ।
হারাবলীরত্নময়ূখধারাকারাঃ স্ফুরন্তি স্খলনস্য রেখাঃ ॥৮০॥

এঁর চন্দনচর্চিত স্তনে সব যুবকদের চিত্তের যত স্খলন ঘটেছে তার চিহ্ন হারের রত্নচ্ছটার আকারে পরিস্ফুট হচ্ছে ॥৮০॥

ক্ষীণেন মধ্যেঽপি সতোদরেণ যৎ প্রাপ্যতে নাক্রমণং বলিভ্যঃ ।
সর্বাঙ্গশুদ্ধৌ তদনঙ্গরাজ্যে বিজৃম্ভিতং ভীমভুবীহ চিত্রম্ ॥৮১॥

আশ্চর্য ! এই ভীমরাজকন্যার দেহের মধ্যভাগে ক্ষীণ উদরদেশ তিনটি বলিরেখায় আক্রান্ত হয়নি। শুদ্ধ থাকায় মদনের রাজ্যে বা যৌবন-অবস্থায় তা প্রকাশিত হচ্ছে, এও আশ্চর্য ॥৮১॥

মধ্যং তনুকৃত্য যদীদমীয়ং বেধা ন দধ্যাৎ কমনীয়মংশম্ ।
কেন স্তনৌ সম্প্রতি যৌবনেঽস্যাঃ সৃজেদনন্যপ্রতিমাঙ্গদীপ্তেঃ ॥৮২॥

Dhaka University Institutional Repository

যদি এঁর মধ্যদেশ ক্ষীণ করে বিধাতা কমনীয় অংশ তুলে না রাখতেন, তাহলে অনুপম সৌন্দর্য দীপ্তিতে ভরপুর এই রাজকন্যার যৌবনে স্তনদুটি এখন কী দিয়ে সৃষ্টি হত ॥৮২॥

রোমাবলীরজ্জুমুরোজকুম্ভৌ গম্ভীরমাসাদ্য চ নাভিকূপম্ ।
মদ্‌দৃষ্টিতৃষ্ণা বিরমেদ্যদি স্যান্নৈষাং বৃতৈষা সিচয়েন গুপ্তিঃ ॥৮৪॥

আমার চোখের পিপাসা এঁর রোমের রশি, স্তনের কুম্ভ এবং নাভির কূপ দেখে শান্ত হবে; হায় ! এগুলির যদি বস্ত্রের আচ্ছাদন না থাকে ॥৮৪॥

উন্মূলিতালানবিলাভনাভিশ্ছিন্নস্খলচ্ছৃঙ্খলরোমদামা ।
মত্তস্য সেয়ং মদনদ্বিপস্য প্রস্বাপবপ্রোচ্চকুচাস্তু বাস্তু ॥৮৫॥

মদমত্ত হাতি, ইনি তাঁর বাসস্থান। এঁর নাভি সেই গর্ত যা থেকে বন্ধনদণ্ড তুলে ফেলা হয়েছে, এঁর রোম সেই শৃঙ্খল যা ছিঁড়ে পড়ে আছে আর পুষ্টস্তন সেই মৃত্তিকাস্তূপ যেখানে মত্তহাতি ঘুমোয় ॥৮৫॥

চক্রেণ বিশ্বং যদি মৎস্যকেতুঃ পিতুর্জিতং বীক্ষ্য সুদর্শনেন।
জগজ্জিগীষত্যমুনা নিতম্বদ্বয়েন কিং দুর্লভদর্শনেন ॥৮৯॥

মনে হয়, কুচকুম্ভ নির্মাণ করে যে যৌবনবেশী কুম্ভকার, তার সহকারী কারণগুলো-যেমন রোমের দণ্ড, নিতম্বের চক্র, সৌন্দর্যের সূত্র ও লাবণ্যের জল এসব-এই বালিকা ধরে রেখেছেন ॥৮৯॥

রোমবলীদণ্ডনিতম্বচক্রে গুণাঞ্চ লাবণ্যজলঞ্চ বালা।
তারুণ্যমূর্তেঃ কুচকুম্ভকর্তুর্বিভর্তি শঙ্কে সহকারিচক্রম্ ॥৯০॥

এই দময়ন্তীর গোপনাঙ্গ কি অশ্বত্থপাতাকে জয় করার জন্য খুঁজছে ? নাহলে, কিসের ভয়ে অন্যান্য পাতার চেয়ে এটি বিশেষভাবে কাপে ? ॥৯০॥

উরুপ্রকাণ্ডদ্বিতয়েন তস্যাঃ করঃ পরাজীয়ত বারণীয়ঃ।
যুক্তং হ্রিয়া কুণ্ডলনচ্ছলেন গোপায়তি স্বং মুখপুষ্করং সঃ ॥৯৪॥

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর দুটি প্রকাণ্ড উরুর কাছে হাতির শুঁড় পরাজিত হয়ে পদ্মের মতো মুখকে সংকুচিত করার ছলে স্বাভাবিক লজ্জায় লুকাতে থাকে।

অস্যাং মুনীনামপি মোহমূহে ভৃগুর্মহান্ যৎকুচশৈলশীলী।
নানারদাহ্লাদি মুখং শ্রিতোরুর্ব্যাসো মহাভারতসর্গযোগ্যঃ ॥৯৫

এঁর সম্বন্ধে মুনিদেরও মোহ হয় একথা বলতে পারি, কেননা বড়ো জলপ্রপাত তাঁর স্তনে পর্বতের পরিচয় পায় অথবা ভৃগুমুনি তাঁর স্তনের পরিশীলন করেন, তাঁর মুখ নারদকে আনন্দ দেয় এবং মহাভারত সৃষ্টির উপযুক্ত বিস্তার বা ব্যাসদেব তাঁর উরুতে আশ্রিত ॥৯৫॥

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম সর্গ

অষ্টম সর্গে দূতিয়ালীরূপে নল দেবতাদের সংবাদ যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তাতে শৃঙ্গার রসের বিশেষরূপ প্রতিভাত হয়েছে। যেমন –

যদক্রমং বিক্রমশক্তিসাম্যাদুপাচর দাবপি পঞ্চবাণঃ ।
চক্রে ন বৈমত্যমমুষ্য কস্মাদ্বাণৈরনদ্ধাদ্ধাবিভাগভাগ্‌ভিঃ ॥৪॥

কামদেব পাঁচটি শর নিয়ে সমান বিক্রমে যে একসঙ্গে দুজনকে আক্রমণ করলেন, শরগুলোর অর্ধেক অর্ধেক ভাগ সম্ভব না হলেও কেন যেন তার কমবেশি বিরোধ উপস্থিত হয় নি ॥৪॥

কয়াচিদালোক্য নলং ললজ্জে কয়াপি তদ্ভাসি হৃদা মমজ্জে।
তং কাপি মেনে স্মরমেব কন্যা ভেজে মনোভূবশভূয়মন্যা ॥৬॥

কেউ নলকে দেখে লজ্জা পেলেন, কেউবা তাঁর লাবণ্যে মনে মনে ডুব দিলেন, কোনো মেয়ে তাঁকে স্বয়ং কামদেব ভাবলেন, কেউ বা কামের বশবর্তী হয়ে পড়লেন ॥৬॥

রবৈর্গুণাস্ফালভবৈঃ স্মরস্য স্বর্ণাথকর্ণৌ বধিরাবভূতাম্
গুরোঃ শৃণোতু স্মরমোহনিদ্রাপ্রবোধদক্ষাণি কিমক্ষরাণি ॥৬৮॥

কামদেবের ধনুকের গুণ টানার শব্দে দেবরাজের দুটি কান বধির হয়ে পড়েছে। কামের মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে পারে এমন কথাবার্তা তিনি গুরু বৃহস্পতির কাছ থেকে কীভাবে শুনবেন? ॥৬৮॥

অনঙ্গপ্রতাপপ্রশমায় তস্য কদর্থ্যমানা মুহুরামৃণালম্ ।
মধৌ মধৌ নাকনদীনলিন্যো বরং বহন্তাং শিশিরেঽনুরাগম্ ॥৬৯॥

তাঁর কামঘটিত সন্তাপ উপশম করার জন্য মধুর বসন্ত ঋতুতে স্বর্নদীর পদ্মগুলির মৃণাল পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলা হয়, তারা শীত ঋতুকেই বরং ভালবাসতে থাকুক ॥৬৯॥

Dhaka University Institutional Repository

ত্বদ্‌গোচরস্তং খলু পঞ্চবাণঃ করোতি সন্তাপ্য তথা বিনীতম্ ।
স্বয়ং যথা স্বাদিততপ্তভূয়ঃ পরং ন সন্তাপয়িতা স ভূয়ঃ ॥৭২॥

আপনাকে উপলক্ষ করে কামদেব অগ্নিকে সন্তাপ দিয়ে এমন বিনীত করে দিয়েছেন যে নিজে সন্তাপ ভোগ করে তিনি আর অন্যকে সন্তাপ দেবেন না ॥৭২॥

পুত্রী সুহৃদ্যেন সরোরুহাণাং যৎ প্রেয়সী চন্দনবাসিতা দিক্ ।
ধৈর্যং বিভুঃ সোঽপি তবৈব হেতোঃ স্মরপ্রতাপজ্বলনে জুহাব ॥৭৭॥

পদ্মের বন্ধু সূর্য যাঁকে পুত্ররূপে পেয়েছেন, চন্দনের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণ দিক যাঁর প্রিয়তমা সেই সূর্যপুত্র যমও আপনারই জন্যে কামাগ্নিতে জ্বলছেন ॥৭৭॥

স্মরস্য কীর্ত্যেব সিতীকৃতানি তদ্দোঃপ্রতাপৈরিব তাপিতানি।
অঙ্গানি ধত্তে স ভবদ্বিয়োগাৎ পাণ্ডূনি চণ্ডজ্বরজর্জরাণি ॥৭৯॥

আপনার বিরহে তিনি শরীরের পাণ্ডুবর্ণ অঙ্গগুলি ধরে রেখেছেন। সেগুলি বুঝি কামের কীর্তিতে সাদা হয়ে গিয়েছে, তাঁর বাহুর শক্তিতে সন্তাপগ্রস্থ হয়েছে, প্রচণ্ড জ্বরে জর্জর হয়েছে ॥৭৯॥

তথা ন তাপায় পয়োনিধীনামশ্বামুখোত্থঃ ক্ষুধিতঃ শিখাবান্ ।
নিজঃ পতিঃ সম্প্রতি বারিপোঽপি যথা হৃদিস্থঃ স্মরতাপদুঃস্থঃ ॥৮১॥

কামসন্তাপে অসুস্থ হয়ে সমুদ্রগুলির আপন স্বামীরূপে তার অন্তরে বর্তমান থেকে এবং জলপতি হয়েও বরুণ সমুদ্রদের যেমন তাপ দিয়েছিল, ক্ষুধার্ত বাড়বাগ্নি তেমন তাপ দেয় নি ॥৮১॥

ন্যস্তং ততস্তেন মৃণালদণ্ডখণ্ডং বভাসে হৃদি তাপভাজি।
তচ্চিত্তমগ্নৈর্মদনস্য বাণৈঃ কৃতং শতচ্ছিদ্রমিব ক্ষণেন ॥৮৩॥

তারপর সন্তপ্ত বুকের উপরে তিনি যে-মৃণালের খণ্ড রাখেন তা তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যাওয়া মদনের বাণগুলোর জন্যে ক্ষণিকের মধ্যে শতচ্ছিদ্র হয়ে পড়ে ॥৮৩॥

Dhaka University Institutional Repository

একৈকমেতে পরিরভ্য পীনস্তনোপপীড়ং ত্বয়ি সন্দিশন্তি।

ত্বং নঃ প্রসূনাগুগবল্গুশল্যজুষাং বিশল্যৌষধিবল্লিরেধি ॥৯০॥

এঁদের প্রত্যেকেই আপনার সুডৌল স্তনে পীড়ত করা যায় এমন আলিঙ্গন জানিয়ে আপনাকে বার্তা পাঠিয়েছেন। আমরা ব্যাধের তুল্য মদনের অস্ত্রে মূর্ছিত আপনি আমাদের সুখের জন্যে বিশল্যকরণী হোন ॥৯০॥

ত্বৎকান্তিমস্মাভিরয়ং পিপাসন্ মনোরথাশ্বাসনয়ৈকয়ৈব।

নিজঃ কটাক্ষঃ খলু বিপ্রলভ্যঃ কিয়ন্তি যাবদ্ভণ বাসরাণি ॥৯১॥

আমাদের আপন কটাক্ষদৃষ্টি আপনার লাবণ্য পান করতে ইচ্ছুক। কেবল ইচ্ছাপূরণের আশ্বাস দিয়ে আমরা তাকে কতদিন বঞ্চণা করব, বলুন ॥৯১॥

নিজে সৃজাস্মাসু ভুজে ভজন্ত্যাবাদিত্যবর্গে পরিবেষবেষম্ ।

প্রসীদ নির্বাপয় তাপমঙ্গৈরনঙ্গলীলালহরীতুষারৈঃ ॥৯২॥

আমরা সূর্যসমষ্টি। আপনি আপনার দুটি হাতে তার মধ্যে সূর্যমণ্ডল রচনা করুন। প্রসন্ন হোন। আপনার অঙ্গ মদনের লীলালহরীতে শীতল। তা দিয়ে তাপ দূর করুন ॥৯২॥

দয়স্ব নো ঘাতয় নৈবমস্মাননঙ্গচণ্ডালশরৈরদৃশ্যৈঃ

ভিন্না বরং তীক্ষ্ণকটাক্ষবাণৈঃ প্রেমস্তব প্রেমরসাৎ পবিত্রৈঃ ॥৯৩॥

আমাদের দয়া করুন। চণ্ডাল মদনের অদৃশ্য শরগুলো দিয়ে এই ভাবে আমাদের মারবেন না। আমরা বরং আপনার প্রেমরসে পবিত্র, তীক্ষ্ণ কটাক্ষের বাণে বিদ্ধ হয়ে মরব ॥৯৩॥

অস্মাকমধ্যাসিতমেতদন্ত স্তাবদ্ভত্যা হৃদয়ং চিরায়।

বহিস্ত্বয়ালংক্রিয়তামিদানীমুরো মুরং বিদ্বিষতঃ শ্রিয়েব ॥৯৫॥

আমাদের হৃদয়ের মধ্যেভাগ বহুদিন থেকে আপনার অধিষ্ঠানক্ষেত্র। লক্ষ্মী যেমন মুরারি বিষ্ণুর বক্ষোদেশ অলঙ্কৃত করেন, তেমনি এখন আমাদের হৃদয়ের বর্হিভাগ আপনি অলঙ্কৃত করুন ॥৯৫॥

Dhaka University Institutional Repository

অস্মাকমস্মান্মদনাপমৃত্যোস্ত্রাণায় পীযূষরসোঽপি নাসৌ ॥

প্রসীদ তস্মাদধিকং নিজস্তু প্রযচ্ছ পাতুং রদনচ্ছদং নঃ ॥১০৪॥

কাম-নামে এই অপমৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা করতে প্রসিদ্ধ সুধা রসও সক্ষম নয়। তার চেয়েও বেশি আপনার অধর আমাদের পান করতে দিন। প্রসন্ন হোন ॥১০৪॥

নবম সর্গ

নবম সর্গে শ্রীহর্ষ দূতরূপী নল ও দময়ন্তীর কথোপকথনে শৃঙ্গার রসের পরিস্ফুটন করেছেন। যেমন –

বিভেতি চিন্তামপি কর্তুমীদৃশীং চিরায় চিত্তার্পিতনৈষধেশ্বরা।

মৃণালতন্তুচ্ছিদুরা সতীস্থিতির্লবাদপি ক্রট্যতি চাপলাৎ কিল ॥৩১॥

বহুদিন ধরে নিষধরাজ নলকে হৃদয়ে স্থাপন করার পর ইনি এমনভাবে চিন্তা করতেও ভয় পাচ্ছেন। কেননা সতীর মর্যাদা মৃণালসূত্রের মতো ছিঁড়ে যায়। সামান্য চপলতায় তা টুটে যায় ॥৩১॥

মতঃ কিমৈরাবতকুম্ভকৈতবপ্রগল্‌ভপীনস্তনদিগ্ধবস্তবঃ।

সহস্রনেত্রান্ন পৃথগ্যতে মম ত্বদঙ্গলক্ষ্মীমবগাহিতুং ক্ষমঃ ॥৫২॥

ঐরাবতের মাথার আকারে কঠিন সুডৌল স্তন আছে যে দিকের, তার পতি ইন্দ্র কি আপনার কাঙ্ক্ষিত? আমার মতে, সহস্রচক্ষু ইন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ আপনার দেহ-শোভায় ডুব দিতে সমর্থ নন ॥৫২॥

মহেন্দ্রদূত্যাদি সমস্তমাত্মনস্ততঃ স বিস্মৃত্য মনোরথস্থিতৈঃ

ক্রিয়াঃ প্রিয়ায়া ললিতৈঃ করম্বিতা বিকল্পয়ন্নিত্থমলীকমালপৎ ॥১০২॥

তিনি তারপর ইন্দ্রের দূতিয়ালি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ভুলে গেলেন এবং নিজের মনের কল্পিত বিলাসের সঙ্গে প্রিয়ার শৃঙ্গারচেষ্টা মিলিয়ে দেখতে দেখতে বুদ্ধিশূন্য অবস্থায় বলতে লাগলেন – ॥১০২॥

স্মরেষু বাধাং সহসে মৃদুঃ হৃদি দ্রঢ়ীয়ঃকুচসংবৃতে তব।

নিপত্য বৈসারিণকেতনস্য বা ব্রজন্তি বাণা বিমুখোৎপতিষ্ণুতাম্ ॥১১০॥

তুমি কোমল। কামের শরাঘাত সহ্য করছ কীভাবে? বুঝি বা দৃঢ়তর দুটি স্তনে তোমার বক্ষ আবৃত থাকায় তাতে মৎস্যকেতু কামের বাণগুলো নিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে গিয়ে ছিটকে পড়ছে ॥১১০॥

Dhaka University Institutional Repository

পরিষ্বজস্বানবকাশবাণতা স্মরস্য লগ্নে হৃদয়েদ্বয়েঽস্তু নৌ ।

দৃঢ়া মম ত্বৎকুচয়োঃ কঠোরয়োরুরস্তটীয়ং পরিচারিকোচিতা ॥১১৬॥

আলিঙ্গন করো। আমাদের দুটি হৃদয় সংলগ্ন থাকলে কামের শর বিদ্ধ করার অবকাশ পাবে না। আমার বক্ষের দৃঢ় তটভূমি তোমার কঠিন স্তনের উপযুক্ত সেবক ॥১১৬॥

তবাধরায় স্পৃহয়ামি যন্মধুস্রবৈঃ শ্রবঃসাক্ষিকমাক্ষিকা গিরঃ।

অধিত্যকাসু স্তনয়োস্তনোতু তে মমেন্দুরেখাভ্যুদয়াদ্ভুতং নখঃ ॥১১৭॥

যে অধরে মধুধারায় তোমার কথা মধু হয়ে কামকে সাক্ষী মানি, সেই অধর আমি পান করতে চাই । তোমার স্তনের উপত্যকায় আমার নখ আশ্চর্য চন্দ্রলেখার অভ্যুদয় ঘটায় ॥১১৭॥

ন বর্তসে মন্মথনাটিকা কথং প্রকাশরোমাবলিসূত্রধারিণী ।

তবাঙ্গহারে রুচিমেতি নায়কঃ শিখামণিশ্চ দ্বিজামাড্ বিদূষকঃ ॥১১৮॥

তুমি কাম রচিত নাটিকা হচ্ছ না কেন? তোমার মধ্যে রোমগুলি হল সূত্রধার। তোমার মুক্তাহারের মধ্যমণি নায়ক হয়ে রয়েছে, আর মাথার উপর চাঁদের মতো মনে হল বিদূষক ॥১১৮॥

শুভাষ্টবর্গস্ত্বদনঙ্গজন্মনস্তবাধরেঽলিখ্যাত যত্র লেখয়া।

মদীয়দন্তক্ষতরাজিরঞ্জনৈঃ স ভুর্জতামর্জতু বিম্বপাটলঃ ।১১৯॥

তোমার যে অধরে তোমার কাম উদ্রেকের আটটি শুভসূচক চিহ্ন রেখায় অঙ্কিত আছে সেই বিম্বাধর আমার দন্তাঘাতে রঞ্জিত হয়ে ভুর্জপত্র হয়ে উঠুক ॥১১৯॥

গিরানুকম্পস্ব দয়স্ব চুম্বনৈঃ প্রসীদ শুশ্রুষয়িতুং ময়া কুচৌ।

নিষেব চান্দ্রস্য করোৎকরস্য যন্মম ত্বমেকাসি নলস্য জীবিতম্ ॥১২০॥

কথা বলে অনুকম্পা করো। চুম্বন দিয়ে দয়া কর। প্রসন্ন হয়ে আমাকে দিয়ে স্তন দুটির শুশ্রূষা করতে দাও। কারণ, রাত্রি যেমন চাঁদের কিরণরাশির জীবন, তেমন এই-যে আমি নল আমার জীবন হলে তুমি ॥১২০॥

Dhaka University Institutional Repository

দশম সর্গ

দশম সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা শুরু। বিষ্ণুর অনুরোধে সরস্বতীর বর্ণনায় শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেছেন। যেমন –

রসস্য শৃঙ্গার ইতি শ্রুতস্য ক্ব নাম জাগর্তি মহানুদন্বান্ ।
কস্মাদুদস্থাদিয়মন্যথা শ্রীলাবণ্যবৈদগ্ধ্যনিধিঃ পয়োধেঃ ॥১১৫॥

শৃঙ্গার নামে পরিচিত রসের মহাসমুদ্র কোথায় বর্তমান আছে? না হলে কোন সমুদ্র থেকে লাবণ্য ও চাতুর্যের নিধিরূপে ইনি উত্থিত হলেন? ॥১১৫॥

সাক্ষাৎ সুধাংশুর্মুখমেব ভৈম্যা দিবঃ স্ফুটং লাক্ষণিকঃ শশাঙ্কঃ।
এতদ্ ভ্রবৌ মুখ্যমনঙ্গচাপং পুষ্পং পুনস্তদ্গুণমাত্রবৃত্ত্যা ॥১১৬॥

দময়ন্তীর মুখই আসল সুধাংশু চাঁদ, আকাশের চাঁদ গৌণ ও স্পষ্টত শশচিহ্নিত। এর ভ্রূদুটিই কামদেবের আসল ধনুক, ফুল গৌণ ধনুক॥১১৬॥

ব্যধত্ত সৌধৌ রতিকাময়োস্তদ্ভক্তং বয়োহস্যা হৃদি বাসভাজোঃ।
তদগ্রজাগ্রৎপৃথুশাতকুম্ভকুম্ভৌ ন সম্ভাবয়তি স্তনৌ কঃ ॥১২২॥

এঁর শরীরে বসবাসকারী রতিদেবী ও কামদেবের জন্য দুটি সৌধের নির্মাণ করেছে এর বয়স। স্তন দুটিকে কে না সেই সৌধের প্রবেশ পথের বৃহৎ দুটি স্বর্ণকলস ভাবেন? ॥১২২॥

নমঃ করেভ্যোঽস্তু বিধের্ন বাস্তু স্পষ্টং ধিয়াপ্যস্য ন কিং পুনস্তৈঃ
স্পর্শাদিদং স্যাল্লুলিতং হি শিল্পং মনোভুবোঽনঙ্গতয়ানুরূপম্ ॥১২৬॥

বিধাতার হাতগুলিকে নমস্কার; অথবা নমস্কার নয়। হাতের কথা কি তাঁর বুদ্ধিও একে স্পর্শ করে নি। স্পর্শ করলে এটি পিষ্ট হয়ে যেত। কারণ, ইনি বিরহী কামদেবের অনুরূপ শিল্প॥১২৬॥

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ সর্গ

একাদশ সর্গে সরস্বতীর পরিচালনায় স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজাদের দময়ন্তীর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের প্রকাশ করেছেন। যেমন –

আশ্লেষলগ্নগিরিজাকুচকুঙ্কুমেন যঃ পট্টসূত্রপরিরম্ভণশোণশোভঃ।
যজ্ঞোপবীতপদবীং ভজতে স শম্ভোঃ সেবাসু বাসুকিরয়ং প্রসিতঃ সিতশ্রীঃ ॥১৭॥

এই সেই-বাসুকি, যিনি শম্ভুর সেবায় নিরত, শ্বেতবর্ণ হওয়ায় যিনি তার যজ্ঞোপবীতের মর্যাদা লাভ করেন এবং আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় পার্বতীর স্তনে কুঙ্কুম লেগে যাওয়ায় যাকে পাটের সুতোর যোগে রক্ত বর্ণ মনে হয়। ॥১৭॥

পুষ্পেষুণা ধ্রুবমমূনিষুবর্ষজগুহুংকারমন্ত্রবলভস্মিতশান্তশক্তীন্ ।
শৃঙ্গারসর্গরসিকদ্ব্যণুকোদরি ! ত্বং দ্বীপাধিপান্নয়নয়োর্নয় গোচরত্বম্ ॥২৬॥

পুষ্পশর মদন নিশ্চয় বাণ ছুড়ে হুঙ্কারমন্ত্র জপের বলে এদের সংযম ভস্ম করে দিয়েছেন। তোমার কটিদেশ শৃঙ্গার রস সৃষ্টির উপযোগী দুটি পরমাণুতে নির্মিত দ্ব্যণুকার মত ক্ষীণ! তুমি বিভিন্ন দ্বীপের এই অধিপতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করো ॥২৬॥

সাবর্তভাবভবদদ্ভুতনাভিকূপে ! স্বর্ভৌমমেতদুপর্বতনমাত্মনৈব।
স্বারাজ্যমর্জয়সি ন শ্রিয়মেতদীয়ামেতদ্গৃহে পরিগৃহাণ শচীবিলাসম্ ॥২৮॥

হে দময়ন্তী! তোমার নাভিকূপের মত আবর্তযুক্ত ও অদ্ভুত এই রাজার রাজ্য আপনগুণে পৃথিবীর স্বর্গ। এর ঐশ্বর্যের স্বর্গরাজ্য অর্জন করছো না! এর গৃহে শচীদেবীর বিলাপলাভ কর॥২৮॥

তস্মিন্ মলিম্লুচ ইব স্মরকেলিজন্মঘর্মোদিন্দুময়মৌক্তিকমণ্ডনং তে ।
জালৈর্মিলন্ দধিমহোদধিপূরলোলকল্লোলচামরমরুত্তরুণি! চ্ছিনত্তু ॥৫৩॥

হে তরুণী! সেখানে কামক্রীড়ায় বিন্দুগুলি উঠে তোমার মুক্তার অলঙ্কার হবে। দধি সমুদ্রের চঞ্চল ঢেউ-এর চামর থেকে বাতাস গবাক্ষপথে এসে চোরের মতো সেই গুলিকে হরণ করুক ॥৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

এতেন তে স্তনযুগেন সুরেভকুম্ভৌ পাণিদ্বয়েন দিবিষদ্রুমপল্লবানি।

আস্যেন স স্মরতু নীরধিমন্থনোত্থং স্বচ্ছন্দমিন্দুমপি সুন্দরি! মন্দরাদ্রিঃ ॥৬৩॥

হে সুন্দরী ! তোমার এ দুটি কুচকুম্ভে ঐরাবতের মাথায় কুম্ভতুল্য অঙ্গকে, দুটি হস্তে কল্পতরুর পল্লবকে আর মুখে ক্ষীপ্রসমুদ্র থেকে উত্থিত চাঁদকে মন্দরপর্বত স্বচ্ছন্দে রমণ করুক ॥৬৩॥

ভৈবীমবাপয়ত জন্যজনস্তদন্যং গঙ্গমিব ক্ষিতিতলং রঘুবংশদীপঃ ।

গাঙ্গেয়পীতকুচকুম্ভযুগাং চ হারচূড়াসমাগমবশেন বিভূষিতাং চ ॥৯৫॥

পুত্র স্কন্ধ ও ভীষ্ম যাঁর কুম্ভের মতো স্তন্যপান করেছেন, শিবের মাথায় থাকার ফলে যিনি অলংকৃত হয়েছেন, সেই গঙ্গাকে যেমন রঘুকুলতিলক ভগীরথ পৃথিবীতলে এনেছিলেন, তেমনি যাঁর কুম্ভের মতো স্তন গায়ের সোনার মতো গৌরবর্ণ, কণ্ঠের হার ও বাহুভূষণের যোগে যিনি অলংকৃত, সেই ভীমরাজকন্যাকে বাহকরা সেখান থেকে অন্যের দিকে নিয়ে গেল ॥৯৫॥

তজ্জঃ শ্রমাম্ব সুরতান্তমুদা নিতান্তমুৎকণ্টকে স্তনযুগে তব সঞ্চরিষ্ণু।

খণ্ডন্ প্রভঞ্জনজনঃ পথিকঃ পিপাসুঃ পাতা কুরঙ্গমদপঙ্কিলমপ্যশঙ্কম্ ॥১০৯॥

রমণশেষে আনন্দে তোমার স্তন অত্যন্ত রোমাঞ্চিত হলে সেখানকার মন্দ মন্দ বাতাস পিপাসু পথিকের মতো সঞ্চারিত হয়ে তার মৃগনাভিমিশ্রিত পরিশ্রমজনিত ঘর্ম মুছে নেবে॥১০৯॥

কামানুশাসনশতে সুতরামধীতী সোঽয়ং রহো নখপদৈর্মহতূ স্তনৌ তে।

রুষ্টাদ্রিজাচরণকুঙ্কুমপঙ্করাগসংকীর্ণশংকরশশাঙ্ককলাঙ্ককারৈঃ ॥১২২॥

ইনি কামশাস্ত্রের শত অনুশাসনে অভিজ্ঞ। তোমার স্তনদুটিকে ইনি গোপনে, নখগুলি দিয়ে পূজা করুন। এই নখগুলি ক্রুদ্ধ পার্বতীর পায়ের কুঙ্কুম প্রলেপযুক্ত শিবের মাথার চন্দ্রকলার চিহ্নের প্রতিদ্বন্দ্বী ॥

পৃথ্বীশ এষ নুদতু ত্বদঙ্গতাপমালিঙ্গ্য কীর্তিচয়চামরচারুচাপঃ।

সংগ্রামসঙ্গতবিরোধিশিরোধিদণ্ডখণ্ডিক্ষুরপ্রসরসম্প্রসরন্ প্রতাপঃ ॥১২৩॥

Dhaka University Institutional Repository

চামরের মতো কীর্তিরাশিতে এই রাজার ধনুক সুন্দর হয়েছে । ইনি আলিঙ্গন দিয়ে তোমার কামসন্তাপ দূর করুন । যে-তীরগুলি যুদ্ধে সমাগত শত্রুদের গলদেশ কেটে ফেলে, তাদের জন্যে এঁর প্রতাপ প্রসার লাভ করে ॥১২৩॥

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ সর্গ

দ্বাদশ সর্গে শ্রীহর্ষ সরস্বতীর উক্তিতে বিভিন্ন রাজাদের পরাক্রম প্রকাশ করতে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেছেন। যেমন –

অনন্তরং তামবদন্নুপান্তরং তদ্রর্থদৃক্তারতরঙ্গরিঙ্গণা।
তৃণীভবৎপুষ্পশরং সরস্বতী স্বতীব্রতেজঃ পরিভূতভূতলম্ ॥৩২॥

তারপর অন্য এক রাজার দিকে চোখের তারার তরঙ্গ ছড়িয়ে সরস্বতী তাঁকে বললেন- এই রাজা কামদেবকে পরাস্ত করেন, নিজের তীব্র তেজে পৃথিবী জয় করেন ॥৩২॥

আচূড়াগ্রমমজ্জয়জ্জয়পটুর্যচ্ছল্যকাণ্ডানয়ং
সংরম্ভে রিপুরাজকুঞ্জরঘটাকুম্ভস্থলেষু স্থিরান্ ।
সা সেবাস্য পৃথুঃ প্রসীদসি তয়া নাস্মৈ কুতস্ত্বৎকুচ-
স্পর্ধাগর্ধিষু তেষু তান্ ধৃতবতে দণ্ডান্ প্রচণ্ডানপি ॥৪০॥

যুদ্ধে এই জয়শীল রাজা শত্রুরাজাদের হাতিগুলোর কুম্ভের মতো মাথায় অস্ত্রের মূল পর্যন্ত গেঁথে দেন। এঁর এই মহতী সেবায় তুমি এঁর উপর প্রসন্ন হচ্ছ না কেন? তোমার কুচকুম্ভের সমান হওয়ার স্পর্ধা করায় করিকুম্ভগুলোকে ইনি প্রচণ্ড দণ্ড দিয়েছেন ॥৪০॥

অনেন সর্বার্থিকৃতার্থতাকৃতাহৃতার্থিনৌ কামগবীসুরদ্রুমৌ।
মিথঃপয়ঃসেচনপল্লবাশনে প্রদায় দানব্যসনং সমাপ্লুতঃ ॥৭৯॥

ইনি সমস্ত প্রার্থীদের সন্তুষ্ট করে নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন। তাই কামধেনু ও কল্পতরু পরস্পরকে দুগ্ধসেচন ও আহারের জন্যে পত্র দান করে নিজেদের দানের স্বভাব রক্ষা করেছে ॥৭৯॥

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ সর্গ

ত্রয়োদশ সর্গে পঞ্চনলের বর্ণনা করা হয়েছে । এখানে শৃঙ্গার রসের তেমন বিস্তার ঘটেনি। শুধু মাত্র দেবী সরস্বতীর একটি বিশেষণ সুলভ উক্তিতে শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন –

ভূমীভৃতঃ সমিতি জিষ্ণুমপব্যপায়ং জানীহিন ত্বমঘবন্তমমুং কথাঞ্চিৎ
গুপ্তং ঘটপ্রতিভটস্তনি ! বাহুনেত্রং নালোকসেঽতিশয়মদ্ভুতমেতদীয়ম্ ॥৬॥

হে ঘটস্তনী! যুদ্ধে ইনি পর্বতের বিজেতা । এঁর বজ্রের বিনাশ নেই। এঁকে ইন্দ্র ছাড়া কিছুতেই অন্য কেউ বলে ভেবো না। এঁর অত্যন্ত অদ্ভুতবহুনেত্র গুপ্ত থাকায় তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ না (অথবা নলপক্ষে) -হে ঘটস্তনী! ইনি যুদ্ধে রাজাদের বিজেতা । বিনাশ বা পলায়ন এঁর থেকে পালিয়েছে। এঁর কখনো পাপী মনে করো না। এর দুটি বাহু হস্তপরিমাণের চেয়ে বেশি, চোখ দুটি হাতের পাতার চেয়ে বড়ো। গোপনে তা দেখো না ॥৬॥

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ সর্গ

চতুর্দশ সর্গে আসল নলকে চিনতে না পেরে দময়ন্তী দেবতাদের বন্দনা করলেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে স্ব স্ব রূপ ধারণ করলেন। সরস্বতী কর্তৃক দময়ন্তীর বরমাল্য নলকে অর্পণ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকে শৃঙ্গার রসের আভাস পাওয়া যায়। যেমন-

ভৈম্যা স্রজঃসঞ্জনয়া পথি প্রাক্স্বয়ংবরং সঞ্জনয়াম্বভূব।
সম্ভোগমালিঙ্গনয়াস্য বেধাঃ শেষং তু কং হন্তুমিয়দ্ যতধ্বে ॥৪৪॥

বিধাতা পথে মালার যোগ ঘটিয়ে আগেই দময়ন্তীর স্বয়ংবর সমাধা করেছেন। সেই নলকে আলিঙ্গনের সম্ভোগও বিধান করেছেন। অবশিষ্ট কিসের ব্যাঘাত করার জন্যে আপনারা এত চেষ্টা করছেন ॥৪৪॥

তাং দূর্বয়া শ্যামলয়াতিবেলং শৃঙ্গারভাসন্নিভয়া সুশোভাম্ ।
মালাং প্রসূনায়ুধপাশভাসং কণ্ঠেন ভূভৃদ্বিভরাম্ভূব ॥৪৯॥

মালাটি মদনের রশির মতো, শৃঙ্গাররসের কান্তিতুল্য শ্যামল দুর্বায় অত্যন্ত শোভিত। রাজা সেটিকে কণ্ঠে ধারণ করলেন ॥৪৯॥

রোমাঙ্কুরৈর্দন্তরিতাখিলাঙ্গী রম্যাধরা সা সুতরাং বিরেজে ।
শরব্যদণ্ডৈঃ শ্রিতমণ্ডনশ্রীঃ স্মারী শরোপাসনবেদিকেব ॥৫৪॥

তাঁর সমস্ত অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হল। তিনি সুচারু অধর নিয়ে রমণীয়ভাবে বিরাজ করলেন। যেন তীরের লক্ষ্যস্থলের দণ্ড অবলম্বনে সৌন্দর্য শোভিত হয়ে আছে একটি বেদিকা, যেখানে কামদেব শরনিক্ষেপ অভ্যাস করেন ॥৫৪॥

তুলেন তস্যাস্তলনা মৃদোস্তৎকম্প্রাহস্ত্র সা মন্মথবাণবাতৈঃ ।
চিত্রীয়িতং তত্তু নলো যদুচ্চৈরভূৎ স ভূভৃৎপৃথুবেপথুস্তৈঃ ॥৫৭॥

Dhaka University Institutional Repository

তুলার সঙ্গে এই কোমলাঙ্গীর তুলনা হয়। তাই কামশরের বাতাসে তিনি কম্পিত হন। এটা কিন্তু আশ্চর্য যে, উন্নত পর্বতের মতো হয়েও সেই নলও ঐ বাতাসে খুব কম্পিত হলেন ॥৫৭॥

তবোপবারাণসি নামচিহ্নং বাসায় পারেসি পুরং পুরাস্তি ।
নির্বাতুমিচ্ছোরপি তত্র ভৈমীসম্ভোগসংকোচভিয়াধিকাশি ॥৭৫॥

তুমি মোক্ষপ্রার্থী হলেও, যদি কাশীতে দময়ন্তীকে সম্ভোগ করা কম হয়,- এই ভয়ে কাশীর কাছে অসি নদীর পরপারে তোমার বসবাসের জন্যে তোমার নামাঙ্কিত নগর গড়ে উঠবে ॥৭৫॥

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ সর্গ

পঞ্চদশ সর্গে শ্রীহর্ষ নল-দময়ন্তীর বিয়ের আয়োজনকে কেন্দ্র করে শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন –

কৃতাপরাধঃ সুতনোরনন্তরং বিচিন্ত্য কান্তেন সমং সমাগমম্ ।
স্ফুটং সিষেবে কুসুমেষুপাবকঃ স রাগচিহ্নশ্চরণৌ ন যাবকঃ ॥৪৭॥

পুষ্পশর মদন আগুন। লাল রঙ তার চিহ্ন। আগে অপরাধ করে তারপর তিনিই প্রিয়জনের সঙ্গে এই সুন্দরীর মিলন নিশ্চিত জেনে তাঁর পা দুখানির সেবা করলেন, আলতা নয় ॥৪৭॥

বৈদর্ভীবহূজন্মনির্মিততপঃশিল্পেন দেহশ্রিয়া
নেত্রাভ্যাং স্বদতে যুবায়মবনীবাসঃ প্রসূনায়ুধঃ ।
গীর্বাণালয়সার্বভৌমসুকৃতপ্রাগ্‌ভারদুষ্প্রাপয়া
যোগং ভীমজয়ানুভূয় ভজতামদ্বৈতমদ্য ত্বিষাম্ ॥৮৭॥

ইনি যুবক। দময়ন্তীর বহু জন্মের তপস্যার ফলস্বরূপ দেহশোভা নিয়ে পৃথিবী নিবাসী এই কামদেব চোখের তৃপ্তি। যে ভীমরাজকন্যা দেবভূমির সর্বাধিপতির কাছেও দুষ্প্রাপ্য, তাঁর সঙ্গে মিলন অনুভব করে আজ ইনি সৌন্দর্যের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করুন ॥৮৭॥

স্ত্রীপুংসব্যতিষঙ্গনং জনয়তঃ পত্যুঃ প্রজানামভূ-
দভ্যাসঃ পরিপাকিমঃ কিমনয়োর্দাম্পত্যসম্পত্তয়ে ।
আসাংসারপুরন্ধ্রিপুরুষমিথঃপ্রেমার্পণক্রীড়য়া-
প্যেতজ্জম্পতিগাঢ়রাগরচনাৎ প্রাকর্ষি চেতোভুবঃ ॥৮৮॥

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটাতে ঘটাতে প্রজাপতির অভ্যাস কি এই দুজনের দাম্পত্য সম্পাদনে মহা পরিপক্ব হল ? সমস্ত সংসার জুড়ে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক প্রেম উদ্রেকের বিষয়ে কামদেবের যে লীলা তাও কি এই দম্পতির গাঢ় অনুরাগ সৃষ্টির ফলে পরাকাষ্ঠা পেল ? ॥৮৮॥

ষোড়শ সর্গ

ষোড়শ সর্গে নল-দময়ন্তীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছে । বিবাহের এই নানা আনুষ্ঠানিকতার মাঝে শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেছেন। যেমন –

বিদর্ভজায়াঃ করবারিজেন যন্নলস্য পাণেরূপরি স্থিতং কিল ।
বিশঙ্ক্য সূত্রং পুরুষায়িতস্য তদ্ভবিষ্যতোঽস্মায়ি তদা তদালিভিঃ ॥১৫॥

বিদর্ভকন্যার করপদ্ম যে নলের হাতের উপর থাকল, তাতে ভবিষ্যতে পুরুষের তুল্য আচরণ অর্থাৎ বিপরীত রতির ইঙ্গিত কল্পনা করে তাঁর সখীরা তখন মৃদু হাসলেন ॥১৫॥

তথাশনায়া নিরশেষি নো হ্রিয়া ন সম্যগালোকি পরস্পরক্রিয়া ।
বিমুক্তসম্ভোগমশায়ি সস্পৃহং বরেণ বধ্বা চ যথাবিধি ত্র্যহম্ ॥৪৭॥

তিনদিন বর ও বধূ লজ্জার বশে খাওয়ার ইচ্ছা নিঃশেষ করলেন না (অর্থাৎ পেট ভরে খেলেন না), তেমনি পরস্পরের গতিবিধি ভালোভাবে দেখলেন না, বিধি অনুযায়ী সম্ভোগ ছাড়াই সম্ভোগের ইচ্ছা নিয়ে শুলেন ॥৪৭॥

স কঞ্চিদূচে রচয়ন্তু তেমনোপহারমত্রাঙ্গ ! রুচের্যথোচিতম্ ।
পিপাসতঃ কাশ্চন সর্বতোমুখং তবার্পয়ন্তামপি কামমোদনম্ ॥৪৯॥

Dhaka University Institutional Repository

এখানে কোনো কোনো স্ত্রীলোক শরীরের অঙ্গশোভার বলে যথোচিতভাবে আপনার মনোহরণ করুক, আপনি চুম্বনেচ্ছু হলে আপনার মুখে সর্বত্র কামের প্রীতিকর মুখ অর্পণ করুক ॥৪৯॥

মুখেন তেঽত্রোপবিশত্বসাবিতি প্রযাচ্য সৃষ্টানুমতিং খলাহসৎ ।
বরাঙ্গভাগঃ স্বমুখং মতোঽধূনা স হি স্ফুটং যেন কিলোপবিশ্যতে ॥৫০॥

এখানে আপনার মুখে মুখোমুখি সে বসুক – এইভাবে প্রার্থনা জানানোয় যিনি অনুমতি দিলেন, তাঁকে একজন চতুরা উপহাস করলেন। কেননা, যে অঙ্গের সাহায্যে বসা হয় তা কোমরের নীচের গোপন জায়গা; এখন তাকে নিজের মুখ বলে স্পষ্টই মেনে নেওয়া হয়েছে ॥৫০॥

নলায় বালব্যজনং বিধুন্বতী দমস্য দাস্যা নিভৃতং পদেঽর্পিতাৎ ।
অহাসি লোকৈঃ সরটাৎ পটোঙ্ঝিনী ভয়েন জঙ্ঘায়তিলঙ্ঘিরংহসঃ ॥৫২॥

নলকে যিনি বাতাস করছিলেন, জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য পার হতে পারে এমন বেগসম্পন্ন একটি কাঁকড়াকে গোপনে দমের দাসী তাঁর পায়ে ছেড়ে দিলে সেটার ভয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলে তিনি লোকের হাসাহাসির কারণ হলেন ॥৫২॥

স্বয়ং কথার্ভিবরপক্ষসুভ্রুবঃ স্থিরীকৃতায়াঃ পদযুগ্মমন্তরা ।
পরেণ পশ্চান্নিভৃতং ন্যধাপয়দ্দদর্শ চাদর্শতলং হসন্ খলু ॥৫৪॥

একজন চতুর নিজে কথা বলে বর পক্ষের এক সুন্দরীকে স্থির রেখে তাঁর দু'পায়ের মাঝখানে গোপনে অন্যকে দিয়ে আয়না বসালেন ও হাসতে হাসতে তা দেখলেন ॥৫৪॥

জলং দদত্যাঃ কলিতানতের্মুখং ব্যবস্যতা সাহসিকেন চুম্বিতম্ ।
পদে পতদ্বারিণি মন্দপাণিনা প্রতীক্ষিতোঽন্যেক্ষণবঞ্চনক্ষণঃ ॥৫৮॥

জল দিতে দিতে একজন নারীর মুখ নেমে এলে একজন দুঃসাহসী তা চুম্বন করতে উদ্যোগী হয়ে পায়ে জল পড়তে থাকলেও হাত দিয়ে বিলম্ব ঘটিয়ে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ॥৫৮॥

Dhaka University Institutional Repository

নতভ্রূবঃস্বচ্ছনখানুবিম্বনচ্ছলেন কোঽপি স্ফুটকম্পকণ্টকঃ ।

পয়ো দদত্যাশ্চরণে ভূশং ক্ষতঃ স্মরস্য বাণৈর শরণে ন্যবিক্ষত ॥৬০॥

কামের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্পষ্ট কম্পন ও রোমাঞ্চযুক্ত অবস্থায় কেউ জলদানরত নতভ্রূ এক রমণীর স্বচ্ছ নখে প্রতিবিম্ব হওয়ার ছলে তাঁর দুটি পায়ের আশ্রয়ে প্রবেশ করলেন ॥৬০॥

স তৎকুচস্পৃষ্টকচেষ্টদোর্লতাচলদ্দলাভব্যজনানিলাকুলঃ ।

অবাপ নলনালজালশৃঙ্খলানিবদ্ধনীড়োদ্ভববিভ্রমং যুবা ॥৬৩॥

তাঁর স্তনের স্পৃষ্টক আলিঙ্গনে সচেষ্ট যে বাহুলতা, তার অস্থির পাতার মতো পাখার বাতাসে সেই যুবক আকুল হয় নলকাঠিগুলির খাঁচায় বদ্ধ থাকা পাখির ঘোরাফেরা কাজ লাভ করল ॥৬৩॥

পপৌ ন কোঽপি ক্ষণমাস্যমেলিতং জলস্যগণ্ডুষমুদীতসংমদঃ ।

চুচুম্ব তত্র প্রতিবিম্বিতং মুখং পুরঃস্ফুরত্যাঃ স্মরকার্মুকভ্রুবুঃ ॥৬৫॥

অনুরাগযুক্ত যুবক মুখের সঙ্গে ঠেকানো এক জলের গণ্ডুষ কিছুক্ষণ পান করলেন না। তাতে সম্মুখে বিলাসরত, কামের ধনুকের মতো ভ্রূ-বিশিষ্ট রমণীর প্রতিবিম্বিত মুখ তিনি চুম্বন করলেন ॥৬৫॥

বয়োবশস্তোকবিকস্বরস্তনীং তিরস্তিরশ্চুম্বতি সুন্দরে দৃশা।

স্বয়ং কিল স্রস্তমুরঃস্থমম্বরং গুরুস্তনী ব্রীণতরাঽপরাদদে ॥৬৯॥

বয়সে যাঁর পয়োধর সামান্যপুষ্ট তাঁকে এক সুদর্শন কটাক্ষে দেখতে থাকলে অন্য এক পীনস্তনী রমণী অধিকতর সলজ্জা হয়ে নিজেই বুকের কাপড় ফেলে দিয়ে আবার তুলে নিলেন ॥৬৯॥

পরস্পরাকূতজদূতকৃত্যয়োরনঙ্গমারাদ্ধুমপি ক্ষণং প্রতি।

নিমেষণেনৈব কিয়চ্চিরায়ূষা জনেষু যুনোরুদপাদি নির্ণয়ঃ ॥৭৭॥

পরস্পরের আকুতির ফলেই দূতের কাজ হয়ে গিয়েছে এমন দুই যুবক/যুবতীর কামসেবার ক্ষণ সম্বন্ধে নির্ধারণ লোকজনের মধ্যে চোখের কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী পলকের সাহায্যেই হয়ে গেল ॥৭৭॥

Dhaka University Institutional Repository

অহর্নিশা বেতি রতায় পৃচ্ছতি ক্রমোষ্ণশীতান্নকরার্পণাদ্বিটে।

হ্রিয়া বিদগ্ধা কিল তন্নিষেধিনী ন্যধত্ত সন্ধ্যামধুরেঽধরেঽঙ্গুলিম্ ॥৭৮॥

একে একে গরম ও ঠাণ্ডা খাবারে হাত রেখে একজন কামুক সম্ভোগের জন্যে দিন বা রাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, এক চতুরা যেন লজ্জায় তা নিষেধ করে সন্ধ্যার মতো রমণীয় অধরে আঙুল রাখলেন ॥৭৮॥

ইয়ং কিয়চ্চারুকুচেতি পশ্যতে পয়ঃপ্রদায়া হৃদয়ং সমাবৃতম্ ।

ধ্রুবং মনোজ্ঞা ব্যতরদ্ যদুত্তরং মিষেণ ভৃঙ্গারধৃতেঃ করদ্বয়ী ॥৯২॥

এঁর শোভন পয়োধর কত বড়ো এইভাবে জল-বিতরণে-রত রমণীর আচ্ছাদিত বুকের দিকে একজন তাকাতে থাকলে, নিশ্চয় মনোভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে দুটি হাত কলস গ্রহণের ছলে তাঁর উদ্দেশ্যে উত্তর দিল ॥৯২॥

চুচুম্ব নোর্বীবলয়োর্বশীং পরং পুরোঽধিপারি প্রতিবিম্বিতাং বিটঃ ।

পুনঃ পুনঃ পানকপানকৈতবাচ্চকার তচ্চুম্বনচুংকৃতান্যপি ॥৯৯॥

এক কামুক সামনে পানপাত্রে পৃথিবীর উর্বশী (অর্থাৎ এক অতি সুন্দরী)-র প্রতিবিম্ব কেবল চুম্বনই করলেন না, পানীয় দ্রব্য পান করার ছলে বারবার তাকে চুম্বন করার -চুক চুক শব্দও করলেন ॥৯৯॥

ঘৃতপ্লুতে ভোজনভাজনে পুরঃ স্ফুরৎপুরন্ধ্রিপ্রতিবিম্বতাকৃতেঃ ।

যুবা নিধায়োরসি লড্ডুকদ্বয়ং নখৈর্লিলেখাথ মমর্দ নির্দয়ম্ ॥১০৩॥

ঘৃতপূর্ণ ভোজনপাত্রে সম্মুখবর্তী রমণীর যে-আকৃতি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল তার বুকে দুটি নাড়ু রেখে এক যুবক নখ দিয়ে আঁচড় কাটলেন ও পরে নির্দয় ভাবে মর্দন করলেন ॥১০৩॥

বিলোকিতে রাগিতরেণ সস্মিতং হ্রিয়াথ বৈমুখ্যমিতে সখীজনে।

তদালিরানীয় কুতোঽপি শার্করীং করে দদৌ তস্য বিহস্য পুত্রিকাম্ ॥১০৪॥

একজন কামুক মুচকি হেসে তাকালে সখী লজ্জায় বিমুখ হলে তাঁর সখী কোথাও থেকে একটি চিনির পুতুল এনে হেসে সেই কামুকের হাতে দিলেন ॥১০৪॥

Dhaka University Institutional Repository

পয়ঃস্মিতা মণ্ডকমণ্ডনাম্বরা বটাননেন্দুঃ পৃথুলড্ডুকস্তনী।

পদং রুচের্ভোজ্যভুজাং ভুজিক্রিয়া প্রিয়া বভুবোজ্জ্বলকূরহারিণী ॥১০৭॥

যাঁরা ভোজ্য গ্রহণ করছিলেন, ভোজনক্রিয়া তাঁদের অনুরাগভাজন প্রেয়সী হল। দুধ তার স্মিত হাসি, মণ্ডগুলি অলঙ্কার ও বস্ত্র, মাষকলাই-এই তৈরি 'বধক' তার মুখচন্দ্র, মোটা মোটা নাড়ু তার স্তন, ঝরঝরে ভাত তার মুক্তাহার ॥১০৭॥

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ সর্গ

সপ্তদশ সর্গে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভা শেষে দেবতার স্ব স্ব গন্তব্য পৌছার পথে কলি ও দ্বাপরের সাথে দেখা হয়। সব বৃন্তান্ত শুনে কলি রেগে নলকে পরাজিত করার শপথ নেয় এবং নলের প্রমোদ উদ্যানে অবস্থান করে। এ প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষ শৃঙ্গার রসের এক বিশেষ ভাব আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। যেমন –

অগম্যার্থং তৃণপ্রাণাঃ পৃষ্ঠস্থীকৃতভীহ্রিয়ঃ ।
শম্ভলীভুক্তসর্বস্বা জনা যৎপারিপার্শ্বিকাঃ ॥১৫॥

যার সঙ্গীজনেরা অভোগ্য স্ত্রীলোকের জন্যে প্রাণকে তৃণের মতো তুচ্ছ করে, ভয় ও লজ্জাকে তারা পিছনে ফেলেছে, তাদের কুট্টনী অর্থাৎ পরনারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী সর্বস্ব ভোগ করে নিয়েছে ॥১৫॥

কামিনীবর্গসংসর্গৈন কঃ সংক্রান্তপাতকঃ ।
নাশ্নাতি স্নাতি হা মোহাৎ কামক্ষামমিদং জগৎ ॥৪১॥

রমণীগোষ্ঠীর সংসর্গে কে পাপে আক্রান্ত না হয় ? হায়, মোহবশে এই জগৎ কাম্য ফলের অভাব সত্ত্বেও ব্রতে খায় না, স্নান করে ॥৪১॥

যস্ত্রিবেদীবিদাং বন্দ্যঃ স ব্যাসোঽপি জজল্প বঃ ।
রামায়া জাতকামায়াঃ প্রশস্তা হস্তধারণা ॥৪৭॥

তোমরা তিনটি বেদ জান। তোমাদের নমস্য ব্যাসও বলেছেন – কামার্ত রমণীর হাত ধরা যুক্তিযুক্ত ॥৪৭॥

সুকৃতে বঃ কথং শ্রদ্ধা সুরতে চ কথং ন সা।
তৎকর্ম পুরুষঃ কুর্যাদ্ যেনান্তে সুখমেধতে ॥৪৮॥

সুকৃতি-বিষয়ে তোমাদের শ্রদ্ধা কেন, স্ত্রীসম্ভোগে তা নেই কেন ? পুরুষের সেই কাজ করা উচিত, যা শেষ হলে আনন্দ বাড়ে ॥৪৮॥

Dhaka University Institutional Repository

সত্যেব পতিযোগাদৌ গর্ভাদেরধ্রুবোদয়াৎ ।
আক্ষিপ্তং নাস্তিকাঃ কর্ম ন কিং মর্ম ভিনত্তি বঃ ॥৮৯॥

ওহে নাস্তিকেরা। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গম ইত্যাদি সত্ত্বেও গর্ভাধান ইত্যাদি অনিশ্চিত হওয়ায় যে অদৃষ্টকর্মের অনুমান হয়, তা কি তোমাদের মর্মভেদ করে না ? ॥৮৯॥

কয়াপি ক্রীড়তু ব্রহ্মা দিব্যাঃ স্ত্রীর্দীব্যত স্বয়ম্ ।
কলিস্তু চরুতু ব্রহ্ম প্রৈতু বাতিপ্রিয়ায় বঃ ॥১২২॥

ব্রহ্মা কোনো একজন রমণীর সঙ্গে ক্রীড়ামত্ত হোন, তোমরা নিজেরা স্বর্গের স্ত্রীলোকদের নিয়ে খেলা করো। কিন্তু কলি ব্রহ্মচর্য পালন করুক, অথবা তোমাদের অত্যধিক সুখের জন্যে মরুক ॥১২২॥

ক্রতৌ মহাব্রতে পশ্যন্ ব্রহ্মচারীত্বরীরতম্ ।
যজ্ঞে যজ্ঞক্রিয়ামজ্ঞঃ স ভণ্ডাকাণ্ডতাণ্ডবম্ ॥২০৩॥

মহাব্রত যাগে ব্রহ্মচারী ও বেশ্যার রমণক্রীড়া দেখে সেই অজ্ঞ যজ্ঞকর্মকে ভণ্ডদের অসময়োচিত তাণ্ডব বলে জানল ॥২০৩॥

যজ্বভার্যাশ্বমেধাশ্বলিঙ্গালিঙ্গিবরাঙ্গতাম্ ।
দৃষ্ট্বাচষ্ট স কর্তারং শ্রুতের্ভণ্ডমপণ্ডিতঃ ॥২০৪॥

যজমানের মহিষীর গোপনাঙ্গে অশ্বমেধের ঘোড়ার জননাঙ্গ প্রবিষ্ট হতে দেখে সেই মূর্খ বেদের রচয়িতাকে ভণ্ড বলল ॥২০৪॥

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রাগুক্ত, সাহিত্য দর্পণ, পৃ. ২৮৮

৫. রস ও ভাব, অশোক নাথ শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরনী, কলিকাতা –১৪০৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪২

৬. প্রাগুক্ত, সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ২৩০

৭. প্রাগুক্ত, রস ও ভাব, পৃ. ১৫২

৮. প্রাগুক্ত, রস ও ভাব, পৃ. ১৬১

৯. প্রাগুক্ত, সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ১৫২

১০.প্রাগুক্ত, রস ও ভাব, পৃ. ১৮৬

১১. a. Physiological needs - Breathing, Food, Water, Sex, Sleep, Homeostasis, excretion.
b. Safety needs
c. Love and belonging
d. Esteem
e. Self-actualization
f. Self-transcendence

১২. শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তম প্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ॥
প্রাগুক্ত,সাহিত্যদর্পণ, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
নৈষধচরিতে শৃঙ্গার রস
প্রথম সর্গ

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে শৃঙ্গার রসের অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে। একাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার। মহাকাব্য হিসেবে শৃঙ্গার রস প্রধান থাকায় মহাকাব্যের যথার্থতা লাভ করেছে। নৈষধচরিতের প্রতিটি ছত্রে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম সর্গে সাধারণত রাজবংশের পরিচয় ও বীরত্ব প্রকাশে শৃঙ্গার রসের ব্যবহার করা হয়েছে। নলের প্রশংসা করে শ্রীহর্ষ নলকে মদনের ভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন এবং দময়ন্তীর প্রশংসা করতেও শৃঙ্গার রসের প্রয়োগ করেছেন। যেমন –

জগজ্জয়ং তেন চ কোশমক্ষয়ং প্রণীতবান্ শৈশবশেষবানয়ম্ ।
সখা রতিশস্য ঋতুর্যথা বনং বপুস্তথলিঙ্গদথাস্য যৌবনম্ ।১৯ ॥

শৈশবশেষে তিনি বিশ্বজয় ও তার ফলে অক্ষয় রাজকোষ রচনা করেছিলেন। তারপর রতিপতি অর্থাৎ মদনদেবের সখা বসন্ত ঋতু যেমন বনকে আশ্রয় করে, তেমনি যৌবন এঁর শরীরকে আশ্রয় করেছিল ॥১৯ ॥

মহীভৃতস্তস্য চ মন্মথশ্রিয়া নিজস্য চিত্তস্য চ তং প্রতীচ্ছায়া ॥
দ্বিধা নৃপে তত্র জগৎত্রয়ীভুবাং নতভ্রুবাং মন্মথবিভ্রমোঽভবৎ ॥২৬॥

মদনদেবের মতো সেই রাজার সৌন্দর্যের ফলে ও তাঁর সম্বন্ধে আপন মনের অভিলাষ থাকায় তিন ভুবনে জন্মেছেন এমন সুন্দরীদের সেই রাজার বিষয়ে দুইভাবে কামজনিত ভ্রান্তি ও বিলাস ঘটত ॥২৬॥

ন কা নিশি স্বপ্নগতং দদর্শ তং জগাদ গোত্রস্খলিতে চ কা নতম্ ?
তদাত্মতাধ্যাতধবা রতে চ কা চকার বা ন স্বমনোময়োদ্ভবম্ভ ॥৩০॥

রাত্রে কোন্ নারী তাঁকে স্বপ্নে না দেখেছেন? নাম ভুলে কোন্ নারী তাঁর নাম না বলেছেন সম্ভোগকালে প্রিয়জনের মধ্যে তাঁর স্বরূপ ভেবে কোন্ নারী নিজের কামের উদ্রেক ঘটান নি? ॥৩০॥

Dhaka University Institutional Repository

নৃপেঽনুরূপে নিজরূপসম্পদাং দিদেশ তস্মিন্ বহুশঃ শ্রুতিং গতে ।
বিশিষ্য সা ভীমনরেন্দ্রনন্দনা মনোভবাজ্ঞৈকবশংবদং মনঃ ॥৩৩॥

সেই ভীমরাজপুত্রী কেবল কামের আজ্ঞাবহ মনকে সেই রাজার বিষয়ে নিবিষ্ট করেছিলেন, যাঁর কথা বহু ভাবে তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল এবং যিনি তাঁর নিজের সৌন্দর্যের অনুরূপও ছিলেন ॥৩৩॥

স্মরাপরাসোরনিমেষলোচনাদ্ বিভেমি তদ্ভিন্নমুদাহরেতি সা ।
জনেন যূনঃ স্তুবতা তদাস্পদে নিদর্শনং নৈষধমভ্যচেষৎ ॥৩৬॥

'মৃত, নিস্পলক চক্ষুবিশিষ্ট মদনকে ভয় করি, তাঁর থেকে ভিন্ন উদাহরণ দাও'- যুবকদের প্রশংসায় রত সখীর মাধ্যমে এভাবে তিনি তাঁর অর্থাৎ মদনের স্থানে নৈষধকে নিদর্শন রূপে স্থাপন করতেন ॥৩৬॥

অহো অহোভির্মহিমা হিমাগমেঽ প্যতিপ্রপেদে প্রতি তাং স্মরাদি'তাম্ ।
তপর্তুপূর্তাবপি মেদসাং ভরা বিভাবরীভিবিভরাংর্বভূবিরে ॥৪১॥

আশ্চর্য! কামপীড়িত হওয়ায় হেমন্তকালেও তাঁর কাছে দিনগুলি দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল, আর পরিপূর্ণ গ্রীষ্মকালেও রাত্রিগুলি হয়েছিল বড়ো ॥৪১॥

উরোভুবা কুম্ভযুগেন জম্ভিতং নবোপহারেণ বয়স্কৃতেন কিম্ ।
ত্রপাসরিদ্দুর্গমপি প্রতীর্য সা নলস্য তন্বী হৃদয়ং বিবেশ যৎ ॥৪৮॥

সেই তন্বী লজ্জানদীর প্রাচীর অতিক্রম করে নলের হৃদয়ে যে প্রবেশলাভ করেছিলেন, তা কি বক্ষোদেশে জাত, বয়সের ফল ও নতুন উপহার-স্বরূপ দুটি স্তনের বিলাস? ॥৪৮॥

অনঙ্গচিহ্নং স বিনা শশাক নো যদাসিতুং সংসদি যত্নবানপি ॥
ক্ষণং তদারামবিহারকৈতবান্নিষেবিতুং দেশমিয়েষ নির্জনম্ ॥৫৫॥

Dhaka University Institutional Repository

সভামধ্যে চেষ্টাসত্ত্বেও যখন তিনি কামলক্ষণ প্রকাশ না করে এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না, তখন উপবনে ক্রীড়ার ছলে নিদর্শন স্থান লাভ করতে চাইতেন ॥৫৫॥

বিয়োগিনীমৈক্ষত দাড়িমীমসৌ প্রিয়স্মৃতেঃস্পস্টমুদীতকণ্টকাম্ ।
ফলস্তনস্থানবিদীর্ণরাগিহৃদ্বিশচ্ছুকাসস্মরকিংশুকাশুগাম্ ॥৮৩॥

তিনি বিরহিণী ডালিমকেও দেখেছিলেন, প্রিয়জনের স্মৃতিতে যার রোমাঞ্চকণ্টক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যার ফলস্বরূপ স্তনের মধ্যভাগে বিদীর্ণ, রক্তবর্ণ, অভ্যন্তরাদেশে শুক-মুখের মতো মদনদেবের কিংশুকের বাণ প্রবেশ করেছিল ॥৮৩॥

শ্রীহর্ষ কীটপতঙ্গ লতা-পাতা-বৃক্ষরাজি, ফুল ফল পাখি প্রভৃতির মাধ্যমে শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন –

পিকাদ্বনে শৃণ্বতি ভৃঙ্গহুঙ্কৃতৈর্দশামূদঞ্চয়ন্তং বিয়োগিনাম্ ।
অনাস্থয়া সূনকরপ্রসারিণীং দদর্শ দূনঃস্থলপদ্মিনীং নলঃ ॥৮৮॥

করুণবৃক্ষের প্রকাশ ও ভ্রমরগুঞ্জনের মাধ্যমে বন বিরহীদের দশা কোকিলের কাছে শুনতে থাকলে, অনিচ্ছায় কুসুমের হাত প্রসারিত করছে এমন স্থলপদ্মকে কামক্লিষ্ট নল দেখেছিলেন ॥৮৮॥

মরুল্ললৎপল্লবকণ্টকৈঃ ক্ষতং সমুচ্চরচ্চন্দনসারসৌরভম্ ।
স বারনারীকুচসন্নিভোপমং দদর্শ মালূরফলং পচেলিমম্ ॥৯৪॥

বায়ুচালিত পল্লবের তীক্ষ্ণাগ্র অংশের দ্বারা ক্ষত ও চারিদিকে চন্দনগন্ধের মতো সুগন্ধবিস্তারী বেলফলকে তিনি পণ্যরমণীর স্তনের মতো দেখিয়েছিলেন ॥৯৪॥

প্রিয়াসু বালাসু রতিক্ষমাসু চ দ্বিপত্রিতং পল্লবিতঞ্চ বিভ্রতম্ ।
স্মরার্জিতং রাগমহীরুহাঙ্কুরং মিষেণ চঞ্চোশ্চরণদ্বয়স্য চ ॥১১৮॥

বালিকা ও রমণসমর্থ যুবতী প্রিয়াদের বিষয়ে দুটি ঠোট ও দুটি পায়ের ছলে সে কামনাজন্য অনুরাগরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরকে যথাক্রমে দুটি পাতা ও দুটি পল্লব যুক্ত অবস্থায় ধারণ করছিল ॥১১৮ ॥

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সর্গ

শ্রীহর্ষ দ্বিতীয় সর্গে একটি হাঁসের উক্তির মাধ্যমে দময়ন্তীর রূপের বর্ণনা দিতে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেছেন। যেমন –

ধনুষী রতিপঞ্চবাণয়োরুদিতে বিশ্বজয়ায় তদ্ভ্রুবা।
নলিকে ন তদুচ্চনাসিকে ত্বয়ি নালীকবিমুক্তিকাময়োঃ ॥২৮॥

তাঁর ভ্রূদুটি বিশ্বজয়ের জন্য উৎপন্ন রতি ও কামদেবের ধনুক নয় কি ? তাঁর উন্নত নাসিকা দুটি আপনার উদ্দেশে শর নিক্ষেপে ইচ্ছুক ধনুকের দুটি চাপ নয় কি ? ২৮ ॥

অপি তদ্বপুষি প্রসর্পতোর্গমিতে কান্তিঝরৈরগাধতাম্ ।
স্মরযৌবনয়োঃ খলু দ্বয়োঃ প্লবকুম্ভৌ ভবতঃ কুচাবুভৌ ॥৩১॥

তাঁর দেহ লাবণ্যপ্রবাহে অগাধ হওয়ায় সন্তরণরত কাম ও যৌবন উভয়ের জন্য তাঁর স্তন দুটি সাঁতারের কলস হয়ে থাকবে ॥ ৩১॥

কলসে নিজহেতুদণ্ডজঃ কিমু চক্রভ্রমকারিতাগুণঃ?
স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমমাতনোতি যৎ ॥৩২॥

ঘটে কি তার নিজের নিমিত্তকারণ দণ্ড থেকে উৎপন্ন ঢাকা ঘোরানোর গুণ থাকে? কারণ, সে তাঁর উন্নত স্তনে পরিণত হয়ে লাবণ্যপ্রবাহে চক্রভ্রম অর্থাৎ চক্রবাকের ভ্রান্তি উৎপন্ন করে ॥ ৩২ ॥

ভজতে খলু ষণ্মুখং শিখী চিকুরৈর্নির্মিতবর্হগর্হণঃ ।
অপি জম্ভরিপুং দমস্বসুর্জিতকুম্ভঃ কুচশোভয়ে ভরাট্ ॥৩৩॥

দময়ন্তীর কেশদামের ফলে ময়ূরের পুচ্ছের নিন্দা উৎপন্ন হওয়ায় ময়ূর কার্তিকেয়ের সেবা করছে, স্তনের শোভায় মাথার কুম্ভাকার মাংসপিণ্ড পরাজিত হওয়ায় ঐরাবত ও ইন্দ্রের সেবা করছে ॥৩৩॥

ত্বয়ি বীর! বিরাজতে পরং দময়ন্তী কিল কিংচিতং কিল।
তরুণীস্তন এব দীপ্যতে মণিহারাবলিরামণীয়কম্ ॥৪৪॥

Dhaka University Institutional Repository

হে বীর! দময়ন্তীর ক্রোধ, হর্ষ, অশ্রু ও ভীতির সমাহার রূপ শৃঙ্গারচেষ্টা আপনার বিষয়েই শোভা পাওয়া সম্ভব। মণিহার গুচ্ছের সৌন্দর্য তরুণীর স্তনেই শোভা পায় ॥৪৪॥

ভৃশতাপভূতা ময়া ভবান্মরুদাসাদি তুষারসারবান্ ।
ধনিনামিতরঃ সতাং পুনর্গুণবৎসন্নিধিরেব সন্নিধিঃ ॥৫৩॥

কামজ্বরে অত্যন্ত সন্তপ্ত অবস্থায় আমি হিমসারযুক্ত বাতাসরূপে তোমাকে লাভ করেছি। ধনীদের মূল্যবান নিধি অন্য অথবা কুবের প্রভৃতির মূল্যবান নিধি অন্য শঙ্খ, পদ্ম, ইত্যাদি কিন্তু সজ্জনদের কাছে গুণীব্যক্তির সান্নিধ্যই মূল্যবান নিধি ॥৫৩ ॥

শ্রীহর্ষ নলের উক্তিতে রাজহংসের কাছে নানাবিধ কথা বলার মাধ্যমে শৃঙ্গার রসের প্রকাশ করেছেন। যেমন –

কুসুমানি যদি স্মরেষবো ন তু বজ্রং বিষবল্লিজনানি তৎ।
হৃদয়ং যদমুহন্নমূর্মম যচ্চাতিতমামতীতপন্ ॥৫৯॥

কামের শর যদি ফুল হয়, বজ্র নয়, তবে তা বিষলতায় উৎপন্ন, যেহেতু তা আমার হৃদয়কে মোহিত করেছিল এবং অত্যন্ত তাপ দিয়েছিল ॥৫৯ ॥

তদিহানবধৌ নিমজ্জতো মম কন্দর্পশরাধিনীরধৌ ।
ভব পোত ইবাবলম্বনং বিধিনাঽকস্মিকসৃষ্টসন্নিধিঃ ॥৬০॥

তাই কামশরের পীড়ার অপার সমুদ্রে ডুবে-যেতে থাকা আমার কাছে, বিধাতা অকস্মাৎ উপস্থিত করেছেন,- এমন জাহাজের মতো অবলম্বন হও ॥৬০ ॥

ভীমরাজের রাজ্য কুণ্ডিনগরের বর্ণনায় শ্রীহর্ষ শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন –

মুখপাণিপদাক্ষি পঙ্কজঽ রচিতাঽঙ্গেষ্বপরেষু চম্পকৈঃ।
স্বয়মাদিত যত্র ভীমজা স্মরপূজাকুসুমস্রজঃ শ্রিয়ম্ ॥৯৬॥

সেখানে মুখ, হাত, পা, ও চোখের পদ্মে ও অন্যান্য অঙ্গের চাঁপাফুলে রচিত ভীমরাজকন্যা স্বয়ং মদনদেবের পূজার জন্য ফুলের মালায় শোভা লাভ করেছিলেন ॥৯৬॥

জঘনস্তনভারগৌরবাদ্বিয়দালম্ব্য বিহর্তুমক্ষমাঃ।
ধ্রুবমপ্সরসোঽবতীর্য যাং শতমধ্যাসত তৎসখীজনঃ ॥৯৭॥

Dhaka University Institutional Repository

জঘন ও স্তনের গুরুভারে শূন্য আকাশপথ অবলম্বন করে বিচরণ করতে অক্ষম একশত অপ্সরা যেখানে নেমে এসে তাঁর সখীরূপে বুঝি বাস করছিলেন ॥৯৭॥

তৃতীয় সর্গ

শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর সাথে রাজহংসের উক্তির মাধ্যমে শৃঙ্গার রসের প্রকাশ করেছেন। যেমন –

ধার্যঃ কথংকারমহং ভবত্যা বিয়দ্বিহারী বসুধৈকগত্যা।
অহো ! শিশুত্বং তব খণ্ডিতং ন স্মরস্য সখ্যা বয়সাঽপ্যনেন ॥১৫॥

আমি আকাশে চলতে পারি, কিন্তু আপনার একমাত্র গতি ভূমিতে। কীভাবে আমাকে ধরবেন ? হায়, কামের সখা এই যে তরুণ বয়স সেও আপনার শিশুভাব দূর করে নি ॥১৫॥

সুবর্ণশৈলাদবতীর্য তূর্ণং স্বর্বাহিনীবারিকণাবকীর্ণৈঃ।
তং বীজয়ামঃ স্মরকেলিকালে পক্ষ্মৈর্নৃপং চামরবদ্ধসখ্যৈঃ॥২২॥

সেই রাজার কামক্রীড়ার সময় আমরা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমাদের চামর তুল্য পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করি যে-পাখায় মন্দাকিনীর জলকণা লেগে থাকে ॥২২॥

স্মরেণ নিস্তক্ষ্য তথৈব বাণৈলাবণ্যশেষাং কৃশতামনায়ি।
অনঙ্গতামপ্যয়মাপ্যমানঃ স্পর্ধাং ন সার্ধং বিজহাতি তেন ॥১০৯॥

কামদেব বৃথাই তাঁর বাণ তীক্ষ্ণ করে নলের দেহকে এমন দুর্বল করেছেন যে তাঁর কেবল লাবণ্যটুকু অবশিষ্ট আছে। এমন দুর্বল দেহ নিয়েও তিনি কামদেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পরিত্যাগ করছেন না ॥১০৯॥

স্তনদ্বয়ে তন্বি ! পরং তবৈব পৃথৌ যদি প্রাপ্স্যতি নৈষধস্য।
অনল্পবৈদগ্ধ্যবিবর্ধিনীনাং পত্রাবলীনাং রচনা সমাপ্তিম্ ॥১১৮॥

হে তন্বী ! প্রভূত কৌশলে নল যে-পত্রাবলীর সুদীর্ঘ চিহ্ন আঁকেন, তাদের রচনা যদি শেষ হতে হয়, তবে তা আপনার বিশাল দুটি স্তনেতেই সম্ভব ॥১১৮॥

Dhaka University Institutional Repository

যস্তে নবঃ পল্লবিতঃ করাভ্যাং স্মিতেন যঃ কোরকিতস্তবাস্তে।

অঙ্গম্রদিম্না তব পুস্পিতো যঃ স্তনশ্রিয়া যঃ ফলিতস্তবৈব॥১২১॥

আপনার বাহু তার নতুন পল্লব রচনা করছে, আপনার হাসি তার ফুলের কুঁড়ি হয়েছে, আপনার শরীরের কোমলতা তার ফুল, আর আপনার স্তনেই তার ফুলের শোভা ॥১২১॥

কংসীকৃতাসীৎ খলু মণ্ডলীন্দোঃ সংসক্তরশ্মিপ্রকরা স্মরেণ।

তুলা চ নারাচলতা নিজৈব মিথোঽনুরাগস্য সমীকৃতৌ বাম্ ॥১২২॥

আপনাদের পারস্পরিক অনুরাগ দু'দিকে সমান করার জন্যে কামদেব রশ্মিসমেত গোল চাঁদকে কাঁসার পাল্লা এবং নিজের বাণকেই তুলাদণ্ড করছেন ॥১২২॥

সত্ত্বস্রুতস্বেদমধূত্থসান্দ্রে তৎপাণিপদ্মে মদনোৎসবেষু ।

লগ্নোত্থিতাস্ত্যৎকুচপত্ররেখাস্তন্নির্গতাস্তং প্রবিশন্তু ভূয়ঃ ॥১২৩॥

কামকেলির সময়ে সাত্ত্বিক মনোবিকারের ফলে মোমের মতো ঘাম ঝরে। তাঁর পদ্মের মতো হাতে তা নিবিড়ভাবে থাকে। তাই আপনার স্তনে তা পত্ররেখা হয়ে উঠবে। আবার তা যেন তাঁর হাত থেকে উৎপন্ন হয়ে তাতেই মিশে যায়, অর্থাৎ আপনাদের যেন মিলন হয় ॥১২৩॥

বন্ধাঢ্যনানারতমল্লযুদ্ধপ্রমোদিতৈঃ কেলিবনে মরুদ্ভিঃ।

প্রসূনবৃষ্টিং পুনরুক্তমুক্তাং প্রতীচ্ছতং ভৈমি ! যুবাং যুবানৌ ॥১২৪॥

ভীমরাজকন্যা ! বন্ধ ইত্যাদি কামশাস্ত্রেপ্রসিদ্ধ নানা রমণের মল্লযুদ্ধে আনন্দিত হয়ে রমণের স্থানে মরুৎগুলি বার বার যে পুষ্পবৃষ্টি করবে তা আপনারা দুই যুবক ও যুবতী গ্রহণ করুন ॥১২৪॥

ত্বদ্গুচ্ছাবলিমৌক্তিকানি গুলিকাস্তং রাজহংসং বিভো-

র্বেধ্যং বিদ্ধি মনোভুবঃ স্বমপি তাং মঞ্জুং ধনর্মঞ্জরীম্।

যন্নিত্যাঙ্কনিবাসলালিততমজ্যাভুজ্যমানং লস-

ন্নাভীমধ্যবিলা বিলা বিলাসমখিলং রোমালিরালম্বতে ॥১২৭॥

৭

Dhaka University Institutional Repository

আপনার মুক্তাহারের মুক্তাগুলিকে শক্তিমান মদনের গুলি সেই রাজশ্রেষ্ঠকে লক্ষ্যবস্তু এবং নিজেকে মঞ্জরীর মতো রমণীয় ধনুক বলে জানবেন; সর্বদা বিশেষভাবে লালিত জ্যাতে সেবিত হওয়ায় যার সুন্দর নাভির মধ্যবর্তী গহ্বরে রোমরাশি যাবতীয় বিলাস লাভ করেছে ॥১২৭॥

পুষ্পেষুশ্চিকুরেষু তে শরচয়ং স্বং ফালমূলে ধনূ
রৌদ্রে চক্ষুষি যজ্জিতস্তনুমনুভ্রাংষ্ট্রং চ যশ্চিক্ষিপে।
নির্বিদ্যাশ্রয়দাশ্রয়ং স বিতনুস্ত্বাং তজ্জয়ায়াধুনা
পত্রালিস্ত্বদুরোজশৈলনিলয়া তৎপর্ণশালায়তে ॥১২৮॥

যাঁর কাছে পরাজিত হয়ে যে – পুষ্পধনু মদন বিরাগের বশে আপনার কেশরাশিতে শরগুলিকে, কপালে নিজের ধনুককে ও ভগবান রুদ্রের তৃতীয় নয়নের সামনে নিজ শরীর নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই দেহহীন দেবতা তাঁকে জয় করার জন্য এখন তপোবন - রূপে আপনাকে অবলম্বন করেছেন। আপনার স্তনের শৈলাবাসে চন্দন প্রভৃতি দিয়ে যে পত্রাবলী রচিত আছে, তা তাঁর পর্ণশালার মতো হয়েছে ॥১২৮॥

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ সর্গ

চতুর্থ সর্গে প্রণয়প্রার্থী দময়ন্তী হাঁসের মুখে নলের কথা শুনে তাঁর দেহ-মনে যে আবেশ সৃষ্টি হয় শ্রীহর্ষ তা ব্যক্ত করতে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করেন। যেমন –

অথ নলস্য গুণং গুণমাত্মভূঃ সুরভি তস্য যশঃকুসুমং ধনুঃ।
শ্রুতিপথোপগতং সুমনস্তয়া তমিষুমাশু বিধায় জিগায় তাম্ ॥১॥

তারপর নলের গুণকে জ্যা করে, সুগন্ধি ফলের মতো যশকে ধনুক করে এবং তাঁর নিজের কানে শোনা নলের শোভন মানসিকতাকে শর করে অচিরেই কামদেব দময়ন্তীকে জয় করলেন ॥১॥

যদতনুজ্বরভাক্তনুতে স্ম সা প্রিয়কথাসরসীরসমজ্জনম্ ।
সপদি তস্য চিরান্তরতাপিনী পরিণতির্বিষমা সমপদ্যত ॥২॥

কামজ্বরে তিনি সরোবরের জলের তুল্য প্রিয়তমের কথায় যেন ডুবে গেলেন, শীঘ্রই তার বিষম পরিণতি হল। দীর্ঘকাল তা অন্তরকে পীড়া দিয়েছিল ॥২॥

কুসুমচাপজতাপসমাকুলং কমলকোমলমৈক্ষ্যত তন্মুখম্ ।
অহরহর্বহদভ্যধিকাধিকাং রবিরুচিগ্লপিতস্য বিধোর্বিধাম্ ॥৬॥

সূর্যকিরণে ম্লান-হয়ে-যাওয়া চাঁদের যেমন অবস্থা হয়, তাঁর পদ্মের মতো কোমল মুখ তেমনি দিনে দিনে কামসন্তাপে বেশি বিহ্বল হতে লাগল ॥৬॥

তরুণতাপতপনদ্যুতিনির্মিতদ্রঢ়িম তৎকুচকুম্ভযুগং তথা ।
অনলসংগতিতাপমুপৈতু নো কুসুমচাপকুলালবিলাসজম্। ॥৭॥

কুম্ভকারের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়ে ঘট যেমন রোদে শক্ত হওয়ার পর আগুনের সান্নিধ্যে তপ্ত হয়, তেমনি তাঁর তারুণ্যবশত দৃঢ় স্তনকলসদুটি কামের প্রভাবে নলকে না - পাওয়ার সন্তাপ কি লাভ করে নি ?॥৭॥

Dhaka University Institutional Repository

অধৃত যদ্বিরহোষ্মণি মজ্জিতং মনসিজেন তদূরুযুগং তদা ।
স্পৃশতি তৎকদনং কদলীতরুর্যদি মরুজ্বলদূষরদূষিতঃ ॥৮॥

কামের প্রভাবে বিরহতাপে নিমজ্জিত হয়ে তাঁর উরুদুটি তখন যে-অবস্থায় পৌঁছেছিল, মরুভূমির উত্তপ্ত ঊষর মাটিতে ঝলসানো কোন কদলিবৃক্ষ যদি থাকে, তবে তার সঙ্গেই তা তুলনীয় ॥৮॥

স্মরশরাহতিনির্মিতসংজ্বরং করযুগং হসতি স্ম দময়ন্তসুঃ ।
অনপিধানপতত্তপনাতপং তপনিপীতসরঃসরসীরুহম্ ॥৯॥

অনাবৃত সূর্যকিরণ পড়ার ফলে রোদে সরোবর শুকিয়ে গেলে পদ্মকে যেমন দেখায়, কামদেবের শরের আঘাতে সন্তপ্ত হওয়ায় দময়ন্তীর দুটি বাহু তেমনি শোভা পাচ্ছিল ॥৯॥

মদনতাপভরেণ বিদীর্য নো যদুদপাতি হৃদা দময়ন্তসুঃ।
নিবিড়পীনকুচদ্বয়যন্ত্রণা তমপরাধমধাৎপ্রতিবন্ধতী ॥১০॥

কামের অত্যধিক পীড়ায় দময়ন্তীর বুক ফেটে গেলেও হৃদয় যে বাইরে এসে পড়েনি, সেই অপরাধ প্রতিহত করতে তিনি ঘন, সুডৌল দুটি স্তনের ভার বহন করেছিলেন ॥১০॥

নিবিশতে যদি শুকশিখা পদে সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্ ।
মৃদুতনোর্বিতনোতু কথং ন তামবনিভৃত্তু নিবিশ্য হৃদি স্থিতঃ ॥১১॥

পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, তবে তা কিছুটা ব্যথা দেয় না কি ? তাঁর কোমল শরীরের মধ্যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট সেই রাজা থেকে গিয়েছিলেন; তাই ব্যথা কেন বাড়বে না ? ॥১১॥

মনসি সন্তমিব প্রিয়মীক্ষিতুং নয়নয়োঃ স্পৃহয়ান্তরূপেতয়োঃ ।
গ্রহণশক্তিরভূদিদমীয়য়োরপি ন সন্মুখবাস্তুনি বস্তুনি ॥১২॥

অন্তরে যে-প্রিয়তম বর্তমান, তাঁকে দেখার ইচ্ছায় তাঁর দুটি চোখ ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল, সম্মুখবর্তী জিনিস দেখার শক্তিও তাদের ছিল না ॥১২॥

Dhaka University Institutional Repository

সুহৃদমগ্নিমুদঞ্চয়িতুং স্মরং মনসি গন্ধবহেন মৃগীদৃশঃ।
অকলি নিঃশ্বসিতেন বিনির্গমানুমিতনিহ্নুতবেশনমায়িতা ॥১৪॥

সেই মৃগনয়নার মনোভূমিতে বর্তমান মিত্রস্থানীয় কামের আগুনকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে বাতাস যে গোপনে মায়া অবলম্বন করে প্রবেশ করেছিল, তা নিঃশ্বাসে বেরিয়ে আসা থেকে অনুমান করা যায় ॥১৪॥

বিরহপাণ্ডিমরাগতমোমষীশিতিমতন্নিজপীতিমবর্ণকৈঃ ।
দশ দিশঃ খলু তদ্‌দৃগকল্পয়ল্লিপিকরী নলরূপকচিত্রিতাঃ ॥১৫॥

বিরহজনিত পাণ্ডুরতা, অনুরাগের রক্তিমা, মসীতুল্য মোহের নীল রঙ এবং তাঁর নিজের স্বর্ণকান্তি- এই রঙ গুলো দিয়ে চিত্রশিল্পী হয়ে তাঁর চোখ দশটি দিকে নলের প্রতিকৃতি চিত্রিত করেছিল ॥১৫॥

স্মরকৃতিং হৃদয়স্য মুহুর্দশাং বহু বদন্নিব নিঃশ্বসিতানিলঃ ।
ব্যধিত বাসসি কম্পমদঃ শ্রিতে ত্রসতি কঃ সতি নাশ্রয়বাধনে ॥১৬॥

তাঁর নিঃশ্বাসবায়ু হৃদয়ের কামজনিত দশার কথা যেন বেশি করে বার বার বলছিল। ঐ হৃদয় তার উপর থাকা বসনে কম্পন জাগাচ্ছিল। সত্যিই, আশ্রয় পীড়াগ্রস্ত হলে কে না ভয় পায় ? ॥১৬॥

রিপুতরা ভবনাদবিনির্যতীং বিধুরুচির্গৃহজালবিলৈর্নুতাম্ ।
ইতরাত্মনিবারণশঙ্কয়া জ্বলয়িতুং বিসবেষধরাবিশৎ ॥২৪॥

বিরহে নিমগ্নদশায় তাপ উপশমের জন্য তিনি হৃদয়ে পদ্মফুল রাখছিলেন, তাঁর তুল্য কে আছেন ? প্রিয়তমের পুষ্পধনুক বুকে জড়িয়ে ধরে অনুমরণের জন্যে রতিদেবীই কি চিতার আগুনে শুয়ে ছিলেন ?॥২৪॥

হৃদি বিদর্ভভূবোঽশ্রুভূতি স্ফুটং বিনমদাস্যতয়া প্রতিবিম্বিতম্ ।
মুখদৃগোষ্ঠমরোপি মনোভুবা তদুপমাকুসুমান্যখিলাঃ শরাঃ ॥২৫॥

বৈদর্ভীর মুখ নত থাকায় চোখের জলে বুক ভিজে যাচ্ছিল। তাতে মুখ, দুটি চোখ ও ঠোঁট দুটি প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। মদন যেন সেগুলির সঙ্গে তুলনীয় ফুলের যাবতীয় শরগুলি সেখানে নিক্ষেপ করেছিলেন ॥২৫॥

Dhaka University Institutional Repository

স্মরহুতাশনদীপিতয়া তয়া বহু মুহুঃ সরসং সরসীরুহম্ ।
শ্রয়িতুমর্ধপথে কৃতমন্তরা শ্বসিতনির্মিতমর্মরমুভিঝতম্ ॥২৯॥

কামের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি বহু বার বহু সরস পদ্মফুল কাছে আনতে গিয়ে মাঝপথেই নিঃশ্বাসের মর্মর শব্দ তুলে ফেলে দিচ্ছিলেন॥২৯॥

প্রিয়করগ্রহমেবমবাপ্স্যতি স্তনযুগং তব তাম্যতি কিং ন্বিতি।
জগদতুর্নিহিতে হৃদি নীরজে দবথুকুড্মলনেন পৃথুস্তনীম্ ॥৩০॥

তাঁর বুকে রাখা দুটি পদ্ম তাপে মুকুলিত হয়ে সুডৌল স্তনে ঐশ্বর্যময়ী দময়ন্তীকে বলছিল – আপনার স্তন দুটি এই ভাবে প্রিয়তমের হাতের স্পর্শ পাবে, আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন ? ॥৩০॥

ত্বদিতরো ন হৃদাপি ময়া ধৃতঃ পতিরিতীব নলং হৃদয়েশয়ম্ ।
স্মরহবির্ভুজি বোধয়তি স্ম সা বিরহপাণ্ডুতয়া নিজশুদ্ধতাম্ ॥৩১॥

বিরহে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে তিনি কামাগ্নিতে নিজের শুদ্ধতা প্রমাণ করে তাঁর হৃদয়ের প্রভু নলকে বুঝি বোঝাচ্ছিলেন – পতিরূপে তোমাকে ছাড়া অন্য কারও কথা আমি মনেও স্থান দিই নি ॥৩১॥

জ্বলতি মন্মথবেদনয়া নিজে হৃদি তয়াদ্রমৃণাললতার্পিতা।
স্বজয়িনোস্ত্রপয়া সবিধস্থয়োর্মলিনতামভজদ্ ভুজয়োর্ভৃশম্ ॥৩৪॥

কামজ্বরে জ্বলতে থাকা তিনি নিজের বুকে যে মৃণাললতা রাখছিলেন, তাকে পরাজিত করে এমন বাহুদুটি নিকটবর্তী হওয়ায় বুঝি বা লজ্জাবশত ঐ মৃণাল অত্যন্ত মলিন হয়ে পড়ছিল ॥৩৪॥

শশিময়ং দহনাস্ত্রমূদিত্বরং মনসিজস্য বিমৃশ্য বিয়োগিনী।
ঝটিতি বারুণমশ্রুমিষাদসৌ তদুচিতং প্রতিশস্ত্রমুপাদদে॥৩৮॥

উদীয়মান চাঁদকে কামদেবের আগ্নেয়াস্ত্র বুঝতে পেরে সেই বিরহিণী তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জলীয় অস্ত্র হিসেবে তৎক্ষণাৎ অশ্রুপাত করেছিলেন ॥৩৮॥

Dhaka University Institutional Repository

অতনুনা নবমম্বুদমাম্বুদং সুতনুরস্ত্রমুদস্তমবেক্ষ্য সা।
উচিতমায়তনিশ্বসিতচ্ছলাচ্ছসনশস্ত্রমমুঞ্চদমুং প্রতি ॥৩৯॥

বর্ষার নতুন মেঘকে কামদেবের পাঠানো মেঘের অস্ত্র বুঝতে পেরে সেই সুন্দরী তার দিকে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ত্ররূপে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছিলেন ॥৩৯॥

রতিপতিপ্রহিতানিলহেতিতাং প্রতিয়তী সুদতী মলয়ানিলে।
তদুরুতাপভয়াত্তমৃণালিকাময়মিয়ং ভুজগাস্ত্রমিবাদিত ॥৪০॥

মলয় বাতাসকে কামদেবের পাঠানো বায়বীয় অস্ত্র জানতে পেরে এই সুন্দরী তার দারুণ সন্তাপের ভয়ে মৃণালে হাত ঢেকে তাকে যেন সর্পরূপ অস্ত্র করছিলেন ॥৪০॥

ন্যধিত তদ্ধৃদি শল্যমিব দ্বয়ং বিরহিতাং চ তথাপি চ জীবিতম্ ।
কিমথ তত্র নিহত্য নিখাতবান্ রতিপতিঃ স্তনবিল্বযুগেন তৎ ॥৪১॥

কামদেব তাঁর হৃদয়ে বিরহদশা এবং সেই অবস্থার মধ্যেও জীবন – এই দুটি শরকে স্থির করে দিয়েছিলেন। তারপর বেলফলের মতো দুটি স্তনের আঘাতে তাকে ভালভাবে দৃঢ় করেছিলেন না কি? ॥৪১॥

অতিশরব্যয়তা মদনেন তাং নিখিলপুষ্পময়স্বশরব্যয়াৎ।
স্ফুটমকারি ফলান্যপি মুঞ্চতা তদুরসি স্তনতালযুগার্পণা ॥৪২॥

তাঁকে বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে মদন তাঁর যাবতীয় ফুলের শর ব্যয় করার পর ফুলগুলোকেও নিক্ষেপ করে তাঁর বুকে স্পষ্টতই স্তনের আকারে দুটি তালফল নিক্ষেপ করেছিলেন ॥৪২॥

নরসুরাষ্‌জভুবামিব যাবতা ভবতি যস্য যুগং যদনেহসা।
বিরহিণামপি তদ্রতবদ্ যুবক্ষণমিতং ন কথং গণিতাগমে ॥৪৪॥

মানুষ দেবতা ও ব্রহ্মা – এঁদের যাঁর যতখানি সময় নিয়ে যুগ পরিমিত হয়, তা যেমন জ্যোতিশাস্ত্রে আছে, তেমনি বিরহীদের ও রমণশীল যুবক-যুবতীদের ক্ষণের গণনা নেই কেন ? ॥৪৪॥

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর প্রেমানল প্রকাশ করতে গিয়ে শিব – পার্বতীর মিলনের পূর্বের কথায় শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন –

জনুরধত্ত সতী স্মরতাপিতা হিমবতো ন তু তন্মহিমাদৃতা।
জ্বলতি ফালতলে লিখিতঃ সতীবিরহ এব হরস্য ন লোচনম্ ॥৪৫॥

কামসন্তাপে পীড়িত হয়েই সতী হিমালয়কন্যারূপে জন্ম নিয়েছিলেন, হিমালয়ের মহিমাতে আকৃষ্ট হয়ে নয়। শিবের জ্বলন্ত কপালে সতীবিরহের বিধিলিপিই লেখা আছে তৃতীয় নয়ন নয় ॥৪৫॥

শ্রীহর্ষের যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সতীদাহকে আত্মত্যাগ না বলে স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। যেমন –

দহনজা ন পৃথুর্দবথুব্যথা বিরহজৈব পৃথুযদি নেদৃশম্ ।
দহনমাশু বিশন্তি কথং স্ত্রিয়ঃ প্রিয়মপাসুমুপাসিতুমুদ্ধুরাঃ ॥৪৬॥

দাহের কারণে তাপের পীড়া বেশি হয় না, তবে বিরহের কারণে বেশি হবেই। তা যদি না হয়, তবে মেয়েরা মৃত স্বামীর সেবা করতে সানন্দে তৎক্ষণাৎ অগ্নিতে প্রবেশ করেন কেন ? ॥৪৬॥

চাঁদ, ফুল যে শৃঙ্গারের প্রতীক তা কবি মাঝে মাঝে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন –

হৃদি লুঠন্তি কলা নিতরামমূর্বিরহিণীবধপঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
কুমুদসখ্যকৃতস্তু বহিস্কৃতাঃ সখি ! বিলোকয় দুর্বিনয়ং বিধোঃ ॥৪৭॥

সখী, দুজন চাঁদকে দেখো। বিরহিণীদের হত্যা করার পাপে যে চন্দ্রকলাগুলো কলঙ্কিত, সেগুলো নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে, আর যেগুলো কুমুদফুলের মিত্র বা তার মতো বিশুদ্ধ, সেগুলোকে বের করে দিয়েছে ॥৪৭॥

অয়ি! বিধুং পরিপৃচ্ছ গুরোঃ কুতঃ স্ফুটমশিক্ষ্যত দাহবদান্যতা।
গ্লাপিতশম্ভুগলাদ্গরলাৎত্বয়া কিমুদধৌ জড় ! বা বড়বানলাৎ ॥৪৮॥

সখী, তুমি চাঁদকে সবরকমে জিজ্ঞাসা করো – ওহে মূঢ় ! একান্তভাবে দগ্ধ করার স্বভাব তুমি কোন গুরুর কাছে শিখেছ? শিবের কণ্ঠদেশ যে ম্লান করেছে, সেই কালকূট থেকে, নাকি সমুদ্রে বড়বানল থেকে ? ॥৪৮॥

Dhaka University Institutional Repository

অয়মযোগিবধূবধপাতকৈর্ভ্রমিমবাপ্য দিবঃ খলু পাত্যতে।

শিতিনিশাদৃষদি স্ফুটদুৎপতৎকণগণাধিকতারকিতাম্বরঃ ॥৪৯॥

বিরহিণী বধূদের হত্যার পাপে ঘুরতে ঘুরতে এই চাঁদ স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয় এবং অমাবস্যার রাত্রির কালো পাথরে পড়ে ফেটে গিয়ে অসংখ্য কণার আকারে আকাশকে তারকাখচিত করে ॥৪৯॥

শ্রীহর্ষ দময়ন্তীর বিরহদশার কথা ব্যক্ত করতে মদনদেবের বিষয় উল্লেখপূর্বক শৃঙ্গারের কথা বলেছেন। যেমন –

হৃদয়মাশ্রয়সে বতমামকং জ্বলয়সীত্থমনঙ্গ ! তদেব কিম্?

স্বয়মপি ক্ষণদগ্ধনিজেন্ধনঃ ক্ব ভবিতাসি? হতাশ! হুতাশবৎ ॥৭৫॥

মদন ! আমার হৃদয়ে আশ্রয় নিয়েছ এবং তাকেই এইভাবে জ্বালা দিচ্ছ কেন? ওরে দুর্বুদ্ধি! মুহূর্তের মধ্যে নিজের ইন্ধনকে পুড়িয়ে ফেলা আগুনের মতো হয়ে তুমি নিজে থাকবে কোথায় ? ॥৭৫॥

সহচরোঽসি রতেরিতি বিশ্রুতিস্ত্বয়ি বসত্যপি মে ন রতিঃ কুতঃ।

অথ ন সম্প্রতি সঙ্গতিরস্তি বামনুমৃতা ন ভবন্তমিয়ং কিল ॥৭৭॥

তুমি রতিদেবীর সহচররূপে প্রসিদ্ধ। তুমি আমার হৃদয়ে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তোমার উপর আমার প্রীতি নেই কেন ? অথবা, এখন তোমাদের দুজনের মিল নেই। কারণ, শোনা যায় , রতি তোমার সঙ্গে অনুমরণে যান নি ॥৭৭॥

রতিবিযুক্তমনাত্মপরজ্ঞ ! কিং স্বমিব মামপি তাপিতবানসি?

কথমতাপভৃতস্তব সঙ্গমাদিতরথা হৃদয়ং মম দহ্যতে? ৭৮॥

আপন-পর বিষয়ে অনভিজ্ঞ ! রতিহীন আমার মতো রতিবিরহ দশায় নিজেকেও সন্তাপ দিচ্ছ কেন? অন্যথা তুমি তাপহীন হলে তোমার সঙ্গবশত আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে কেন ? ॥৭৮॥

অপি ধয়ন্নিতরামরবৎসুধাং ত্রিনয়নাৎকথমাপিথ তাং দশাম্ ।

ভণ রতেরধরস্য রসাদরাদমৃতমাত্তঘৃণঃ খলু নাপিবঃ ॥৮২॥

অন্যান্য দেবতার মতো অমৃত পান করা সত্ত্বেও শিবের হাতে কেন মরণদশায় পৌঁছলে? বলো দেখি রতিদেবীর অধরসুধা পান করতে বেশি আগ্রহের ফলে উপেক্ষাবশত তুমি কি অমৃত পান করনি? ॥৮২॥

Dhaka University Institutional Repository

ভুবনমোহনজেন কিমেনসা তব পরেত! বভূব পিশাচতা?।

যদধুনা বিরহাধিমলীমসামভিভবন্ ভ্রমসি স্মর! মদ্বিধাম্ ॥৮৩॥

ওহে প্রেত ! ওহে কাম ! জগৎকে মোহিত করার পাপে তুমি কি পিশাচের স্বভাব পেয়েছে, যে এখন আমার মতো বিরহপীড়িত মলিন ব্যক্তিদের অভিভূত করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? ॥৮৩॥

বত দদাসি ন মৃত্যুমপি স্মর ! স্খলতি তে কৃপয়া ন ধনুঃ করাৎ।

অথ মুতোঽসিমৃতেন চ মুচ্যতে ন কিল মুষ্টিরুরীকৃতবন্ধনঃ ॥৮৪॥

হায় কাম! তুমি তো আমাকে মেরেও ফেলছ না ! দয়া করে তোমার হাত থেকে ধনুকও তো খসে পড়ছে না! অথবা, তুমি মরে গিয়েছ। মৃতব্যক্তিই দৃঢ়বন্ধ মুষ্টি খোলে না ॥৮৪॥

দৃগুপেহত্যপমৃত্যুবিরুপতাঃ শময়তেঽপরতির্জ্জরসেবিতা।

অতিশয়ান্ধ্যবপুঃক্ষতিপাণ্ডুতাঃ স্মর ! ভবন্তি ভবন্তমুপাসিতুঃ ॥৮৫॥

ওহে কাম ! অন্য দেবতার সেবা করে মানুষ অন্ধত্ব অপমৃত্যু ও রূপের বিকৃতি রোধ করে। কিন্তু তোমার উপাসনা করলে মানুষ সাংঘাতিক অন্ধত্ব, দৈহিক বিনাশ এবং পাণ্ডুবর্ণ লাভ করে ॥৮৫॥

স্মর ! নৃশংসতমস্ত্বমতো বিধিঃ সুমনসঃ কৃতবান্ ভবদায়ুধম্ ।

যদি ধনুর্দৃঢ়মাশুগমায়সং তব সৃজেৎ প্রলয়ং ত্রিজগদ্ ব্রজেৎ ॥৮৬॥

ওহে কাম ! তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তাই বিধাতা ফুলগুলোকে তোমার অস্ত্র করেছেন। যদি শক্ত ধনুক ও লোহার তীর তোমার জন্য সৃষ্টি করতেন, তাহলে ত্রিভুবনে প্রলয় ঘটে যেত ॥৮৬॥

নলকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দময়ন্তীর প্রাণ যখন আকুলি বিকুলি করছিল তখন জর অবস্থা প্রকাশ করতে শ্রীহর্ষ শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন –

স্ফুটতি হারমণৌ মদনোষ্মণা হৃদয়মপ্যনলংকৃতমদ্য তে।

সখি ! হতাস্মি তদা যদি হৃদ্যপি প্রিয়তমঃ স মম ব্যবধাপিতঃ ॥১০৯॥

Dhaka University Institutional Repository

সখী! কামজ্বরে তোমার বুকের গহনা যেন তাপে ফুটতে থাকে, তাই আজ তোমার বুকে কোনো অলঙ্কার দিই নি। দময়ন্তী সখী যদি হৃদয় আমার অনলঙ্কৃত অর্থাৎ নলশূন্য হয়, সেই প্রিয়তম যদি আমার হৃদয় থেকে ব্যবধানে গিয়ে থাকেন তবে তো আমি মরলাম ॥১০৯॥

ইদমুদীর্য তদৈব মুমূর্ছ সা মনসি মূর্ছিতমন্মথপাবকা।
ক্ব সহতামবলম্বলবচ্ছিদামনুপপত্তিমতীমপি দুঃখিতা ॥১১০॥

এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্ছা গেলেন। তাঁর মনে কামাগ্নি বেড়ে উঠছিল। অযৌক্তিক হলেও লেশমাত্র অবলম্বন যাতে হারাতে হয়, তা দুঃখিত অবস্থায় কীভাবে সহ্য হবে ? ॥১১০॥

অধিত কাপি মুখে সলিলং সখী প্যধিত কাপি সরোজদলৈঃ স্তনৌ।
ব্যধিত কাপি হৃদি ব্যজনানিলং ন্যধিত কাপি হিমং সুতনোস্তনৌ ॥১১১॥

তখন কোনো সখী তাঁর মুখে জল দিলেন, কেউ তাঁর স্তন দুটিতে পদ্মের পাপড়ি রাখলেন, কেউ তার বুকে পাখার বাতাস করলেন, কেউ বা সেই সুন্দরীর শরীরে চন্দন লেপে দিলেন ॥১১১॥

পিতাও যে কন্যাকে কামসন্তপ্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং কিছুটা লজ্জিত হয়েও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন – এমন দৃষ্টান্ত শ্রীহর্ষের কাব্যেই ফুঠে উঠেছে যা শৃঙ্গারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেমন –

এবং যদ্বদতা নৃপেণ তনয়া নাপৃচ্ছি লজ্জাপদং
যন্মোহঃ স্মরভূরকম্পি বপুষঃ পাণ্ডুত্বতাপাদিভিঃ।
যচ্চাশীঃ কপটাদবাদি সদৃশী স্যাত্তত্র যা সান্ত্বনা
তন্মাত্বালিজনো মনোঽব্ধিমতনোদানন্দমন্দাক্ষয়োঃ ॥১২২॥

এইভাবে রাজা কন্যাকে তাঁর লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করেননি, পাণ্ডুবর্ণ, তাপ ইত্যাদির ফলে শরীরে যে কামঘটিত মূর্ছা উপস্থিত হয়েছিল এবং আশীর্বাদের ছলে রাজা যে তাঁকে উপযুক্ত সান্তনা দিলেন, তা বুঝে সখীদের মন আনন্দ ও লজ্জার সমুদ্রে পরিণত হল ॥১২২॥

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সর্গ

পঞ্চম সর্গে স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানের কতিপয় কর্মকাণ্ডকে ঘিরে শ্রীহর্ষ শৃঙ্গারের অবতারণা করেছেন। যেমন-

সম্প্রতি প্রতিমুহূর্তমপূর্বা কাপি যৌবনজবেন ভবন্তী।
আশিখং সুকৃতসারভূতে সা ক্বাপি যুনি ভজতে কিল ভাবম্ ॥২৭॥

ইদানীং যৌবনবেগে তিনি প্রতিমুহূর্তে এক অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠে বিশেষ এক যুবকের সম্বন্ধে প্রেমের অনুরাগ পোষণ করেছেন মাথার শিরা পর্যন্ত তিনি নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ পুণ্যের আকর ॥২৭॥

কাপি কামপি বভাণ বুভুৎসুং শৃন্বতি ত্রিদশভর্তরি কিঞ্চিৎ।
এষ কশ্যকসুতামভিগন্তা পশ্য কশ্যপসুতঃ শতযজ্ঞঃ ॥৫৩॥

স্বর্গরাজকে শুনিয়ে তাঁর দেশ ভ্রমণের বিষয়ে জিজ্ঞাসু কোনো রমণীকে অন্য রমণী কিছু বললেন – এই কশ্যপপুত্র ইন্দ্র কশ্যপকন্যা পৃথিবীতে যাচ্ছেন – দেখো, অথবা কশ্যপপুত্র কশ্যপকন্যাকে রমণ করতে চলেছেন, দেখো আশ্চর্য ! ॥৫৩॥

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ সর্গে শৃঙ্গারের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে । দময়ন্তীর বিরহ বিলাপ, অন্তঃপুর নারীদের অঙ্গভঙ্গী-রতি-বিলাস নানাবিধ কর্মকাণ্ডে শৃঙ্গার রস স্পষ্টতর হয়েছে। যেমন –

অন্তঃপুরান্তঃ স বিলোক্য বালাং কাঞ্চিৎ সমালব্ধুমসংবৃতোরূম্ ।
নিমীলিতাক্ষঃ পরয়া ভ্রমন্ত্যা সংঘট্টমাসাদ্য চমচ্চকার ॥১৩॥

অন্তঃপুরের ভিতরে এক রমণীকে মালিশ করার জন্য উরুদেশ অনাবৃত করতে দেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন ও চলতে চলতে একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চমৎকৃত হলেন ॥১৩॥

অনাদিসর্গস্রজি বানুভূতা চিত্রেষু বা ভীমসুতা নলেন।
জাতৈব যদা জিতশম্বরস্য সা শাম্বরীশিল্পমলক্ষি দিক্ষু ॥১৪॥

অনাদি সৃষ্টিপরম্পরায় দেখা বা ছবিতে দেখা অথবা শম্বরবিজয়ী মদনের মায়া শিল্প সেই দময়ন্তীকে সব দিকে দেখা গেলো ॥১৪॥

ভৈমীনিরাশে হৃদি মন্মথেন দত্তস্বহস্তাদ্বিরহাদ্বিহস্তঃ।
স তামলীকামবলোক্য তত্র ক্ষণাদপশ্যন্ ব্যষদদ্বিবুদ্ধঃ ॥১৬॥

দময়ন্তীর সম্বন্ধে তাঁর নিরাশ হৃদয়ে মদনের হস্তক্ষেপে বিরহ জাগায় তিনি বিহ্বল হলেন ও সেখানে অলীক অবস্থায় তাঁকে দেখে সজাগ অবস্থায় মুহূর্তকাল না দেখতে পেয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন ॥১৬॥

পশ্যন্ স তস্মিন্নরুতাপি তন্ব্যাঃ স্তনৌ পরিস্প্রষ্টুমিবাস্তবস্ত্রৌ।
অক্ষান্তপক্ষান্তমৃগাঙ্কমাস্যং দধার তির্যগ্বলিতং বিলক্ষঃ ॥১৮॥

কোনো তন্বীর স্তন স্পর্শ করার জন্য বাতাস কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে দেখে তিনি লজ্জিত হয়ে পূর্ণিমার চাঁদকে হার-মানানো মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন ॥১৮॥

Dhaka University Institutional Repository

দোর্মূলমালোক্য কচং রুরুৎসোস্ততঃ কুচো তাবনুলেপয়ন্ত্যাঃ।
নাভীমথৈষ শ্লথবাসসোঽনু মিমীল দিক্ষু ক্রমকৃষ্টচক্ষুঃ ॥২০॥

সবদিকে ধীরে ধীরে চোখ ফেলে চুল বাঁধতে চাইলেন এমন একজনের বাহু, তারপর, প্রসাধন লেপন করছেন এমন কারও দুটি স্তন এবং বসন আলগা থাকায় কারও নাভি দেখে তিনি চোখ বন্ধ করলেন ॥২০॥

উদ্বর্তয়ন্ত্যা হৃদয়ে নিপত্য নৃপস্য দৃষ্টির্ণ্যবৃতদ্ দ্রুতৈব।
বিয়োগিবৈরাং কুচয়োর্নখাঙ্কৈরর্ধেন্দুলীলৈর্গলহস্তিতেব ॥২৫॥

শরীর পরিমার্জনা করছেন এমন এক রমণীর বুকে পড়ে রাজার দৃষ্টি তাড়াতাড়ি নিবৃত্ত হল। স্তন দুটির অর্ধচন্দ্রের মতো নখচিহ্ন বুঝি বিরহীদের সঙ্গে বিরোধবশত তাকে হাত দিয়ে ঘার ধরে বের করে দিল ॥২৫॥

হতঃ কয়াচিৎ পথি কন্দুকেন সংঘট্ট্য ভিন্নঃ করজৈ কয়াপি।
কয়াচনাক্তঃ কুচকুঙ্কুমেন সম্ভুক্তকল্পঃ স বভুব তাভিঃ ॥২৯॥

পথে কোনো রমণী তাঁকে বল ছুঁড়ে মারলেন, আবার কেউ ধাক্কা দিয়ে নখ দিয়ে চিরে দিলেন, কেউ বা স্তনের কুমকুম মাখালেন। মনে হল, তাঁরা যেন তাঁকে ভোগ করেছেন ॥২৯॥

সর্বত্র সম্পাদ্যমবাধমানৌ রূপশ্রিয়াতিথ্যকরং পরং তৌ।
ন শেকতুঃ কেলিরসাদ্বিরন্তুমলীকমালোক্য পরস্পরং তু ॥৫৪॥

রূপের ঐশ্বর্যে সব অঙ্গের অনুরূপ হওয়ায়, সৎকারযোগ্য অলীক সত্তাকে পরস্পর দেখে, তাঁরা দুজনে মিথ্যে না বোঝার জন্যে কামক্রীড়া থেকে বিরত হতে পারলেন না ॥৫৪॥